NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৭ ব্রেন স্ট্রোকে মৃত্যু চাকরিহারা এক শিক্ষকের

'অনেক কিছু করতে পারতাম, আমরা সংযম দেখিয়েছি' ৭

কলকাতা ৩০ মে ২০২৫ ১৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২ শুক্রবার অষ্টাদশ বর্ষ ৩৪৭ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 30.5.2025, Vol.18, Issue No. 347 8 Pages, Price 3.00

নবান্নের মন্তব্যে পাল্টা প্রত্যাঘাত গেরুয়া শিবিরের

'সেনাবাহিনীর বীরত্বকে কটাক্ষ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী'

নিজস্ব প্রতিবেদন: আলিপুরদুয়ারের সভামঞ্চ থেকে বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও বিজেপি শীর্ষ নেতৃত্ব একাধিক ইস্যুতে রাজ্য সরকারকে আক্রমণ করলে, তার পাল্টা প্রতিক্রিয়া আসে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তরফে, নবান্নের সভাঘর থেকে। তবে সেই বক্তব্য ঘিরেই ফের তৈরি হল রাজনৈতিক বিতর্কের ঝড়। মুখ্যমন্ত্রীর একাধিক মন্তব্য তুলে ধরে বিজেপি অভিযোগ করে, 'ভারতীয় সেনার আত্মত্যাগ ও সাফল্যকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তুচ্ছ করেছেন, কটাক্ষ করেছেন।'

বিজেপির তরফে রাজ্য নেতৃত্ব একযোগে আক্রমণ শানিয়ে বলেছেন, 'লজ্জাজনক! মুখ্যমন্ত্রী 'অপারেশন সিঁদুর'কে বলেছেন 'সিঁদুরের বাণিজ্য'। এটাই ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতির আসল চেহারা-যেখানে দেশের সেনার বলিদান নিয়েও উপহাস করা হয়।'

মুখ্যমন্ত্রী নিজের প্রতিক্রিয়ায় বলেন, 'ওটা একটা ছোট ঘটনা। যুদ্ধ হয়নি কিছুই। বিজেপি এ নিয়ে রাজনৈতিক ফায়দা তুলতে চাইছে।'

এই মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে আরও সরব হয়েছে বিজেপি। তাঁদের বক্তব্য- 'পহেলগাঁওতে হিন্দু মহিলাদের শুধুমাত্র সিঁদুর ও শাঁখা দেখে চিহ্নিত করে নিশানা করেছিল জঙ্গিরা। ধর্মবিশ্বাসকে লক্ষ্য করেই তাঁদের স্বামী ও সন্তানদের নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। এমনকী, দুই বাঙালি হিন্দু মহিলাকে জোর করে 'কালমা' পাঠ করানো হয়, আর তাঁদের চোখের সামনেই তাঁদের পরিবারের সদস্যদের হত্যা করা হয়।'

বিজেপি অভিযোগ তোলে, 'এই বিভীষিকাময় হামলার প্রতিশোধেই ভারত চালায় 'অপারেশন সিঁদুর', যেখানে পাকিস্তানি জঙ্গি ঘাঁটিতে পাল্টা হামলা চালায় সেনা। সেই অপারেশনকে যিনি ছোট ঘটনা বলে অবজ্ঞা করেন, তিনি আদতে সেনার বীরত্বকে অপমান করছেন।'

তাঁরা আরও মনে করিয়ে দিয়েছেন, মুখ্যমন্ত্রী এর আগেও বালাকোট বিমান হানার সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। বিজেপির অভিযোগ, 'বালাকোট নিয়ে যিনি সংশয় প্রকাশ করেছিলেন, তিনিই এখন পহেলগাঁও হত্যালীলাকে বলছেন 'ছোট ঘটনা'। এতে আর অবাক হওয়ার কিছু নেই যে, পাকিস্তানের সংবাদমাধ্যমে তাঁর বক্তব্য উদ্ধৃত হয়।'

আলিপুরদুয়ারের জনসভা থেকে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন-'আমার মা-বোনেদের চোখের জল আমি দেখতে পাচ্ছি। পহেলগাঁও-তে যা হয়েছে, তা ভারত ভুলবে না। আমরা জবাব দিয়েছি। কিন্তু কেউ যদি এসবকে 'ছোট ঘটনা' বলেন, তাহলে মানুষই ঠিক করবে, তিনি কোন দেশের হয়ে কথা বলছেন।'

বিজেপির তরফে কটাক্ষ করে বলা হয়, 'চা বিক্রি করা থেকে উঠে এসে দেশের দায়িত্ব নিয়েছেন নরেন্দ্র মোদী। দেশের এক প্রকৃত 'চৌকিদার'-এর মতো সীমান্ত পাহারা দিচ্ছেন। আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়? তিনি আমাদের বীর সেনাদের অপমান করছেন, দেশেরই গৌরবকে খাটো করছেন।'

বাংলায় 'নির্মম' সরকারকে হঠানোর ডাক দিলেন মোদী

নিজস্ব প্রতিবেদন: 'বাংলার ভবিষ্যৎ আপনারা ঠিক করবেন' - আলিপুরদুয়ার থেকে রাজ্য সরকার বদলের ডাক মোদীর।

রাজ্যে উত্তরবঙ্গে আলিপুরদুয়ারের জনসভা থেকেই ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের দামামা বাজিয়ে দিলেন দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদী। ১৯৮৬ সালের পর দেশের প্রধানমন্ত্রী উত্তরবঙ্গের মাটিতে পা রাখলেন। জনসভা থেকে কেন্দ্রীয় প্রকল্পের সঙ্গে এই রাজ্যের তৃণমূল সরকারকে উৎখাত করে বদলের ডাক দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

তিনি জনসভায় উপস্থিত শ্রোতাদের উদ্দেশ্য করে বলেন 'সিঁদুর খেলা হয় যেখানে, সেই মাটিতে এসেছি।' 'অপারেশন সিঁদুর'-এর পর এই প্রথম বাংলায় এসে এই আবেগময় মন্তব্য করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বৃহস্পতিবার দুপুরে আলিপুরদুয়ারের প্যারেড গ্রাউন্ডে জনসভা থেকে একযোগে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসকে নিশানা করলেন তিনি। একদিকে জাতীয় নিরাপত্তা ও জঙ্গিদমন নিয়ে সেনার 'বীরত্ব' তুলে ধরলেন, অন্যদিকে উন্নয়ন ব্যাহত করার অভিযোগে রাজ্য সরকারকে তুলোধোনা করলেন। সেই সঙ্গে মুর্শিদাবাদ ও মালদার সাম্প্রতিক হিংসার ঘটনাকে 'নির্মমতার উদাহরণ' বলেও কটাক্ষ করলেন মোদী।

'অপারেশন সিঁদুর' নিয়ে সেনার শক্তির জয়গান করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'পহেলগাঁওয়ের ঘটনায় আপনাদের যে রাগ হয়েছিল, সেই রাগই আমাদের শক্তি জুগিয়েছে। জঙ্গিরা আমাদের বোনেদের-মায়েদের সিঁদুর মোছার চেষ্টা করেছিল। আমরা দেখিয়ে দিয়েছি, সিঁদুর মুছতে এলে কি হয়। আমরা জঙ্গিদের ঠিকানা গুঁড়িয়ে দিয়েছি। এটা পাকিস্তানের কল্পনার বাইরে ছিল।' তাঁর দাবি, 'অপারেশন সিঁদুর' এখনও শেষ হয়নি। ভবিষ্যতে যদি কেউ হামলা করে, 'তবে তাদের বড় মূল্য চোকাতে হবে'। সেনার এই অভিযান প্রসঙ্গে বলেন, 'আমাদের সেনা ওদের সিঁদুরের শক্তি বুঝিয়ে দিয়েছে।' তিনি আরও বলেন, 'তিনবার ঘরে ঢুকে মেরেছি। অপারেশন সিঁদুর এখনও শেষ হয়নি।'

রাজ্যের নির্মমতা ও পুলিশি নিষ্ক্রিয়তা নিয়েও সরব হন মোদী। সাম্প্রতিক বাংলায় মুর্শিদাবাদ ও মালদায় সাম্প্রতিক সাম্প্রদায়িক হিংসার কথা টেনে মোদী বলেন, 'যা হয়েছে তা এখানকার সরকারের নির্মমতার উদাহরণ। বাড়িঘর জ্বালানো হয়েছে, মানুষ খুন হয়েছেন, পুলিশ তামাশা দেখেছে। মা-বোনেরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন।' ওয়াকফ সংশোধনী আইন ঘিরে ছড়ানো হিংসায় পুলিশের নিষ্ক্রিয়তা নিয়ে তিনি রাজ্য সরকারকে তীব্র আক্রমণ করেন।

এছাড়াও রাজ্যের শিক্ষা, চা বাগান ও দুর্নীতি নিয়েও সরব হন প্রধানমন্ত্রী। বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে এদিন সরব হয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'তৃণমূল সরকার হাজার হাজার শিক্ষকের ভবিষ্যত বরবাদ করেছে। স্কুলে শিক্ষকের অভাবে লক্ষ লক্ষ গরিব ছাত্রছাত্রী অন্ধকারে চলে যাচ্ছে।' সুপ্রিম কোর্টের রায়ে ২০১৬ সালের এসএসসি -র পুরো প্যানেল বাতিল।

আলিপুরদুয়ার থেকে রাজ্যবাসীর প্রতি মোদীর বার্তা

সুপ্রিম কোর্টের রায় ও এসএসসি দুর্নীতি
- ২০১৬ সালের এসএসসি নিয়োগ বাতিল।
- ২৬,০০০ চাকরি বাতিল- শিক্ষক, গ্রুপ সি ও ডি কর্মীরা ক্ষতিগ্রস্ত।

রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে মোদীর তোপ
- শিক্ষাব্যবস্থাকে শেষ করে দিয়েছে তৃণমূল।
- নিয়োগ দুর্নীতিতে হাজার হাজার শিক্ষক বরবাদ।
- তৃণমূল শাসনে শিক্ষার ভবিষ্যৎ অন্ধকারে।

দুর্নীতির প্রভাব
- ভ্রষ্টাচারের খুব খারাপ প্রভাব যুব সমাজের ওপর।
- গরিব-মধ্যবিত্তরা সবথেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত।
- তৃণমূল পরিবারগুলোর জীবন শেষ করে দিয়েছে।

বিচারব্যবস্থার প্রসঙ্গ
- তৃণমূল নেতারা দোষ স্বীকার না করে আদালতকে দোষারোপ করছে।

শিক্ষার গুরুত্ব নিয়ে বার্তা
- শিক্ষকদের উপর লক্ষ লক্ষ শিশু নির্ভরশীল।
- কয়েক হাজার চাকরি নয়, গোটা শিক্ষাব্যবস্থা ধ্বংস।

মুর্শিদাবাদ ও মালদা দাঙ্গা প্রসঙ্গে
- দাঙ্গায় মা-বোনেদের পুঁজি শেষ। ঘর বেছে বেছে পুড়েছে। গুন্ডারা ছাড়া পেয়েছে।
- বাংলায় অত্যাচার চলছে, সরকার নির্বিকার।
- আদালতের হস্তক্ষেপ প্রমাণ করে সরকার ব্যর্থ।
- বাংলা বলছে, নির্মম সরকার চাই না।

'অপারেশন সিঁদুর'
- জঙ্গিরা আমাদের বোনেদের সিঁদুর মুছেছিল, সেনা তাদের সিঁদুরের শক্তি দেখিয়েছে।
- তিনবার ঘরে ঢুকে মেরেছি। অপারেশন সিঁদুর শেষ হয়নি।
- পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কড়া বার্তা
- ১৯৪৭ থেকে পাকিস্তান ভারতে জঙ্গি হামলা চালাচ্ছে।
- সেনা ও সরকার জঙ্গিদের মদত দেয়।
- ভারতের প্রতিশোধ সারা বিশ্বকে বার্তা দিয়েছে। হামলা করলে মূল্য চোকাতে হবে।

নিরাপত্তা ও বিকাশের বার্তা
- তোষণ, দাঙ্গা, মহিলাদের ওপর অত্যাচার বন্ধ হোক।
- প্রতিটি পরিবারকে নিরাপত্তার গ্যারান্টি দিচ্ছি।

বিকশিত ভারতের জন্য বাংলার ভূমিকা
- বাংলা 'মেক ইন ইন্ডিয়া'র গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র।
- বাংলা যেন নিজের ঐতিহ্য বজায় রেখে উন্নয়নের পথে এগোয়।

কেন্দ্রীয় উন্নয়ন প্রকল্প
- হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগ।
- কল্যাণীতে এইমস হাসপাতাল।
- নিউ আলিপুরদুয়ার ও নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনের পুনর্গঠন।
- ফ্রেট করিডর নির্মাণ।
- কলকাতা মেট্রোর উন্নয়ন।

যুবসমাজের ভূমিকা
- বাংলার ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবে এখানকার যুবসমাজ।
- বাংলার উন্নয়ন মানেই বিকশিত ভারতের জয়।

ফলে শিক্ষক, গ্রুপ 'সি' ও গ্রুপ 'ডি' কর্মীদের চাকরি চলে গিয়েছে। মোট চাকরি হারিয়েছেন প্রায় ২৬ হাজার জন। তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে মোদীর আক্রমণ করে বলেন, 'রাজ্যের পুরো শিক্ষাব্যবস্থাকে শেষ করে দিয়েছে তৃণমূল। শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিতে চারদিক থেকে বরবাদ করে দিয়েছে। তৃণমূল সরকার শাসনকালে হাজার হাজার শিক্ষকের ভবিষ্যৎ ধ্বংস হয়েছে।'

একইসঙ্গে উত্তরবঙ্গের চা বাগানগুলির দুর্দশার কথা উল্লেখ করে মোদী বলেন, 'দুর্নীতির জন্য একটার পর একটা চা বাগান বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। শ্রমিকরা কাজ হারাচ্ছেন।'

কেন্দ্রীয় প্রকল্পে 'অচলাবস্থা' নিয়েও তৃণমূল সরকারকে নিশানা করেন নরেন্দ্র মোদী। তিনি অভিযোগ করেন, রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলিকে সচল হতে দিচ্ছে না। মোদী দাবি করেন, তৃণমূল সরকার ৯০ হাজার কোটি টাকার ১৬টি প্রকল্প আটকে রেখেছে, রেললাইন থেকে শুরু করে হাসপাতাল, হাইওয়ের কাজ থমকে রয়েছে। এছাড়াও বিচারব্যবস্থা নিয়ে মোদীর তোপ দাগেন রাজ্যের ক্ষমতাসীন তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে। তিনি বলেন, 'তৃণমূলের নেতারা এখনও নিজেদের দোষ স্বীকার করছে না। উল্টে আদালতকে দোষারোপ করছে। তৃণমূলের নেতারা এত বড় পাপ করেছে।' পাশাপাশি নীতি আয়োগে অনুপস্থিতি ও রাজনীতিকরণ করছে মমতা সরকার বলে একহাত নেন প্রধানমন্ত্রী। কয়েকদিন আগেই দিল্লিতে নীতি আয়োগের বৈঠক হয়েছিল, সেখানে বাংলার প্রতিনিধিত্ব ছিল না। এই বিষয়েও ক্ষোভ প্রকাশ করেন প্রধানমন্ত্রী। বলেন, 'এই বৈঠকটি দেশের উন্নয়নের মঞ্চ, যেখানে সব রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা একসঙ্গে বসে আলোচনা করেন। অবিজেপি সরকারগুলিও এসেছিল, কিন্তু তৃণমূল নেই। কারণ, ওদের ২৪ ঘণ্টা শুধু রাজনীতি করতে হয়। দেশের বা বাংলার উন্নয়ন ওদের অগ্রাধিকারের তালিকায় নেই।'

বাংলার ভবিষ্যতের উন্নয়নের চাকা ঘোরাতে মোদী বলেন, দেশকে বিকশিত রাষ্ট্রে পরিণত করতে হলে বাংলার বিকাশ জরুরি। এ কথা জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আপনাদের বড় দায়িত্ব আছে। পশ্চিমবঙ্গ এখন হিংসা, অরাজকতা, বেকারত্ব, দুর্নীতি, নারী নির্যাতন ও গরিবদের অধিকার হরণের জালে জর্জরিত। এসবের দায় সরাসরি তৃণমূল সরকারের।'

শেষে মোদী তাঁর বক্তব্য শেষ করেন সরকার বদলের আবেদন জানিয়ে। বলেন, 'আজ বাংলার মানুষ তুষ্টিকরণ, নারী নির্যাতন, দুর্নীতির জাল থেকে মুক্তি চান। বাংলায় পরিবর্তন চাই।'

'সাহস থাকলে কালই ভোট করুন', প্রধানমন্ত্রীর চ্যালেঞ্জের পাল্টা মমতার

নিজস্ব প্রতিবেদন: 'অপারেশন সিঁদুর-এর মতো 'অপারেশন বাংলা' করব- মোদীর মঞ্চ থেকে বাংলার মা-বোনেদের সন্ত্রাসবাদীর সঙ্গে তুলনার প্রসঙ্গে তীব্র প্রতিক্রিয়া তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও তাঁর নেতাদের মন্তব্যকে চ্যালেঞ্জ করে বলেন, 'সাহস থাকলে কালই ভোট করুন।'

বৃহস্পতিবার বাংলায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উপস্থিতিতে তাঁর দলীয় নেতারা যেভাবে মন্তব্য করেছেন, তা 'লজ্জাজনক ও নিন্দনীয়'- এমনই আক্রমণ শানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর অভিযোগ, 'আজ মোদী এবং তাঁর নেতারা বাংলাকে সন্ত্রাসবাদীদের জমির সঙ্গে তুলনা করলেন। বাংলার মা-বোনেদের তুলনা করা হল জঙ্গিদের সঙ্গে।'

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তীব্র ভাষায় নিন্দা করে বলেন, 'মোদী এমন সময়ে বাংলায় এসেছেন, যখন বিভিন্ন বিরোধী দলের সাংসদরা দেশের প্রতিনিধি হয়ে বিদেশে বক্তব্য রাখছেন। তখন প্রধানমন্ত্রী এই ঘটনাকে রাজনৈতিক রঙ দিয়ে ভোটের প্রচারে পরিণত করছেন।' তিনি বলেন, 'আজ উনি যা বললেন, তা আমাদের স্তব্ধ করে দিয়েছে। খুব দুঃখজনক। যখন বিরোধী দল দেশের স্বার্থে সাহসী পদক্ষেপ নিচ্ছে, তখন প্রধানমন্ত্রী এমন কথা বলছেন। আমরা আমাদের দেশকে রক্ষা করব, কারণ এ আমাদের মাতৃভূমি। কিন্তু এখন কি এ সব বলার সময়? প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে তাঁর নেতারা বলছেন; 'অপারেশন সিঁদুর'-এর মতো এবার 'অপারেশন বাংলা' হবে!'

এরপরই প্রধানমন্ত্রীকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'তাঁদের যদি সাহস থাকে, তাহলে আগামীকালই নির্বাচনের দিন ঘোষণা করুন। আমরা প্রস্তুত, বাংলা প্রস্তুত। সময়টা কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ। মনে রাখবেন।' রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, 'নরেন্দ্র মোদী ও তাঁর নেতাদের এই রাজনৈতিক কৌশল বাংলা মেনে নেবে না।' মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্যে তার স্পষ্ট বার্তা পাওয়া গেল।

'বিহারের পরেই বাংলার সময় আসবে', ভোটের দামামা বাজালেন শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিবেদন: হাসিমারা বিমানবন্দর, বিএসএফ ক্যাম্প, রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ, কর্মসংস্থান-একাধিক ইস্যুতে রাজ্য সরকারকে তীব্র আক্রমণ বিরোধী দলনেতার।

'নির্মম সরকার বিদায় নিক';এই স্লোগান দিয়েই ২০২৬ সালের রাজ্য বিধানসভা ভোটের আগাম দামামা বাজিয়ে দিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বৃহস্পতিবার উত্তরবঙ্গের আলিপুরদুয়ারে রাজ্যের শাসকদলকে একযোগে নিশানা করে তিনি বলেন, 'বাংলার এই সরকারকে সরাতেই হবে। বাংলার মানুষ এই সরকারের থেকে নিষ্কৃতি চাইছে। দুর্নীতি আছে এর মধ্যে। দুর্নীতি, তুষ্টিকরণ, বেকারত্ব মোচন, উন্নয়ন সব কিছুর ক্ষেত্রেই এরা ব্যর্থ।'

রাজ্যের বিভিন্ন প্রকল্পে কেন্দ্রের সাহায্য বন্ধ এবং জমি না দেওয়ার অভিযোগ তুলে শুভেন্দু বলেন, 'আয়ুষ্মান ভারত হোক বা বিশ্বকর্মা যোজনা;বাংলায় চালু করা হয় না। এইমস-এর জন্য জমি দেওয়া হয় না। হাসিমারা এয়ারপোর্ট তৈরি হয়ে গিয়েছে, উদ্বোধনের জন্য তৈরি। শুধু ৩৭ একর জমি দরকার। আমি বিধানসভায় বিষয়টি তুলেছিলাম। কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী মুরলিধর মহল জানিয়েছেন, শুধু ৩৭ একর জমি হলেই চলবে। এটা সেনাবাহিনীর তরফ থেকে ঘোষিত হয়েছে।'

তাঁর আরও অভিযোগ, 'হাইওয়ে তৈরির জন্য জমি দেওয়া বন্ধ, রেল পথের জমি দেওয়া বন্ধ, বিমানবন্দরের জমি দেওয়া বন্ধ, এইমসের জন্য জমি দেওয়া বন্ধ। জমি কাউকেই দেওয়া হবে না;এই মানসিকতা রাজ্যে চলছে।'

বিএসএফ ক্যাম্পের জন্য জমি না দিয়ে রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দেওয়ার অভিযোগে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও নিশানা করেন শুভেন্দু। বলেন, 'বিএসএফ ক্যাম্প বসাতে জমি দেওয়া হয় না, অথচ সীমান্ত দিয়ে যাঁরা অবৈধভাবে ঢুকে পড়ছে, তাঁদের বাংলায় বসবাসের সমস্ত সুবিধা দেওয়া হচ্ছে।'

উত্তরবঙ্গের প্রাকৃতিক পরিবেশ ধ্বংস ও পর্যটন শিল্পে মন্দা নিয়েও ক্ষোভ প্রকাশ করে তিনি বলেন, 'জঙ্গল কেটে, পাহাড় ভাঙিয়ে বেপরোয়া নির্মাণ চলছে। কাজ না পেয়ে বহু শ্রমিক বাংলা ছেড়ে কেরল, কর্নাটকে চলে যাচ্ছেন।'

শেষে তাঁর বার্তা, 'এইবার বাংলার মানুষ ভাগ হবে না। মোদীজি রাজ্যের এই সরকারকে 'নির্মম সরকার' নামে চিহ্নিত করেছেন। এবার নির্মম সরকারকে সরাতে হবে। মমতা সরকার সনাতনী ও আদিবাসীদের মধ্যে বিভাজন ঘটাচ্ছে।' শুভেন্দু রাজ্যবাসীর উদ্দেশ্যে বার্তা দিয়ে বলেন, 'এবার আর বিভাজন নয়। এক থাকলে নিরাপদ থাকব। এবার পুরো বাংলা এক হয়ে যাবে, আর কমল ফুটবেই।'

'দুর্নীতি আর তোষণের প্রশ্নে মুখ্যমন্ত্রী নিশ্চুপ', তোপ দাগলেন অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন: দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বক্তব্যকে কটাক্ষ করে আক্রমণ করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর সেই কটাক্ষর জবাব দিলেন ব্যারাকপুরের বিজেপির প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। বৃহস্পতিবার ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং তাঁর এক্স হ্যান্ডল থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাংবাদিক বৈঠক ঘিরে একাধিক মন্তব্য করেন। তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে রাজ্যের সাম্প্রতিক দাঙ্গা পরিস্থিতি, দুর্নীতি, পুলিশ প্রশাসনের ভূমিকা এবং মুখ্যমন্ত্রীর 'নীরবতা'।

অর্জুন সিং লেখেন, 'আজ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সাংবাদিক সম্মেলনে অত্যন্ত হতাশ দেখাচ্ছিলো। তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির মন্তব্যের জবাব দেওয়ার চেষ্টা করলেও দুর্নীতি ও তোষণের রাজনীতি নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলিকে এড়িয়ে গিয়েছেন।' মুর্শিদাবাদ ও মালদহে সাম্প্রতিক দাঙ্গা প্রসঙ্গে অর্জুন সিং দাবি করেন, 'যদিও মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ করেছেন যে এই দাঙ্গা বিজেপির ষড়যন্ত্র, কিন্তু সম্ভবত তিনি কলকাতা হাইকোর্ট নিযুক্ত প্যানেলের জমা দেওয়া রিপোর্ট পড়েননি। সেই রিপোর্টেই

স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে রাজ্য পুলিশ ও প্রশাসনের ভূমিকা।' তিনি আরও বলেন, 'মুর্শিদাবাদে বিএসএফ মোতায়েন করা হয়েছিল জেলা শাসকের সুপারিশে, যেখানে আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ ছিল। এর থেকেই প্রমাণ হয় যে পুলিশের হাতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গিয়েছিল।'

মুখ্যমন্ত্রীকে প্রশ্ন ছুড়ে দিয়ে অর্জুন সিং জানতে চান, 'মুর্শিদাবাদের দাঙ্গার ঘটনায় কতজন বিজেপি কর্মী ও 'বাইরের লোক' গ্রেপ্তার হয়েছেন, মুখ্যমন্ত্রী কি সেটা জানাতে পারবেন?'

রাজ্য সরকারের দুর্নীতি প্রসঙ্গে তিনি লেখেন, 'প্রধানমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে দুর্নীতি ও তোষণের রাজনীতি নিয়ে যে প্রশ্ন তুলেছেন, মুখ্যমন্ত্রী সেগুলোর কোনও জবাব দেননি, কারণ তিনি জানেন-চাকরি কিংবা রেশন কেলেঙ্কারিতে দুর্নীতি এখন তৃণমূল কংগ্রেসের অঙ্গ হয়ে উঠেছে।'

শেষে তিনি দাবি করেন, 'পশ্চিমবঙ্গবাসী এখন সত্যটা জেনে গিয়েছেন এবং এই দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারকে বিদায় জানাতে প্রস্তুত। এই সরকারের সময় আর বেশিদিন নেই।'

ঘনীভূত দুর্যোগের মেঘ...

বঙ্গোপসাগরে আরও শক্তি বাড়িয়েছে নিম্নচাপ। আগামী ৪৮ ঘণ্টা বাংলায় ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস। ধর্মতলায় ছবিটি তুলেছেন অদিতি সাহা।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ২৭/০৫/২০২৫ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ২৮ নং এফিডেভিট বলে আমি Nityananda Shi S/o. Batakrishna Shi ও Nityananda Si S/o. Lt. B. K. Si সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

CHANGE OF NAME

I, ARUP KUMAR SHOW, S/o Late Harudhan Show residing at Vill.-Ekabbarpur, P.O.-Jujursa, P.S.-Jagatballavpur, Dist.-Howrah-711302 have changed my name and shall henceforth be known as Arup Shaw as declared before the Ld. Judicial Magistrate Calcutta (1st Class) at Kolkata vide affidavit no. - 4926, dated : 22.05.2025. ARUP KUMAR SHOW and ARUP SHAW both are same and one identical person.

নাম-পদবী

গত ২৩/০৫/২০২৫ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৪২৮ নং এফিডেভিট বলে Bishwajit Patra S/o. Nimai Patra ও Biswajit Patra S/o. N. Patra সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

আমি সুনীল কুমার মৃধা। পিতা- ৺জ্ঞানেন্দ্রনাথ মৃধা। গ্রাম- গৈপুর মাঝের পাড়া, পোঃ- গোবরডাঙা, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা। পিন নম্বর-৭৪৩২৫২ ২৭ মে ২০২৫ এ বারাসত ফার্স্ট ক্লাস মেজিস্ট্রেটের এফিডেভিট বলে Sunil kr Mridha, Sunil kzr Mridha থেকে Sunil Kumar Mridha হলাম।Sunil Kumar Mridha Sunil kr Mridha, Sunil kzr Mridha একই ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম।

নাম-পদবী

গত ২৯/০৫/২০২৫ নোটারী পাবলিক, সদর, হুগলী কোর্টে ১৪০৬ নং এফিডেভিট বলে আমি Bikash Chandra Das (old name) S/o. Bimal Chandra Das R/o. 1/129, 1 No. Kapasdanga Colony, Gabtala, Chinsurah, Hooghly-712103, W.B. নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Bikash Das (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Bikash Chandra Das & Bikash Das S/o. Bimal Chandra Das উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৯/০৫/২০২৫ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৪০৯ নং এফিডেভিট বলে Shambhu Singh S/o. Ramyatan Singh ও Shambhu Stngh S/o. R. Singh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ৩০ শে মে, শুক্রবার ১৫ ই জৈষ্ঠ্য। জন্মে মিথুন রাশি। অষ্টোত্তরী চন্দ্র র বিংশোত্তরী বৃহস্পতি র মহাদশা। মৃতে দ্বীপাদ দোষ।

মেষ রাশি : গ্রহ অবস্থান যা তাতে আজকের দিনটি খুব সাধারণ ভাবে কাটবে। যারা ইলেকট্রিক্যাল ব্যবসা করেন যারা মেকানিক্যাল ব্যবসা করেন, বাণিজ্যের সুযোগ আসবে--তবে আজকে নয়। প্রতিবেশীর সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলুন রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিশেষ দলের হয়ে মত প্রকাশ, না করা শুভ। সকালে পরিবারে শান্তির বাতাবরণ থাকলেও, গুপ্ত শত্রু ষড়যন্ত্র থাকবে। ওম নমঃ শিবায় বলুন শুভ হবে নিশ্চিত।

বৃষ রাশি : বিদ্যাযোগে অতীব শুভ। বিবাহের বিষয়ে যাদের কথা পাকা হওয়ার ছিল, তাদের সু-সম্পর্ক বজায় থাকবে। প্রেমিক যুগল শুভদিন। বাণিজ্য অর্থ প্রাপ্তির প্রবল সম্ভাবনা বিশেষত যারা জমি বাড়ি বাস্তু বিষয়ে কাজ করেন, ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রবল। অর্থপ্রাপ্তি নিশ্চিত। দুর্গা মায়ের নামকরণ।

মিথুন রাশি : বেতনভুক কর্মচারীদের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দেওয়া কাজ, শেষ করার জন্য সম্মান বৃদ্ধি যোগ। যারা এন জি ও তে কাজ করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। অর্থবৃদ্ধির সম্ভাবনা ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে, বিশেষত বিজ্ঞাপন দপ্তরে কাজ করেন তাদের অর্থ বৃদ্ধি। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র থাকলেও বিশেষ কোনো অশুভ যোগ নেই। দেবী মহাকালীর নাম করুন নিশ্চিত শুভ হবে।

কর্কট রাশি : গ্রহ অবস্থান রাশিচক্র অনুসারে আজ খুবই সতর্ক থাকার দিন। বাড়িতে গৃহ-বিবাদ। কর্মে অশান্তি দায়ক পরিবেশ। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কুনজর থাকবে। যারা পুলিশ-প্রশাসন-সেনা, সরকারি আধিকারিক তাদের সতর্ক হয়ে আজকের দিনটি বাক্য ব্যয় করা উচিত। সন্তানের বিদ্যালয়ে একটি সমস্যা দেখা দেবে, ঠান্ডা মাথায় ধৈর্য ধরে তা সমাধান করা উচিত, পরিচিত কোন মানুষের দ্বারা মনে কষ্টপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। দুর্গা মায়ের নামকরণ শুভ হবে।

সিংহ রাশি : পারিবারিক যে সমস্যা দানা বেঁধেছিল তা সমাধান হয়ে পড়বে। বি পরিবারের প্রবীণ নাগরিকের বুদ্ধির দ্বারা অর্থ প্রাপ্তি সম্ভব। ব্যবসায় অর্থপ্রাপ্তি- বিশেষত যারা হোটেল-রেস্তোরা ব্যবসা করেন। জমি বাস্তু বিষয় অতীব শুভ। সমাজে সম্মান প্রাপ্তি এক প্রভাবশালী মানুষের দ্বারা কর্মে সফলতা প্রাপ্তি। বাড়ির গৃহ মন্দিরে ভগবান গণেশের উদ্দেশ্যে দূর্বা প্রদান করলে শুভ হবে।

কন্যা রাশি : কর্মের সুযোগ বৃদ্ধি। কর্ম প্রার্থী যারা, তাদের কাছে নতুন সুযোগের সম্ভাবনাময় কাল। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা। নতুন চুক্তির সম্ভাবনা। প্রতিবেশী দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। যাকে কথা দিয়েছিলেন সে কথা রাখার জন্য, আজ বড় আর্থিক লাভ সম্ভাবনা। পরিবারে নারীর বুদ্ধির দ্বারা জয় লাভ। ভক্ত হনুমানজির চরণে আরতী করুন শুভ হবে।

তুলা রাশি : গ্রহ যোগ আজকে যা আছে তাতে নতুন বড় কোন ব্যবসায়িক চুক্তির সম্ভাবনা। বেতনভোগ কর্ম যারা করেন, তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। বিশেষত বিজ্ঞাপন দপ্তরে যারা কাজ করেন, যাদের খাদ্যদ্রব্যের ব্যবসা, যাদের তরল পদার্থ এবং বাস্তু জমি বিষয় ব্যবসা তাদের লাভ প্রাপ্তির সম্ভাবনা, বিদ্যা যোগ। শুভ উচ্চ বিদ্যা যোগ। সুখ বৃদ্ধি কর্মের আবেদন যারা করছেন তাদের কাছে, নতুন পথের সম্ভাবনা। ধৈর্য ধরে নারীর বুদ্ধিতে এগিয়ে চলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে মহাকালীর উদ্দেশ্যে পুজো পাঠ করুন শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : আজ সতর্ক থাকার দিন। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র প্রবল আকার নেবে, বুদ্ধির দ্বারা প্রবীণ মানুষের সহযোগিতার দ্বারা ছলে বলে কৌশলে, শত্রুকে পরাজিত করতে পারবেন। বাণিজ্যে নতুন ভাবে লগ্নী করা উচিত নয়, সন্তানের কারণে পরিবারে অশান্তির যোগ। এক গৃহ শিক্ষকের কারণে ভুল বোঝাবুঝি। বেতন ভোগ কর্মচারীদের কোন পরিস্থিতিতেই তর্ক ও বিতর্কে না জড়িয়ে এই বিষয়কে এড়িয়ে যাওয়া মঙ্গলজনক। পরিবারে তর্কবিতর্কের সম্ভাবনা। বাড়ির গৃহ মন্দিরে দেবী দুর্গা মায়ের উদ্দেশ্যে ভজন কীর্তন আরতী করুন নিশ্চয়ই শুভ হোক তৈরি হবে।

ধনু রাশি : পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। ব্যবসা-বাণিজ্য অর্থ লাভ। বেতনভোগ কর্মচারীদের সম্মান প্রাপ্তি এবং অর্থ লাভ বিশেষত যারা বৈধভাবে পশু পাখির ব্যবসা করেন। যারা কাচের দ্রব্যের ব্যবসা করেন। যারা তরল পদার্থ, জল দ্রব্যের ব্যবসা করেন তাদের অর্থ প্রাপ্তি নিশ্চিত। প্রবীন মানুষ যিনি উ চিকিৎসার জন্য কোথাও ছিলেন তিনি আজ বাড়ি ফেরার সম্ভাবনা। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জেলে ভগবান বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে ভজন কীর্তন আরতি করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মকর রাশি : আয় এর থেকে ব্যায় বৃদ্ধি। আজ সামান্য কথাতে তর্কের সম্ভাবনা। আপনার ভেতরের শৈল্পিক মানসিকতা কিছু মানুষের ঈর্ষা র কারণ হয়ে পড়বে। ইনস্টিটিউট বা বিদ্যা বিষয়ক ব্যবসা-বাণিজ্যে যারা আছেন তাদের সফলতা থাকবেই। বাড়ি জমি বাস্তু বিষয় শুভ চিন্তা হবে। নতুন এক সম্পর্কের দ্বারা অর্থপ্রাপ্তি সম্ভব বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ জ্বালুন পঞ্চদীপ জেলে আরতি কোন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

কুম্ভ রাশি : গত দিনের যে অস্থিরতা ছিল আজ তার শান্তির বাতাবরণে থাকবে। আজ গ্রহ সংস্থান যা আছে সম্মান প্রাপ্তির দিন। অর্থ প্রাপ্তির দিন বুদ্ধির দ্বারা জয়ী হবার দিন। প্রবীণ নাগরিকের সহযোগিতায় আজ প্রতিবেশীর দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি নতুন কর্মের সুযোগ। বাণিজ্যের লগ্নী করতে পারেন অসুবিধা নাই। যারা আমন্ত্রণ অনুসন্ধান বিভাগে কাজ করেন তাদের খুবই শুভ যোগ। প্রশাসনিক কর্মে যারা কাজ করেন তাদেরও শুভ যোগ। বিদ্যা যোগের শুভ। গৃহবধূদের জন্য শুভ। বাড়ীর গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জেলে, আতপ চাল সহ দেবদেবীদের উদ্দেশ্যে নিবেদন করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মীন রাশি : মানসিকভাবে কোন সংবাদে দুঃখ পেতে পারেন। যে কাজটা আটকে গেল, যে কাজের জন্য আপনি কিছু সময় পরিশ্রম করেছেন, সেই বিষয়ে হয়তো ভবিষ্যতে কোন সুযোগ আসবে। আজকে গ্রহ সংস্থান বলছে খ ুব সতর্ক হয়ে চলা ভালো। যাকে বিশ্বাস করেছেন তিনি অবিশ্বাসের কাজ করতে পারেন। বিবাহে ডিভোর্সের যে মামলা চলছে, সেই বিষয়ে আজ কোন মতামত না দেওয়া শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ জ্বালুন পঞ্চ প্রদীপ দিয়ে আরতি করুন নিশ্চয়ই শুভত্ব তৈরি হবে।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমি নরোত্তম বিশ্বাস, পিতা- বলাই চন্দ্র বিশ্বাস, ১৪০ নং ভীমপুর মৌজায় L.R-202/2 নং খতিয়ানে L.R- 1963, 1964 দাগে ইং- 08/12/2009 অরিখে কৃষ্ণনগর A.D.S.R অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত IV-212 নং আমমোক্তারনামা মূলে দীপঙ্কর বিশ্বাস এর নিকট হইতে কৃষ্ণনগর A.D.S.R অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I -3628/2022 নং দলিলে 05:00 শতক সম্পত্তি ক্রয় করিয়াছি এবং মিউটেশন এর আবেদন করিব, উক্ত খতিয়ান বা আমমোক্তারনামাই কারোর কোনরূপ অভিযোগ থাকিলে কৃষ্ণনগর B.L.&L.R.O অফিসে 30 দিনের মধ্যে যোগাযোগ করিবেন।

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমি মৌসম রায়, পিতা- গৌতম কুমার রায়, ১১৩ নং দোগাছি মৌজায় L.R- 668, 2324 খতিয়ানে L.R-625 দাগে, ইং- 21/08/2023 তারিখে কৃষ্ণনগর A.D.S.R অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-8529/2023 নং আমমোক্তারনামা মূলে প্রাপ্ত বিশ্বজিৎ সরকার এর নিকট হইতে ইং- 21/2/24 তারিখে কৃষ্ণনগর A.D.S.R অফিসে I - 1860/2024 নং দলিলে 13:25 শতক সম্পত্তি ক্রয় করিয়াছি এবং মিউটেশন এর আবেদন করির। উক্ত খতিয়ান বা আমমোক্তারনামাই কোনররূপ অভিযোগ থাকিলে কৃষ্ণনগর B.L.&L.R.O অফিসে 30 দিনের মধ্যে যোগাযোগ করিবেন।

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমি, নবেন্দু বিশ্বাস, পিতা- অরবিন্দু বিশ্বাস, ৯২ নং কৃষ্ণনগর মৌজায় L.R- 22588 নং খতিয়ানে L.R- 25354 দাগে, ইং- 16/08/2013 তারিখে কৃষ্ণনগর A.D.S.R. অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত IV-154/2013 নং আমমোক্তারনামা মূলে প্রাপ্ত হইয়া অমিত কুমার সাহার নিকট হইতে ইং-19/02/2025 তারিখে কৃষ্ণনগর, A.D.S.R আফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-1994 নং দলিলে 01.49 শতক সম্পত্তি ক্রয় করিয়াছি এবং মিউটেশন এর আবেদন করিব, উক্ত খতিয়ান বা আমমোক্তারনামাই কারোর কোন অভিযোগ থাকিলে কৃষ্ণনগর B.L.&L.R.O অফিসে ৩০ দিনের মধ্য যোগাযোগ করিবেন।

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমি, সাবির সেখ, পিতা- আজিজ সেখ, ৯২ নং কৃষ্ণনগর মৌজায়, L.R- 15582, 15995, 17195 খতিয়ানে L.R- 21463 দাগে ইং- 31/03/2022 তারিখে কৃষ্ণনগর A.D.S.R অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত IV-41 নং আমমোক্তারনামা মূলে ইং- 14/07/22 তারিখে ঐ একই অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত- I-9515 দলিল মূলে 19.00 শতক সম্পত্তি ক্রয় করিয়া মিউটেশন এর আবেদন করিব, উক্ত আমমোক্তারনামা বা খতিয়ানে কোনরূপ অভিযোগ থাকিলে কৃষ্ণনগর B.L.&L.R.O. অফিসে 30 দিনের মধ্যে যোগাযোগ করিবেন।

আমার মক্কেল রিশু রাজ দেব, পিতা প্রবীর কুমার দেব মহাশয় ইং ২৩.০৫.২০২২ তারিখে বুক নং-।, ভল্যুম নং ০৫০২-২০২২, পাতা নং ২২৮৯২৬ হইতে ২২৮৯৪৭, বিয়িং নং ০৫০২০৫৯৭৯ নং আমমোক্তারনামা দলিল বলে ১) শ্রী রমা শঙ্কর প্রসাদ, পিতা ৺হরিহর প্রসাদ, ২) শ্রীমতী শোভা দেবী, স্বামী শ্রী রমাশঙ্কর প্রসাদ গণের নিকট হইতে হাওড়া জেলার অন্তর্গত লিলুয়া থানার অধীন চকপাড়া মৌজার জে.এল. নং ১১১, আর.এস. ৩৪৪, এল.আর. ৩৮৪১ নং খতিয়ানে আর.এস. ১৬০, এল.আর. ১৬৫ নং দাগে ২ কাঠা ০৮ ছটাক জমি বিক্রয় করিবার জন্য ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। উক্ত বিষয়ে কারোর কোনও আপত্তি থাকিলে তিনি বালি জগাছা বি.এল. এ্যান্ড এল.আর.ও. অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

।। আমমোক্তার নামা বিজ্ঞপ্তি ।।

আমি **যতীন দেবনাথ** পিতা-মৃত যোগেশ দেবনাথ সং চর মাজদিয়া , চরব্রহ্ম নগরের বাসিন্দা। থানা নবদ্বীপ এলাকাধীন ১৮ নং মাজদিয়া মৌজার এল আর-২৯২৭ ও ২৯৩১ নং খতিয়ান ভুক্ত এল আর ৩২০/১১০১ নং দাগের ৩.৩০শতক জমি স্বত্বের পক্ষে বিগত ইং ২৬/১০/২০২১ তারিখে নবদ্বীপ এডিএস আর অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত IV-১১৩নং আমমোক্তার দলিল বলে মাজদিয়া খেজুর বাগান নিবাসী **অরিন্দম ঘোষ** পিতা স্বপন কুমার ঘোষ ও **স্বপন কুমার ঘোষ** পিতা মৃত বিজয় কৃষ্ণ ঘোষ এবং **আল্পনা ঘোষ** স্বামী স্বপন কুমার ঘোষ এর পক্ষে আমমোক্তার নিযুক্ত হই। অতঃপর উক্ত আমোক্তার দলিল বলে বিগত ইং-১৭/০১/২০২২ তারিখে ডি এস আর নদিয়া অফিসে রেজিস্ট্রি কৃত ৭০৮২ নং দলিল দ্বারা সাং দাসপাড়া, গোপালনগর জেলা উত্তর ২৪ পরগনা নিবাসী **দুলাল বিশ্বাস** পিতা মৃত কালীপদ বিশ্বাস কে বিক্রয় করি। আগামী দিন উক্ত দলিল গ্রহীতা জমির নাম পত্তন করিবেন। ইহাতে কাহারো কোন অভিযোগ থাকলে নবদ্বীপ বিএল অ্যান্ড এল আর ও অফিসে যোগাযোগ করুন।

আমার মক্কেল বাপন কুমার সাহা, পিতা ৺মনিন্দ্রনাথ সাহা মহাশয় গত ইংরাজী ০৭.১০.২০২৩ তারিখে এ্যাডিঃ রেজিঃ অফ্ এ্যাসিওরেন্স-২ কলকাতা রেজিস্ট্রী অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত বুক নং-১, ভল্যুম নং-১৯০২-২০২৩, পাতা নং ৫০৬০৭২ হইতে ৫০৬০৮৬, বিয়িং নং ১৯০২১৪১৯৭ নং আমমোক্তার নামা দলিল বলে বেলগাছিয়া কিসমত মৌজায় হাল ৫০৬৮ নং খতিয়ানে সাবেক/ হাল ২৩৩ নং দাগে ২.৫৭৮ শতক বা ০.০২৫৭৮ একর শালি জমি শ্রীমতী বীণা রানি পোদ্দার, স্বামী হরিপদ পোদ্দার মহাশয়ার নিকট হইতে বিক্রয় করিবার জন্য ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। উক্ত বিষয়ে কারোর কোনও আপত্তি থাকিলে তিনি বালি জগাছা বি.এল. এ্যান্ড এল.আর.ও. অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

আমার মক্কেল ১) শ্রী সনাতন বিশ্বাস, পিতা কার্তিক চন্দ্র বিশ্বাস ও ২) শ্রী বাপ্পাদিত্য সাহা পিতা বিপুল সাহা মহাশয়দ্বয় গত ইংরাজী ২৮.০৮.২০২৩ তারিখে এ্যাডিঃ রেজিঃ অফ্ এ্যাসিওরেন্স-২ কলকাতা রেজিস্ট্রী অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত বুক নং-১, ভল্যুম নং-১৯০২-২০২৩, পাতা নং ৩৭০২৬১ - ৩৭০২৭৭, বিয়িং নং ১৯০২১১৪৭২ নং আমমোক্তার নামা দলিল বলে বেলগাছিয়া কিসমত মৌজায় হাল ৫০৬৭ নং খতিয়ানে সাবেক/ হাল ২৩৩ নং দাগে ০.০২৫৭৮১ একর বা ২.৫৭৮১ শতক শালি জমি শ্রীমতী সবিতা রানী পোদ্দার, স্বামী বিধান পোদ্দার মহাশয়ার নিকট হইতে বিক্রয় করিবার জন্য ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। উক্ত বিষয়ে কারোর কোনও আপত্তি থাকিলে তিনি বালি জগাছা বি.এল. এ্যান্ড এল.আর.ও. অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

-ঃ বিজ্ঞপ্তি ঃ-

নিম্নলিখিত ব্যাক্তিগণের উদ্দেশ্যে জানানো যাইতেছে যে আমার মক্কেল মহম্মদ নৌসাদ আনসারি ০৩.০৪.২০২৪ তারিখে এ.ডি.এস.আর. চন্দননগর অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ১১০৩/ ২৪ নং দলিল মূলে, জেলা ঃ হুগলী, থানা + মৌজা ঃ চন্দননগর, জে.এল. নং-১, সিট নং-১১, হাল দাগ নং-৪০৪, হাল খতিয়ান নং-২৯২৫, কাকলী বৈরাগী নামীয়। উক্ত কাকলী বৈরাগী ২২.০৭. ১৯৯৬ তারিখে ডি.এল.আর. হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত মহাদেব কোলেকে ১৬৭ নং আমমোক্তার প্রদান করেন। পরবর্তীতে ডি.এস.আর.-। অফিসে ০৩.০১.২০২২ তারিখে রেজিষ্ট্রীকৃত ৫১/ ২২ নং দলিল মূলে (১) মহম্মদ সেলিম (২) মহম্মদ কালিম-কে বিক্রয় করেন। বর্তমানে আমার মক্কেল নামপত্তনের জন্য আবেদন করবেন। উক্ত আমমোক্তার নামা বা দাগে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে খলিসানী বি.এল.আর.ও. অফিসে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হওয়ার এক মাসের মধ্যে লিখিতভাবে জানাবেন, অন্যথায় আইন মোতাবেক আবেদনটি নিস্পত্তি করা হইবে।

রাজদীপ সুর
এ্যাডভোকেট
চন্দননগর কোর্ট
এনরোলমেন্ট নং ঃ FM728/2008

।। আমমোক্তার নামা বিজ্ঞপ্তি ।।

আমি **মিঠুন ঘোষ** পিতা-মৃত ডালিম ঘোষ সং ও পোঃ নিদয়ার বাসিন্দা। থানা নবদ্বীপ এলাকাধীন ৫নং রুদ্রপাড়া মৌজার এল আর-৫৮০৯, ৫৮১০, ৫৮১১, নং খতিয়ান ভুক্ত এল আর ৩৩৬৮ নং দাগের ৩.৮৫ শতক জমি স্বত্বের পক্ষে বিগত ইং ২৯/০৪/২০২৪ তারিখে নবদ্বীপ এডিএসআর অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত IV-১৩৭৩ নং আমমোক্তার দলিল বলে ভারুইডাঙ্গা নিবাসী **স্বদেশ ঘোষ, ভবেশ ঘোষ, পিন্টু ঘোষ**, সর্ব পিতা নারায়ণ চন্দ্র ঘোষ, এর পক্ষে আমমোক্তার নিযুক্ত হই। অতঃপর উক্ত আমোক্তার দলিল বলে বিগত ইং- ৩০/০৪/২০২৫ তারিখে এ ডি এস আর নবদ্বীপ অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ১৪৫৩ নং দলিল দ্বারা হাল সাং গৌরনগর শ্রীমায়াপুর নিবাসী **বলদেব ভক্ত দাস** পিতা গোবিন্দ চন্দ্র দাস কে বিক্রয় করি। আগামী দিন উক্ত দলিল গ্রহীতা জমির নাম পত্তন করিবেন। ইহাতে কাহারো কোন অভিযোগ থাকলে নবদ্বীপ বিএল অ্যান্ড এল আর ও অফিসে যোগাযোগ করুন।

-ঃ বিজ্ঞপ্তি ঃ-

নিম্নলিখিত ব্যাক্তিগণের উদ্দেশ্যে জানানো যাইতেছে যে আমার মক্কেল বিকাশ মজুমদার ২৭.০৬.২০২৩ তারিখে এ.ডি.এস.আর. চন্দননগর অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ২১৫৭/ ২৩ নং দলিল মূলে (১) রীনা ঘোষ, (২) অজয় ঘোষ, (৩) সমর্পিতা নিয়োগী ঘোষ, (৪) চম্পা ঘোষ এর পক্ষে (১) কার্তিক ঘোষ, (২) প্রীতম ঘোষকে ২৫.০৫.২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর. চন্দননগর অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ১৭১৫/ ২৩ নং আমমোক্তার দলিল দ্বারা জেলা ঃ হুগলী, থানা ঃ ভদ্রেশ্বর, মৌজা ঃ আলতাড়া, জে.এল. নং- ৮, হাল খতিয়ান নং-৪৫৫, হাল দাগ নং-৩০৮, ৩ কাঠা জমি ক্রয় করেন। বর্তমানে আমার মক্কেল নিজ নামে রেকর্ড করিবার জন্য আবেদন করবেন। উক্ত আমমোক্তার নামা বা অত্রদাগে মিউটেশন বিষয়ে বক্তব্য থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হইবার এক মাসের মধ্যে খলিসানী বি.এল.আর.ও. অফিসে লিখিত আকারে তা পেশ করবেন, অন্যথায় আইন মোতাবেক আবেদনটি নিস্পত্তি করা হইবে।

রাজদীপ সুর
এ্যাডভোকেট
চন্দননগর কোর্ট
এনরোলমেন্ট নং ঃ FM728/2008

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, **শ্রী নিতাই ঘোষ** পিতা ৺পশুপতি ঘোষ, সাকিম মুক্তারপুর, বানেশ্বরপুর, বলাগড়, হুগলী- ৭১২৫১৫ মহাশয় বিগত ইং ০৯/০২/২০২৪ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-1525/2024 নং আমমোক্তারনামা দলিল বলে আমাকে **(শ্রী সুফল মোহন্ত** পিতা ৺অজিত মোহন্ত সাকিম মুক্তারপুর, বানেশ্বরপুর, বলাগড়, হুগলী-৭১২৫১৫) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা বলে আমি নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং ০৫/০৩/২০২৪ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-2567/ 2024 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **১)শ্রী উজ্জ্বল বিশ্বাস** পিতা ঠাকুরদাস বিশ্বাস, **২)শ্রীমতী সুস্মিতা বিশ্বাস** স্বামী শ্রী উজ্জ্বল বিশ্বাস, উভয়ের সাকিম সিজা, খামারগাছী, বলাগড়, হুগলী-৭১২৫১৫, মহাশয়/মহাশয়াকে ০২ কাঠা ০২ ছটাক সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছি। **তপশীল** - জেলা হুগলী, থানা বলাগড়, মৌজা মুক্তারপুর, ১১৬ নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর ৯৮৮ নং খতিয়ানে, আর.এস. ২৮৬ তথা হাল এল.আর. ৩০৭ নং দাগে শুনা জমি ষোল আনায় ৪৩ শতকের মধ্যে ০.২৫০০ অংশে ১০ শতক তন্মধ্যে ০২ কাঠা ০২ ছটাক সম্পত্তি অত্র দলিলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতাগণ **১)শ্রী উজ্জ্বল বিশ্বাস** পিতা ঠাকুরদাস বিশ্বাস, **২)শ্রীমতী সুস্মিতা বিশ্বাস** স্বামী শ্রী উজ্জ্বল বিশ্বাস,, তাহাদের খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও বলাগড় ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে। ইতি-

শ্রী সুফল মোহন্ত
আমমোক্তার

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, **শ্রী নিতাই ঘোষ** পিতা ৺পশুপতি ঘোষ, সাকিম মুক্তারপুর, বানেশ্বরপুর, বলাগড়, হুগলী- ৭১২৫১৫ মহাশয় বিগত ইং ০৯/০২/২০২৪ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-1525/2024 নং আমমোক্তারনামা দলিল বলে আমাকে **(শ্রী সুফল মোহন্ত** পিতা ৺অজিত মোহন্ত সাকিম মুক্তারপুর, বানেশ্বরপুর, বলাগড়, হুগলী-৭১২৫১৫) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা বলে আমি নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং ০৫/০৩/২০২৪ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-2569/2024 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **১)শ্রীমতী নিলিমা সরকার** স্বামী শ্রী সুরঞ্জন সরকার, **২)শ্রী সুদীপ সরকার** পিতা শ্রী সুরঞ্জন সরকার উভয়ের সাকিম সিজা, খামারগাছী, বলাগড়, হুগলী-৭১২৫১৫, মহাশয়/ মহাশয়াকে ০২ কাঠা ০২ ছটাক সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছি। **তপশীল** - জেলা হুগলী, থানা বলাগড়, মৌজা মুক্তারপুর, ১১৬ নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর ৯৮৮ নং খতিয়ানে, আর.এস. ২৮৬ তথা হাল এল.আর. ৩০৭ নং দাগে শুনা জমি ষোল আনায় ৪৩ শতকের মধ্যে ০.২৫০০ অংশে ১০ শতক তন্মধ্যে ০২ কাঠা ০২ ছটাক সম্পত্তি অত্র দলিলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতাগণ **১)শ্রীমতী নিলিমা সরকার** স্বামী শ্রী সুরঞ্জন সরকার, **২)শ্রী সুদীপ সরকার** পিতা শ্রী সুরঞ্জন সরকার, তাহাদের খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও বলাগড় ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি-**শ্রী সুফল মোহন্ত**
আমমোক্তার

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, **ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১**
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সবর্ণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৯১৯৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯২২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম,
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,
শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর,
ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন,
প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন,
দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৮৯৩৭৯৬

মানসী অ্যাড এজেন্সি,
শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি
দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা, ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১ মোঃ ৯৯১৮০৬৩৪৪৬

শিলাবতী অ্যাড এজেন্সী,
রেখা দাস, নিউ মার্কেট (খিরিশ তলা), ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর, মোঃ ৯৯৩৩৩৫০৩৩৩

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস সলিউশন,
অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।

বীরভূম

সংবাদ সারাদিন,
মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।

মিডিয়া হাউস,
প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।

লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন,
প্রযত্নে দীপক কুমার মণ্ডল, নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। মোঃ ৯৯৩৩০০২৭৩১/ ৯৩৩৩১২৬৭১।

A2Advantage Ad Agency,
শেফালী আচার্য্য, বেলেডাঙ্গাল, ভীমগড়, খয়রাশোল, বীরভূম, মোঃ ৭৯০৮১৬৩৩৩৫

মা তারা অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সী,
অক্ষয় ধীবর, শঙ্করী অ্যাপার্টমেন্ট, ফটকদুয়ার রোড, রামপুরহাট, বীরভূম- ৭৩১২২৪, (বর্ণপরিচয় স্কুলের কাছে), ৯৩৪৫২৫২৫০৪, maatara.adagency@gmail.com

পুরুলিয়া

অরিজিৎ সেন, চকবাজার, কাপড়গলি, বনমালি সেন লেন, পুরুলিয়া-৭২৩১০১, মোঃ ৯৮৫১১৯৮১৬০।

‘মোদীজি এক মহাসমুদ্র, উনি কালীঘাটের নালা !’

ফের মমতাকে হারানোর চ্যালেঞ্জ শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: ‘মোদীজি গঙ্গা, মহাসমুদ্র। আর উনি কালীঘাটের নালা! মোদী জির সঙ্গে কী লড়বেন? ওনাকে তো আমি হারিয়ে দিয়েছি, আবার ২০২৬-এ হারাবো। আমার সঙ্গে লড়ুন, তারপরে মোদী জি।’ মুখ্যমন্ত্রীর সাম্প্রতিক মন্তব্য ঘিরে পাল্টা বিস্ফোরক প্রতিক্রিয়া বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর।

বৃহস্পতিবার বঙ্গে নরেন্দ্র মোদীর সভায় অপারেশন সিঁদুরের উল্লেখ নিয়ে কটাক্ষ করতে গিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘মোদী জি তো নিজের স্ত্রীকেই হাতে করে সিঁদুর পরাননি’। মুখ্যমন্ত্রীর এই বক্তব্যের পাল্টা জবাব দিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কার্যত হুঁশিয়ারি দিতে দেখা যায় রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে। তিনি বলেন, ‘এর উত্তরটা দীপক ঘোষের বইতে পাবেন। এই ধরণের আক্রমণ করলে দীপক ঘোষের বইটা ছাপিয়ে বিতরণ হবে। ওনাকে সাবধান করছি, এই লেভেলে নামবেন না।’ তিনি আরও বলেন, ‘এই রাজ্যে যদি রাষ্ট্রপতি শাসনে নির্বাচন হয়, তাহলে উনি তৃতীয় হবেন, অন্য কেউ দ্বিতীয় হবে। কংগ্রেসের মতো দশা হবে ওনার। আজকেও কোচবিহারের সিতাই ও শীতলকুচিতে ২৫টা বাসে ভাঙচুর হয়েছে। বহু রাজবংশী মানুষ আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি। এই রাজ্যে ভোট হয় না। তাই আমি বলছি, রাষ্ট্রপতি শাসনে ভোট করুন।’ নারী নিরাপত্তার প্রশ্ন তুলে মুখ্যমন্ত্রীকে আক্রমণ করে তিনি যোগ করেন, ‘উনি একজন মানুষ, যার কাছে রাজ্যের নারী ও মহিলাদের সম্মানের কোনও মূল্য নেই।’

‘অপারেশন বেঙ্গল’ বনাম ‘চ্যালেঞ্জ ২৬’ মিশন-সিঁদুর নিয়ে উত্তাল বঙ্গ রাজনীতি

নিজস্ব প্রতিবেদন: আসন্ন বিধানসভা ভোটের স্রোতে কার্যত আগুন ধরালেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। বৃহস্পতিবার আলিপুরদুয়ারে প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিত সভামঞ্চ থেকেই তিনি ঘোষণা করেন, ‘মোদীজির সৈনিকেরা এবার অপারেশন সিঁদুরের মতো ‘অপারেশন পশ্চিমবঙ্গ’ চালাবে, তৃণমূলকে উৎখাত করে বঙ্গোপসাগরে ছুঁড়ে ফেলবে।’ তাঁর অভিযোগ, ‘যেমন কাশ্মীরে হিন্দুদের বেছে নিধন করা হয়েছিল, তেমনই মুর্শিদাবাদেও হিন্দুদের ঘর পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, এদের ‘অপরাধ’, মাথায় সিঁদুর, গলায় তুলসীর মালা।’ সুকান্ত মজুমদারের এই মন্তব্য ঘিরে চড়তে থাকে রাজ্য রাজনীতির পারদ। পাল্টা চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নবান্নে সাংবাদিক বৈঠক ডেকে তিনি বলেন, ‘কালই ভোট করুন। দেখা যাবে কে কাকে বঙ্গোপসাগরে ফেলে। বাংলার মাটি বিজেপির হাতে যাবে না। কারণ এ রাজ্যের আলাদা সাংস্কৃতিক পরিচয় আছে।’ প্রধানমন্ত্রীর উত্তরবঙ্গ সফর ঘিরে বৃহস্পতিবার একদিকে ছিল মোদীর ভাষণ, অন্যদিকে মুখ্যমন্ত্রীর তীব্র জবাব। পরিযায়ী পাখির প্রসঙ্গ টেনে মমতা কটাক্ষ করেন, ‘নির্বাচনের মুখে বাংলা নিরাপদ বলে আপনি এখানে আসেন, কিন্তু মণিপুর গেলেন না কেন?’ সব মিলিয়ে, ‘অপারেশন বাংলা’ বনাম ‘চ্যালেঞ্জ ২৬’-এর পাল্টাপাল্টি স্লোগানে আজ থেকেই কার্যত শুরু হয়ে গেল লোকসভা ২০২৬-এর রাজনৈতিক যুদ্ধ।

বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের আশ্রয়, ঘোলায় গ্রেফতার রহস্যময়ী এক মহিলা

নিজস্ব প্রতিবেদন: ঘোলা থানার পানিহাটি পুরসভার ৩১ নম্বর ওয়ার্ডের বিবেকানন্দ পার্ক এলাকায় একটি বহুতল আবাসনের চারতলায় একটি ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়েছিলেন অদিতি পাত্র নামে এক মহিলা। দু’মাস আগে ফ্লাট মালিক রিয়া রায়ের কাছ থেকে তিনি ফ্ল্যাটটি ভাড়া নিয়েছিলেন। মঙ্গলবার রাতে ওই ফ্ল্যাট থেকে ঘোলা থানার পুলিশ সন্দেহভাজন দুই বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীকে গ্রেপ্তার করে। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ ইতিমধ্যেই ফ্ল্যাটের ভাড়াটে রহস্যময়ী অদিতি পাত্র ওরফে প্রিয়া খাতুনকে গ্রেপ্তার করেছে। ধৃতের কাছ থেকে পুলিশ বহু আধার কার্ড ও ভোটার কার্ড বাজেয়াপ্ত করেছে। সূত্র বলছে, ২০১৯ সালে বাংলাদেশ থেকে সীমান্ত পেরিয়ে এদেশে প্রবেশ করেন ধৃত ওই মহিলা। এদেশে এসে জাল ভোটার ও আধার কার্ড বানিয়ে তিনি হয়ে যান অদিতি পাত্র। কেষ্টপুরের বাসিন্দা এক ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয় এবং ঘনিষ্ঠতা বাড়তেই তাঁর সঙ্গে বিবাহ করেন এই রহস্যময়ী মহিলা। পরবর্তীতে বিবেকানন্দ পার্কের একটি আবাসনের ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে থাকতেন ধৃত অদিতি পাত্র। যদিও তদন্তের স্বার্থে তদন্তকারীরা বিস্তারিত কিছুই জানাতে চাননি। ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের ডিসি সেন্ট্রাল ইন্দ্রবদন ঝাঁ বলেন, সন্দেহভাজন দু’জনকে জিজ্ঞাসাবাদ করার পর আরেকজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তদন্ত এখনও প্রাথমিক পর্যায়ে। ধৃতকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। বিবেকানন্দ পার্ক এলাকার বাসিন্দা সম্রাট রায় বলেন, জাল নথি বানিয়ে নাম ভাড়িয়ে ওই মহিলা ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে থাকছিলেন। ওই ফ্ল্যাট থেকে পুলিশ প্রচুর আধার কার্ড ও ভোটার কার্ড উদ্ধার করেছে। এই ঘটনায় আবাসনের আবাসিকরা ভীত ও সন্ত্রস্ত। পানিহাটির বিজেপি নেতা জয় সাহা বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী ধরা পড়ার ঘটনায় এনআইএ তদন্তের দাবি করেন। তিনি বলেন, এলাকাবাসীর নিরাপত্তার স্বার্থে কেন্দ্রীয় এজেন্সিকে দিয়ে তদন্ত করা দরকার।

দক্ষিণেশ্বর স্টেশনে উন্নয়নের ছোঁয়া, নিরাপত্তার ওপর জোর

নিজস্ব প্রতিবেদন: দক্ষিণেশ্বর স্টেশন বদলে যাচ্ছে দ্রুতগতিতে। শিয়ালদা বিভাগের উদ্যোগে এই গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনে একাধিক পরিকাঠামো উন্নয়ন ও নিরাপত্তামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে, যার মূল লক্ষ্য তীর্থযাত্রী ও সাধারণ যাত্রীদের যাত্রা আরও আরামদায়ক ও সুরক্ষিত করে তোলা। দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরে যাতায়াতের একটি প্রধান কেন্দ্র হওয়ায় স্টেশনটিতে যাত্রী চাপ বিপুল। সেই চাপে সামাল দিতেই র‌্যাম্পের দুই পাশে ১৩০০ বর্গমিটার এলাকা জুড়ে নির্মাণ করা হয়েছে নতুন নেট ব্যারিয়ারঘেরা বেড়া। এই ব্যবস্থা যেমন র‍্যাম্পে ছোট যাত্রীদের চলাচলে নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে, তেমনই বন্ধ করবে যত্রতত্র আবর্জনা ফেলার প্রবণতা। স্টেশনের চেহারায় এসেছে দৃশ্যমান পরিবর্তন। মেরামত করা হয়েছে র‌্যাম্পের প্রাচীর। প্ল্যাটফর্ম ১ ও ২-এর গ্রিল ও বেড়ায় ৯০০ বর্গমিটার জুড়ে করা হয়েছে নতুন রঙের কাজ। পাশাপাশি স্টেশনের ঘিরে থাকা সীমান্ত প্রাচীরগুলিও সংস্কার ও রঙ করে আরও পরিচ্ছন্ন ও আকর্ষণীয় করে তোলা হয়েছে। এই প্রকল্পের রূপকার সিনিয়র ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার (কর্ড) সচিন সুমন ও সিনিয়র ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার (১) অভয় কুমার। গোটা পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে দিশা দিয়েছেন শিয়ালদা ডিভিশনের ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার রাজীব সাক্সেনা। ডিআরএম রাজীব সাক্সেনা বলেন, ‘আমরা আমাদের যাত্রীদের জন্য একটি নিরাপদ, পরিষ্কার ও মনোরম পরিবেশ নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই প্রচেষ্টা ভবিষ্যতেও জারি থাকবে।’ শিয়ালদা বিভাগের তরফে জানানো হয়েছে, রেলের পরিষেবা উন্নত রাখতে এমন আরও একাধিক প্রকল্প ভবিষ্যতে রূপায়িত হবে। যাত্রীদের প্রতি আবেদন, রেল প্রাঙ্গণ পরিচ্ছন্ন রাখতে রেলকর্মীদের সহযোগিতা করুন।

আর্থিক প্রতারণার দায়ে ধৃত ব্যাঙ্ক আধিকারিক

নিজস্ব প্রতিবেদন: আর্থিক প্রতারণার ঘটনা খাস কলকাতার এক বেসরকারি ব্য়াঙ্কে। এই ঘটনার তদন্তে নেমে গ্রেপ্তার ওই বেসরকারি ব্যাঙ্কেরই রিলেশনশিপ ম্যানেজার। তার বিরুদ্ধে উঠেছে ১ কোটি টাকা প্রতারণার অভিযোগ। কলকাতা পুলিশ সূত্রে খবর, শেক্সপিয়র সরণি থানা এলাকার এক বেসরকারি ব্যাঙ্কের রিলেশনশিপ ম্যানেজার তারক ভৌমিকের বিরুদ্ধে এক কোটি টাকা প্রতারণার অভিযোগ সামনে আনেন এক মহিলা গ্রাহক। ওই গ্রাহক এও জানান, রিলেশনশিপ ম্যানেজার তারক ভৌমিক অতিরিক্ত মুনাফার প্রলোভন দেখিয়ে মিউচুয়াল ফান্ডে ইনভেস্টমেন্টের পরামর্শ দেন। এরপর মিউচুয়াল ফান্ডের পরিবর্তে তারক ভৌমক ওই মহিলা গ্রাহকের ১ কোটি টাকা দফায় দফায় বিভিন্ন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পাঠিয়ে দেন বলেই অভিযোগ। এররই ওই মহিলা বুঝতে পারেন তিনি প্রতারিত হতে চলেছেন। এরপর আর কালবিলম্ব না করে শেক্সপিয়র সরণি থানায় লিখিত অভিযোগ করেন ওই মহিলা। এরপর ঘটনার তদন্তভার নেয় কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ। তদন্তে আর্থিক প্রতারণার ঘটনা সামনে আসতেই বুধবার ঢাকুরিয়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে বেসরকারি ব্যাঙ্কের ওই রিলেশনশিপ ম্যানেজারকে গ্রেপ্তার করেন কলকাতা পুলিশে গোয়েন্দা বিভাগের আধিকারিকেরা।

একদিন
আমার শহর

কলকাতা ৩০ মে ২০২৫, ১৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১ শুক্রবার

যোগ্য চাকরিহারাদের প্রতিনিধি দল মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির সামনে যেতেই আটক

সুবিচারের আবেদনে নবান্নে চিঠি শিক্ষকদের

নিজস্ব প্রতিবেদন: কালীঘাট অভিযানের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন ‘যোগ্য’ চাকরিহারারা। বুধবার তাঁরা জানিয়েছিলেন, মহিলা প্রতিনিধি দল কালীঘাটে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে যাবেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। পরিকল্পনা মতো অভিযান করা হয় বৃহস্পতিবার সকালেই। ছ’জনের একটি প্রতিনিধি দল পৌঁছায় কালীঘাটে মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির কাছে। তবে কালীঘাটে মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির সামনে পুলিশি বাধার মুখে পড়েন চাকরিহারা শিক্ষিকারা। এরপর পুলিশের সঙ্গে কার্যত বচসায় জড়িয়ে পড়েন তাঁরা।

চাকরিহারাদের আটক করে পুলিশ। তাঁদের সকলকেই আটক করে নিয়ে যাওয়া হয় কালীঘাট থানায়। পুলিশ সূত্রে খবর, মহিলা প্রতিনিধি দলের যে ৬ সদস্যকে আটক করা হয়েছে তাঁরা হলেন সঙ্গীতা সাহা, রূপা কর্মকার, স্মৃতি রায়, নূর আমিনা, শিল্পী চক্রবর্তী এবং সাহানি নাজনিন।

অন্যদিকে সুবিচারের আবেদন নিয়ে নবান্নে মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ হন শিক্ষক শিক্ষিকাদের একাংশ। পুরনো স্কুলেই চাকরি যাতে বজায় থাকে তা নিয়ে তাঁরা চিঠি দিয়ে আর্জি জানালেন মুখ্যমন্ত্রীর কাছে। স্কুল সার্ভিস কমিশনের সামনে অবস্থানকারী চাকরিহারাদের একাংশ বৃহস্পতিবার চিঠি দেয় মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরে। তাঁদের চার প্রতিনিধি নবান্নে গিয়ে চিঠি জমা দেন। চিঠিতে চাকরিহারাদের দাবি, ‘আমরা সম্মানের সঙ্গে কাজ করতে চাই। আমাদের দাবিও যেন মাথায় রাখা হয়।’ মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি লিখে আর্জি চাকরিহারাদের একাংশের। চিঠি গ্রহণ করেছে মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তর। সুপ্রিম কোর্ট আগামী ডিসেম্বর পর্যন্ত চাকরি বহাল রেখেছে ‘যোগ্যদের’। স্কুলে ক্লাস করিয়ে, সংসার সামলে সাত বছর পর আবার নতুন করে পরীক্ষায় পাশ করার জন্য প্রস্তুতি কী ভাবে সম্ভব, এই প্রশ্ন চাকরিহারাদের প্রায় সকলেরই। তবে নবান্ন বা কালীঘাট কোথাওই সাক্ষাৎ হয়নি মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে। আন্দোলনকারী শিক্ষকদের অন্যতম মুখ, চিন্ময় মণ্ডল বলেন, ‘মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন পরীক্ষা হবে। যোগ্যদের যাতে হয় সেই ব্যবস্থা সরকারকে করতে হবে। ১০বছর আগের পরিস্থিতি সবার নেই।’ একইসঙ্গে এদিনই চাকরিহারারা সিদ্ধান্ত জানান, শুক্রবার রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে অর্ধনগ্ন হয়ে শিয়ালদা থেকে মিছিল করবেন তাঁরা। প্রসঙ্গত, কালীঘাটের উদ্দেশে রওনা দেওয়ার আগে ওই প্রতিনিধি দলের তরফ থেকে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল, বিনা অনুমতিতেই তাঁরা মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাচ্ছেন। কারণ, এই অবস্থায় তাঁদের পক্ষে দিনক্ষণ ঠিক করে দেখা করতে যাওয়া সম্ভব নয়। মহিলা প্রতিনিধি দলের তরফ থেকে এও জানানো হয়েছিল, তাঁরা কোনও অবস্থান বা বিক্ষোভ করতে যাচ্ছেন না। তাঁদের যা পরিস্থিতি তা মুখ্যমন্ত্রীকে জানাতে চান তাঁরা। ‘যোগ্য’ চাকরিহারাদের আরও বক্তব্য ছিল, তাঁরা কী অবস্থায় রয়েছেন, কী কী পরিস্থিতির সম্মুখীন হচ্ছেন সে ব্যাপারেই মুখ্যমন্ত্রীকে জানাতে চান। কারণ তাঁদের সঙ্গে সরাসরি তাঁর কথাই হয়নি। মহিলা প্রতিনিধি দল মনে করছে, কোথাও একটা ভুল বোঝাবুঝি তৈরি হয়েছে, দু-তরফে স্পষ্টত কথাবার্তার অভাব রয়েছে। তাই তাঁরা চাইছিলেন, মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে গোটা বিষয়টি স্পষ্ট করতে। এদিকে শিক্ষিকাদের কালীঘাটে যাওয়ার খবর ছিল কলকাতা পুলিশের কাছেও। আর সেই কারণেই এদিন ওই প্রতিনিধি দলকে আটকাতে আগে থেকেই প্রস্তুত ছিল পুলিশ।

ব্রেন স্ট্রোকে মৃত্যু চাকরিহারা শিক্ষকের

বাংলাকে শিক্ষকদের লাশের স্তূপে পরিণত করার হুঁশিয়ারি

নিজস্ব প্রতিবেদন: ব্রেন স্ট্রোকে মৃত্যু হল আন্দোলনকারী এক চাকরিহারা শিক্ষকের। নাম প্রবীণ কর্মকার। তিনি অমুইপাড়া উদ্বাস্তু বিদ্যাপীঠের শিক্ষক ছিলেন। ২০১৬ সালের প্যানেলে নাম ছিল তাঁর। এত বছর চাকরি করেছেন রঘুনাথগঞ্জের হরিদাসনগরের বাসিন্দা প্রবীণ। কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে এক লহমায় চাকরি গিয়েছে তাঁরও। আর সেই কারণেই ১৯ হাজার শিক্ষকের মতো তিনিও আন্দোলনে সামিল ছিলেন। এই ঘটনা সামনে আসার পর শোকপ্রকাশ করে নিজেরই একটি পোস্ট শেয়ার করতেও দেখা যায় চাকরিহারাদের। একইসঙ্গে আন্দোলনকারীদের দাবি, ‘আমাদের সহযোদ্ধা শিক্ষক প্রবীণ কর্মকার, দুটি কিডনিতে সমস্যা ছিল। চাকরি হারিয়ে চিকিৎসা সংক্রান্ত দুশ্চিন্তাতে জর্জরিত ছিলেন। এরমধ্যে মুখ্যমন্ত্রীর পরীক্ষা নেওয়ার সিদ্ধান্ত এই মৃত্যু যন্ত্রণাকে ত্বরান্বিত করেছে। সরকারকে সহানুভূতিশীল হতে হবে, না হলে চাকরিহারা শিক্ষক শিক্ষিকাদের লাশের স্তূপে পরিণত হবে বাংলা।’ পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, বেশ কয়েকদিন ধরেই তীব্র মানসিক চাপের মধ্যে ছিলেন প্রবীণ। বুধবার হঠাৎ-ই অসুস্থ হয়ে পড়েন। এরপর বৃহস্পতিবার মৃত্যু হয় তাঁর। হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা জানান, ব্রেন স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়েছেন তিনি। এদিকে মঙ্গলবার নবান্ন থেকে মুখ্যমন্ত্রী

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্পষ্ট জানিয়ে দেন, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে চাকরি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করতেই হবে রাজ্যকে। মুখ্যমন্ত্রীর এই কথায় আরও নতুন করে মানসিক চাপ বাড়ে চাকরিহারাদের। এদিকে এতদিন শিক্ষকতা করার পর নতুন করে নিজেদের যোগ্যতা ফের প্রমাণ করতে নারাজ তাঁরা। সেই কারণেই নতুন করে পরীক্ষায় বসার ক্ষেত্রেও যে তাঁদের প্রবল অসম্মতি রয়েছে তাও জানাতে তাঁরা ভোলেননি। এই সব ইস্যুকে কেন্দ্র করে চাকরিহারাদের আন্দোলন আরও তীব্রতর হয়েছে। এরই মধ্যে প্রবীণের এমন অকালমৃত্যু নিঃসন্দেহে তাদের কাছে একটা বড় ধাক্কা।

প্রিয়াঙ্গু পান্ডের উপর হামলার ঘটনায় ধৃত আরও এক

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভাটপাড়ায় বিজেপি নেতাকে প্রিয়াঙ্গু পান্ডের ওপর হামলার ঘটনায় এনআইএ-র জালে আরও ১। বুধবার ব্যাঙ্গালোর থেকে কেন্দ্রীয় তদন্তকারীরা মোহিত মাহাতো ওরফে সাহিলকে গ্রেপ্তার করেছে। প্রসঙ্গত, ২০২৪ সালের ২৮ আগস্ট ভাটপাড়া থানার কলাবাগান মোড়ের কাছে প্রিয়াঙ্গু পান্ডের গাড়ি লক্ষ্য করে বোমা-গুলি চালানোর অভিযোগ ওঠে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। সেই ঘটনায় ইতিমধ্যেই ১৭ জনকে গ্রেপ্তার করেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এনআইএ। বৃহস্পতিবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিজেপি নেতা প্রিয়াঙ্গু পান্ডে বলেন, জগদ্দলের বিধায়কের নির্দেশে টিপুয়ার নেতৃত্বে তাঁর ওপর গত ২৮ আগস্ট হামলার ঘটনা ঘটেছিল। সেই ঘটনায় বড় ভূমিকা ছিল মোহিত সাউ ওরফে সাহিলের। বুধবার এনআইএ ব্যাঙ্গালোর থেকে সাহিলকে পাকড়াও করেছে। তাঁর দাবি, হামলার সময় তাঁরা মাত্র ২২ সেকেন্ডের ভিডিও করতে পেরেছিলেন। সেই ভিডিও ফুটেজে সাহিলকে তাঁর গাড়িতে বোমা মারতে দেখা গিয়েছিল। বোমা মারার পর সাহিল গুলিও চালায়। প্রিয়াঙ্গু বলেন, তাঁর ওপর হামলার ঘটনায় ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় তদন্তকারীরা ১৭ জনকে গ্রেপ্তার করেছে। ঘটনায় জড়িত বাকিরাও ধরা পড়বে।

ড্রেনেজ পাম্পিং স্টেশনে জমে থাকা পলি দ্রুত পরিষ্কারের নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: বর্ষা মানেই জলমগ্ন কলকাতা। উত্তর থেকে দক্ষিণ, পূর্ব থেকে পশ্চিম কলকাতা জুড়ে ধরা পড়ে এই একই ছবি। এর কারণ মূলত কলকাতার মধ্য দিয়ে বা পাশ ধরে বয়ে যাওয়া খালের ‘অযত্ন’। এই খালগুলির ধারণ ক্ষমতার উপরেই শহরে জল জমা নির্ভর করে। আর সেই কারণেই বর্ষার আগে মহানগরের খালগুলি কী অবস্থায় রয়েছে তা খতিয়ে দেখতে

পরিদর্শন শুরু করলেন সেচ বিভাগ এবং কলকাতা পুরসভার কর্মী ও আধিকারিকেরা। পরিদর্শনে গিয়ে যেটা নজরে এসেছে, তা হল বেশ কিছু খালের জলে পড়ে প্লাস্টিক এবং অন্যান্য বর্জ্য। যা দেখে উদ্বেগও প্রকাশ করতে দেখা যায় কলকাতা পুরসভার আধিকারিকদের। এছাড়াও, ড্রেনেজ পাম্পিং স্টেশনের কাছে পলি জমে থাকতে দেখা গিয়েছে। এদিকে সূত্রে খবর, যে সমস্ত অংশে ড্রেনেজ পাম্পিং স্টেশনের কাছে পলি জমে আছে সেগুলি দ্রুত পরিষ্কার করতে বলা হয়।

এই প্রসঙ্গে কলকাতা পুরসভার মেয়র পারিষদ তারক সিং জানান, তিনি সেচ বিভাগের ইঞ্জিনিয়ারদের চৌভাগা ড্রেনেজ পাম্পিং স্টেশনের কাছের অংশটি আরও কিছুটা পরিষ্কার করতে বলেছেন। সেখানে আগেই পলি অপসারণের কাজ শেষ হয়েছে। তবে ড্রেনেজ পাম্পিং স্টেশনের কাছে আরও কিছুটা পলি তোলা প্রয়োজন বলে মনে করছেন আধিকারিকরা। প্রসঙ্গত, ভাসমান পদার্থ ড্রেনেজ পাম্পিং স্টেশনগুলিতে যাতে পৌঁছতে না পারে তার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নিয়েছে রাজ্য সেচ বিভাগ। তারপরও প্লাস্টিক জমা নিয়ে উদ্বিগ্ন আধিকারিকরা। তাঁদের মতে, এইসব প্লাস্টিক ড্রেনেজ পাম্পিং স্টেশনগুলির পথে অবরুদ্ধ হয়ে খাল থেকে জল নামার গতি কমিয়ে দেয়। পাশাপাশি কলকাতা পুরসভার মেয়র পারিষদ এও জানান, সোমবার আধিকারিকরা চারটি খাল পরিদর্শন করেছেন, সেগুলি হল- সুতি খাল, গুনিয়াগাছি খাল, ইন্টারসেপটিং খাল এবং টালিগঞ্জ-পঞ্চনগ্রাম খাল। সঙ্গে এ আশ্বাসও তিনি দিয়েছেন, জলমগ্ন এলাকা পর্যবেক্ষণের জন্য অতিরিক্ত লোক মোতায়েন করা হবে। একজন আধিকারিক জানিয়েছেন, সাধারণত ১০ জুন থেকে অক্টোবরের শেষ পর্যন্ত এই সব লোক মোতায়েন করা হয়ে থাকে। তবে ভারী বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাসের কারণে ওই চার দিনের জন্য অতিরিক্ত কর্মী মোতায়েন করা হবে। এর পাশাপাশি তারক সিংয়ের সংযোজন,গত দশ বছরে কলকাতা খালগুলি থেকে প্রায় ২০ লক্ষ টন পলি পরিষ্কার করা হয়েছে।

বড়বাজারে ৩ লক্ষ টাকার জাল নোট উদ্ধার, ধৃত ২

নিজস্ব প্রতিবেদন: ফের জালনোট উদ্ধার কলকাতার বড়বাজারে। কলকাতা পুলিশের এসটিএফ সূত্রে খবর, মঙ্গলবার রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বড়বাজারের কটন স্ট্রিটের অভিযান চালিয়ে এই জালনোট উদ্ধার করে কলকাতা পুলিশের এসটিএফ। উদ্ধার হওয়া জালনোটের পরিমাণ ৩ লক্ষ টাকারও কিছু বেশি। এই ঘটনায় ২ জন যুবককেও গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তদন্তকারী আধিকারিকেরা এবার খতিয়ে দেখতে চান কী ভাবে এত জাল নোট তাদের হাতে এল। লালবাজার সূত্রে খবর, মঙ্গলবার রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে কটন স্ট্রিটে একটি গাড়িতে তল্লাশি চালান এসটিএফ আধিকারিকরা। গাড়ি থেকে উদ্ধার হয় ৩ লক্ষ ৩ হাজার হাজার টাকা মূল্যের জাল নোট। এরপরই জালনোট সহ আখতার নামে এক যুবককে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। পরে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে নারকেলডাঙা থেকে আবিদ নামে এক যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়। তবে প্রাথমিকভাবে পুলিশের ধারণা, ধৃতরা জাল নোট চক্রের অংশ।

তিন চিকিৎসক কাজে যোগ না দিলে মোটা অঙ্কের জরিমানার হুঁশিয়ারি স্বাস্থ্য দপ্তরের

নিজস্ব প্রতিবেদন: চিকিৎসকদের বদলি নিয়ে এবার কঠোর নির্দেশ স্বাস্থ্য দপ্তরের। স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফ থেকে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, কাজে যোগ দিতে হবে। অন্যথায় গুণতে হতে পারে মোটা অঙ্কের জরিমানা। এদিকে এই বদলি প্রসঙ্গে আসফাকুল্লা-অনিকেত-দেবাশিস জানিয়েছেন তাঁদের পছন্দ কলকাতা এবং শহরাঞ্চলের আশপাশের হাসপাতাল। পুরুলিয়া, মালদা, উত্তর দিনাজপুরে যেতে নারাজ তাঁরা। আর এখানেই এই তিন চিকিৎসকের আচরণে সোচ্চার সমাজের নানা স্তরের মানুষ। খুব স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন উঠেছে, কেন শহর ছেড়ে যেতে চাইছেন না এই তিন চিকিৎসক তা নিয়েও।

এদিকে সূত্রের খবর, সময়মতো কাজে যোগ না দিলে মোটা টাকা জরিমানা হতে পারে তিন চিকিৎসকেরই। স্বাস্থ্যভবন সূত্রে খবর, হাসপাতালে সিনিয়র রেসিডেন্ট পদটি ‘বন্ড’ পোস্টিং। স্নাতকোত্তর পরীক্ষার পর সিনিয়র রেসিডেন্ট হিসাবে যোগ দিলে তিন বছরের বন্ড থাকে। বন্ড না মানলে, কিংবা তিন বছরের আগে বন্ড অমান্য করে বেরিয়ে এলে সংশ্লিষ্ট চিকিৎসককে মোটা টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হয়। তিন বছরে এই টাকার অঙ্কের পরিমাণ মোট ৩০ লক্ষ টাকা! অর্থাৎ, আসফাকুল্লা- অনিকেত যদি কাজে যোগ না দেন, তা হলে সর্বাধিক ৩০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত দিতে হতে পারে তাঁদের। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, মঙ্গলবার পশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ্য দপ্তরের নয়া যে নোটিস জারি করা হয় তাতে সিনিয়র রেসিডেন্টদের ‘নিয়মমাফিক’ বন্ড পোস্টিংয়ের কথা বলা হয়েছে। সেই ‘পোস্টিং’-এ সকলে কাজে যোগ দিলেও তিন চিকিৎসক, দেবাশিস হালদার, আসফাকুল্লা নাইয়া, অনিকেত মাহাতো বুধবার ফের স্বাস্থ্যভবনে গিয়ে অবস্থান বিক্ষোভে বসেন। তবে স্বাস্থ্যভবনের তরফ থেকে তাঁদের সর্বাগ্রে কাজে যোগ দেওয়ার কথাই জানানো হয়। এরই প্রেক্ষিতে দেবাশিস হালদার জানান, ‘আমাদের লোকেরা রয়েছে। তাদের সঙ্গে কথা বলে সিদ্ধান্ত নেব।’ এই প্রসঙ্গে উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজের এক চিকিৎসকের বক্তব্য, ‘অতিবাম কিছু সিনিয়র চিকিৎসক এদের মাথা খাচ্ছেন। তাঁদের উস্কানিতেই এমনটা হচ্ছে।’ এদিকে তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ এই প্রসঙ্গে তিন চিকিৎসকের উদ্দেশ্যে বলেন, ‘আপনারা মানুষের পাশে থাকবেন বলে শপথ নিয়েছিলেন, এখন কলকাতার আশপাশে ঘুরঘুর করছেন।’ এরই রেশ ধরে এই তিন চিকিৎসককে কুণালের প্রশ্ন, ‘দূরের মানুষকে পরিষেবা দিতে কী অসুবিধা? আসলে মানুষকে সেবা দিতেই তো চাইছেন।’ এদিকে সূত্রে এ খবরও মিলছে, দেবাশিস হালদার সিনিয়র রেসিডেন্ট হিসাবে কাজে যোগ দিয়েছিলেন বছর দু’য়েক আগে। সিনিয়র রেসিডেন্টশিপের আর এক বছর বাকি রয়েছে তাঁর। ফলে তাঁকে অবশিষ্ট এক বছরের জন্য ১০ লক্ষ টাকা দিতে হবে। সঙ্গে এও খবর মিলছে, নির্দেশ মেনে কাজে যোগ না দিলে ভবিষ্যতে সমূহ সমস্যায় পড়তে পারেন আসফাকুল্লা, অনিকেতও। কারণ, আগামী দিনে কোনও কলেজে অধ্যাপনা করতে গেলেও অন্তত এক বছর সিনিয়র রেসিডেন্ট হিসাবে কাজের অভিজ্ঞতা থাকা বাধ্যতামূলক। এদিকে সূত্রে এ খবরও মেলে, বুধবার প্রতিহিংসার অভিযোগ তুলে হাইকোর্টে দ্বারস্থ হওয়ার কথা ভেবেছিলেন এই তিন চিকিৎসক। তবে হাইকোর্ট থেকে খালি হাতে ফিরতে হবে এই আশঙ্কায় তারা যাননি। তবে আগামী ৩০ মে ফের তারা হাইকোর্টে মামলা করার কথা ভাবছেন।

ঘনীভূত নিম্নচাপ, শুক্রবার অতি ভারী বর্ষণের সম্ভাবনা দক্ষিণবঙ্গে

নিজস্ব প্রতিবেদন: বঙ্গোপসাগরের উপর তৈরি নিম্নচাপ ক্রমেই ঘনীভূত হয়ে উঠছে। বৃহস্পতিবার বিকেলে নিম্নচাপটির অবস্থান ছিল উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে, সাগরদ্বীপ থেকে মাত্র ১০০ কিলোমিটার দক্ষিণ-দক্ষিণ পূর্বে এবং দিঘা থেকে ১৩০ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে। এরপর এটি পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশের উপকূলবর্তী অঞ্চলে স্থলভাগে প্রবেশ করবে বলেই জানানো হয় আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের তরফে। একইসঙ্গে এও জানানো হয়েছে, এই নিম্নচাপটি গভীর নিম্নচাপে পরিণত হয়ে উত্তর দিকে এগিয়ে যাবে এবং সাগরদ্বীপ ও বাংলাদেশের খেপুপাড়ার মাঝামাঝি উপকূলে আছড়ে পড়বে। এর প্রভাবে দক্ষিণবঙ্গ ও উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এদিকে শুক্র ও শনিবার ১২ জেলায় অতি ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে। ঘণ্টায় সর্বোচ্চ ৬০ কিমি বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে বলে সতর্ক করা হয়েছে হাওয়া অফিসের তরফে। এই পরিস্থিতিতে বাংলায় প্রবল দুর্যোগের আশঙ্কায় জেলা প্রশাসনকে সতর্ক করেছে নবান্নও। দুর্যোগের আশঙ্কায়, পরিস্থিতি মোকাবিলায় সব রকম প্রস্তুতির নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

জেলাগুলিকে প্রস্তুত থাকার নির্দেশ

বৃহস্পতিবার নবান্নে এই নিয়ে সংশ্লিষ্ট সব দপ্তরের সঙ্গে সমন্বয় বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী। জেলা থেকে ব্লক স্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ। সেখানে জেলাগুলিতে পর্যাপ্ত ত্রাণ মজুদ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রয়োজনে নিচু এলাকা থেকে মানুষকে ত্রাণ শিবিরে সরিয়ে আনতেও বলা হয়েছে। ব্লক থেকে নবান্ন পর্যন্ত সক্রিয় করা হয়েছে বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের হেল্প লাইন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দু’দিন মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে বারণ করা হয়েছে। পর্যটকদেরও সমুদ্রে নামতে নিষেধ করা হয়েছে। বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা দপ্তর সহ সমুদ্র উপকূলবর্তী জেলা প্রশাসনকে সতর্ক থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন।

পাশাপাশি আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে, কেরলে বর্ষা ঢুকে পড়লেও পশ্চিমবঙ্গে এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে বর্ষা প্রবেশ করেনি। এই নিম্নচাপের গতিপথ এবং শক্তি অনেকাংশেই নির্ধারণ করবে বর্ষা ঠিক কবে থেকে রাজ্যে প্রবেশ করবে। এদিকে এই নিম্নচাপের প্রভাবে বৃহস্পতিবার কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, দুই ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, পূর্ব বর্ধমান, নদিয়া ও মুর্শিদাবাদে ভারী থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত হয়। দক্ষিণবঙ্গের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের আলিপুরদুয়ারে শুক্রবার লাল সতর্কতা জারি করা হয়েছে। প্রবল বর্ষণ হতে পারে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং ও কোচবিহারেও। উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদা জেলাতেও ভারী বৃষ্টি ও ঘণ্টায় ৪০ থেকে ৬০ কিমি বেগে ঝোড়ো হাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

ট্যাংরা হত্যাকাণ্ডের ৯৯ দিনের মাথায় চার্জশিট জমা পুলিশের

নিজস্ব প্রতিবেদন: বুধবারই কলকাতা পুলিশের তরফ থেকে জানানো হয়েছিল ট্যাংরা হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় চার্জশিট জমা দিতে চলেছেন তাঁরা। এর ঠিক একদিন পরই বৃহস্পতিবার শিয়ালদা আদালতে পুলিশ এই চার্জশিট জমা দেয়। তাতে খুন, খুনের চেষ্টার ধারা যুক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ দোষ প্রমাণ হলে মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হবে দুই ভাই বা কোনও এক ভাইয়ের। ছোট ভাই প্রসূন আগেই অবশ্য খুনের কথা স্বীকার করেছিলেন। তবে এও জানা গিয়েছিল, তাঁকে যোগ্য সঙ্গত দিয়েছিলেন দাদাও। এক্ষেত্রে অনুমান,সাজা হলে ছোট ভাইয়ের তুলনায় বড় ভাইয়ের কম হবে। কিন্তু দু’জনেই যে ঘটনার সঙ্গে যুক্ত তা স্পষ্ট। একই পরিবারের তিন সদস্যের খুনের ঘটনা নাড়িয়ে দিয়েছিল বঙ্গ সমাজকে। সেই ঘটনাতেই ৯৯ দিনের মাথায় অবশেষে চার্জশিট দিল পুলিশ। আদালত সূত্রে খবর, প্রধান অভিযুক্ত হিসেবে রাখা হয়েছে দে পরিবারের দুই ভাই প্রণয় এবং প্রসূনকেই।

প্রসঙ্গত, ইতিমধ্যে গ্রেপ্তার হয়েছেন প্রণয় এবং প্রসূন দে। গত ফেব্রুয়ারি মাসে ট্যাংরায় দে পরিবারের দুই স্ত্রীর হাতের শিরা ও গলা কেটে এবং কিশোরী মেয়েকে শ্বাসরোধ করে খুন করে নাবালক ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে গাড়ির দুর্ঘটনা ঘটিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন বড় ভাই প্রণয় ও ছোট ভাই প্রসূন। ঘটনার বেশ কয়েকদিন পর্যন্ত এরা সকলেই হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। তবে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর প্রথমে গ্রেপ্তার করা হয় প্রসূনকে। এরপর এই মে মাসেই হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেতেই গ্রেপ্তার হন বড় ভাই প্রণয়। ট্যাংরা কাণ্ডের তদন্তে উঠে আসে, বিপুল টাকা দেনা হয়েছিল দে পরিবারের। ব্যবসাও খুব ক্ষতি হয়েছিল। বাজারে অন্তত ১৫ কোটি টাকা ধার ছিল তাঁদের।

৬৫ বছর বয়সে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পেলেন খড়দার বন্দনা সরকার

নিজস্ব প্রতিবেদন: অদম্য জেদ ও ইচ্ছা শক্তির জয়। বয়সকে হার মানিয়ে ৬৫ বছর বয়সে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করলেন খড়দার আদর্শ পল্লীর বাসিন্দা বন্দনা সরকার। অল্প বয়সেই বিয়ের পিঁড়িতে বসতে হয়েছিল বন্দনা দেবীকে। বিয়ে হয়ে যাওয়ায় তিনি মাধ্যমিকের গন্ডি পেরোতে পারেননি। যদিও মনে প্রবল ইচ্ছে ছিল পড়াশুনা করার। মেয়েকে স্কুলে দিতে গিয়ে ফের তাঁর পড়াশুনার প্রবল ইচ্ছে জাগে। পাড়ার এক শিক্ষিকার সহযোগিতায় এবং জেদের বশে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকে উত্তীর্ণ হবার পর স্নাতক পাশ করেন বন্দনা সরকার। নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এবার এমএ পাশ করে বেশ সাড়া ফেলে দিয়েছেন খড়দার আদর্শ পল্লীর বাসিন্দা বন্দনা সরকার। বন্দনা দেবীর এহেন সাফল্যের খবর পেয়ে তাঁকে শুভেচ্ছা জানালেন অনেকেই। এমএ

ফার্স্ট ক্লাস প্রাপ্ত বন্দনা সরকার জানান, বাপের বাড়ি এবং শ্বশুর বাড়ির সকলেই উচ্চ শিক্ষিত। তবে মেয়েকে কলেজে ভর্তি করতে গিয়ে ফের পড়াশুনায় তাঁর জেদ চাপে। স্থানীয় রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্ত শিক্ষিকা শুক্লা রায়ের সহযোগিতায় মাধ্যমিক থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি এখন তাঁর ঝুলিতে। বন্দনা দেবীর স্বামী প্রবীর সরকার বলেন, সহধর্মিণীর এহেন সাফল্যে আনন্দে তাঁর বুক ফেটে যাচ্ছে। সংসার সামলে খুব কষ্ট করেই স্ত্রী পড়াশুনা করতো। তবে স্ত্রীর সাফল্যের পিছনে পাড়ার দিদিমণি শুক্লা রায়ের অবদান

সম্পাদকীয়

এরাজ্যে কাজের সম্ভাবনা, এখন হয় শাসকের সিন্ডিকেটে যোগ, নয় পরিযায়ী শ্রমিক

বন্দে ভারত পেয়েছে রেল যাত্রীরা। কিন্তু সেটি সেমি হাইস্পিড ট্রেন। ভারতীয় রেলমন্ত্রক জানিয়েছিল, দেশের রেলপথগুলি অনেকটাই দুর্বল। তাই তাতে সেমি হাইস্পিড ট্রেন তার সম্পূর্ণ ক্ষমতায় চালাতেও ভালই বেগ পেতে হচ্ছে। কিন্তু সময়ের সঙ্গে এখন অনেকটাই সুস্থ হয়েছে দেশের রেল পরিষেবা। নিজের সম্পূর্ণ ক্ষমতা ব্যবহার করতে শুরু করেছে বন্দে ভারত। কিন্তু এত উন্নয়নের জোয়ার এলেও, একটা প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। কবে বুলেট ট্রেন চলবে ভারতে? যা সেকেন্ডে যাত্রীদের পৌঁছে দেবে তার গন্তব্যে। এই প্রসঙ্গে রেলমন্ত্রক বিশেষ উচ্চবাচ্য না করলেও, কিছু কিছু সংবাদ প্রতিবেদন অনুযায়ী, আগামী তিন বছরের মধ্যে দেশে শুরু হয়ে যাবে বুলেট ট্রেন পরিষেবা। সেই প্রতিবেদনে তারা জানিয়েছে, এক গোপন তথ্য মাধ্যমে জানা গিয়েছে যে ২০২৮ সালের মধ্যে দেশে শুরু হয়ে যাবে বুলেট ট্রেন পরিষেবা। ২০৩০ সালে এই ট্রেন দেখা যাবে একাধিক রাজ্যে। প্রতিবেদন অনুযায়ী, বুলেট ট্রেন চালানোর জন্য ইতিমধ্যেই যাত্রী ভাড়া থেকে ট্রেনের গতিবেগ। সব বিষয়েই জরিপ শুরু করে দিয়েছে ন্যাশনাল হাইস্পিড রেল অথোরিটি। সেই ভিত্তিতে ২০২৮ সালের মধ্যে গুজরাটের সবরমতি থেকে ভাপি জংশন পর্যন্ত সর্বপ্রথম বুলেট ট্রেন চালাবে ভারতীয় রেলওয়ে। এর ঠিক দু'বছর পর ২০৩০ সালে আহমেদাবাদ ও মুম্বইতে শুরু হবে বুলেট ট্রেন পরিষেবা। গুজরাটে যে পথ দিয়ে ট্রেনটি চলবে তার দূরত্ব মোট ৩৪৮ কিলোমিটার ও মহারাষ্ট্রে ১৫৬ কিলোমিটার। কিন্তু কেন গুজরাটকেই বুলেট ট্রেন চালানোর জন্য প্রথম হিসাবে বেছে নিল ভারতীয় রেলওয়ে? জানা গিয়েছে, গুজরাটের রেলট্র্যাক দ্রুত তৈরির সম্ভবনা বেশি। সেই সূত্র ধরেই সেখানে সবার প্রথম বুলেট ট্রেন চালাতে আগ্রহী রেল। আশা করা যায়, আমাদের সব পরিকল্পনা যেভাবে সফল হয় সেভাবেই বুলেট ট্রেন পরিকল্পনাও সার্থকতার সঠিক পথেই এগিয়ে যাবে।

শব্দবাণ-২৮৮

■	১			২		■
■		■	■		■	■
৩		৪	■	৫		৬
	■		■		■	
৭			■	৮	৯	
■	■		■	■		■
■	১০					■

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. অন্যায় ৩. অদ্ভুত, আশ্চর্যজনক ৫. উলঙ্গ ৭. একধরনের মশলা ৮. প্রকার, রকম ১০. ইচ্ছাবিরুদ্ধ।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. ফুলের পরাগহীন ২. সানাই ঢোল কাঁসি ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র সহযোগে ঐকতানবাদ্য ৩. শেষ, সমাপ্তি ৪. দেবদারু ৬. লিখতে লাগে ৯. সহিত, যুক্ত।

সমাধান: শব্দবাণ-২৮৭

পাশাপাশি: ১. চতুর্মুখ ৩. খপ্পর ৪. উরগ ৬. তিমির ৯. রমিত ১০. সমীক্ষণ।

উপর-নীচ: ১. চরণ ২. খর্পর ৩. খয়রাতি ৫. গর্বোদ্ধত ৭. মিসেস ৮. বারণ।

জন্মদিন

আজকের দিন

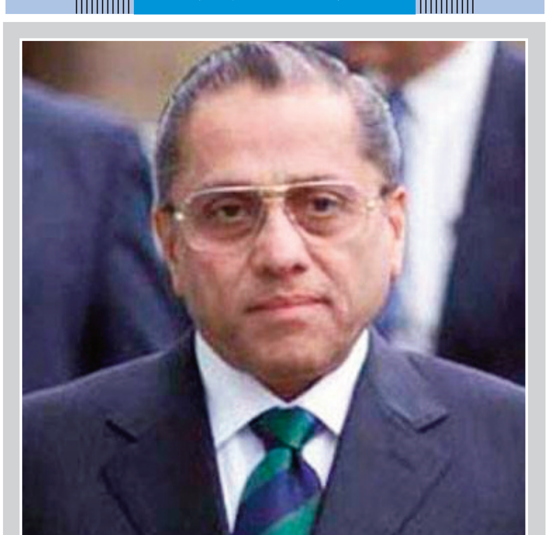

জগমোহন ডালমিয়া

১৯৪০ বিশিষ্ট ক্রিকেট প্রশাসক জগমোহন ডালমিয়ার জন্মদিন।
১৯৪৫ বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা ধৃতিমান চট্টোপাধ্যায়ের জন্মদিন।
১৯৫০ বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা পরেশ রাওয়ালের জন্মদিন।

প্রশাসনকে তোয়াক্কা-না করে নদী পাড়ের পার্ক দখল করে ইমারতির ব্যবসা

অভিযোগের তির সিপিএম নেতার ভাইপোর বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: প্রশাসনকে তোয়াক্কা না করে নদী পাড় দখল করে সিন্ডিকেটের মাধ্যমে সরকারি পার্কের উপর অবাধে চলছে ইমারতির ব্যবসা। অভিযোগের তির সিপিএম নেতার ভাইপোর বিরুদ্ধে। দ্রুত সমস্যা সমাধানের চেষ্টায় পুরসভা। ইতিমধ্যেই অভিযোগ দায়ের করেছে পুরসভা। শুরু হয়েছে তদন্ত। ইছামতি নদীর পারে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের নামাঙ্কিত পার্কের জমি দখল করে অবাধে চলছে ইমারতি ব্যবসা। সঙ্গে সিন্ডিকেট রাজ। যার জেরে নদী বাঁধে ভাঙন দেখা দিয়েছে। থমকে রয়েছে উন্নয়নের কাজ। বসিরহাটের টাকি পুরসভার ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের হাসনাবাদ মধ্যবাজার সংলগ্ন নজরুল সৈকতের ঘটনা। বাম আমলে টাকি পুরসভার উদ্যোগে কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয়ে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের আবক্ষ মূর্তি বসিয়ে সূচনা হয়েছিল নজরুল সৈকতের। রাজ্যে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর ২০১৭ সালে পুনরায় সৌন্দর্য্যায়ন ও সংস্কারের কাজও সম্পন্ন হয়। সেই নজরুল সৈকতে টাকি, হাসনাবাদ, হিঙ্গলগঞ্জ ও বসিরহাট সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রচুর পর্যটকের আনাগোনা হত। একদিকে হাসনাবাদে ইছামতি নদী বক্ষে নৌকো ভ্রমণ অন্যদিকে এই নজরুল সৈকত হয়ে উঠেছিল বিনোদনের এক অনন্য ঠিকানা। ঠিক সেখানেই দীর্ঘদিন ধরে প্রশাসনকে তোয়াক্কা না করে চলছে ইমারতি ব্যবসা। লরি ভর্তি ইট, বালি, পাথর, খোয়া ও সিমেন্ট সহ একাধিক সামগ্রী এনে নজরুল সৈকতের উপর মজুত করা হচ্ছে। সেখান থেকে সেগুলো পণ্যবাহী নৌকোয় চলে যাচ্ছে সুন্দরবনের বিভিন্ন প্রান্তে। যার ফলে একদিকে বড় বড় ভারী গাড়িগুলি নদীর বাঁধের উপর দিয়ে যাতায়াত করায় বাঁধ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। পাশাপাশি পার্কটির বিশাল অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে নদীগর্ভে চলে গিয়েছে। স্থানীয় ব্যবসায়ী মিঠু ঘোষ বলেন, এখানে একপ্রকার জোরপূর্বক সিন্ডিকেটের মাধ্যমে এই ব্যবসা দিনের পর দিন চলে আসছে। উল্টো দিকে ১৫ নম্বর ওয়ার্ডে আমাদের দোকান। আমাদের দোকানে ঠিকঠাক করে মানুষজন যাতায়াত করতে পারে না। একাধিকবার তাদের বারণ করা সত্ত্বেও তারা কাজ বন্ধ না করায় বাধ্য হয়ে হাসনাবাদ থানা, টাকি পুরসভার চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানকে লিখিতভাবে অভিযোগ করা হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে প্রতিবাদ করতে গেলে ক্ষোভের মুখে পড়েন টাকি পুরসভার ১২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর মনোরঞ্জন পাত্র। তিনি বলেন, সিপিএমের প্রাক্তন কাউন্সিলর সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের ভাইপো গোপাল মুখোপাধ্যায় এই সিন্ডিকেট চালান। প্রতিবাদ করলেই মিথ্যা অভিযোগ এনে প্রতিবাদকারীদের কালিমালিপ্ত করার চেষ্টা করা হচ্ছে। বিষয়টি নিয়ে টাকির উপ-পুরপ্রধান ফারুক গাজী বলেন, বিষয়টি নিয়ে আমাদের কাছে একটি মাস পিটিশন জমা পড়েছে। আমরা টাকি পুরসভার বোর্ড অফ কাউন্সিলররা বৈঠক করে হাসনাবাদ থানায় লিখিতভাবে ও বসিরহাটের এসপিকে মেলের মাধ্যমে অভিযোগ জানিয়েছি। যাতে সমস্যার সমাধান হয়। ইতিমধ্যে নজরুল সৈকত সংস্কারের জন্য ৪৫ লক্ষ টাকা এসেছে। যাতে দ্রুত পার্কটির সংস্কার করা যায় সেই জন্য আমরা বদ্ধপরিকর। যার বিরুদ্ধে অভিযোগ সেই গোপাল মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে একাধিকবার যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলেও তিনি নিরুত্তর থেকেছেন।

সন্ত্রাসমুক্ত ভারতের সচেতনতামূলক প্রচারে শিক্ষিকা সুতপা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান: সুতপা দাস, নাদানঘাট থানার অন্তর্গত রাজাপুরের বাসিন্দা। বাঘনাপাড়া সিকেডি গার্লস হাইস্কুলের শারীরিক শিক্ষার শিক্ষিকা। নেশা বিভিন্ন সচেতনতামূলক প্রচার চালাতে নিজে ড্রাইভ করে কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী, ভারতবর্ষের পাহাড়-পর্বত সহ বিভিন্ন স্থানে বেরিয়ে পড়া। এর আগেও সুতপা দাস বিভিন্ন দুর্গম জায়গায় তাঁর প্রিয় চারচাকা গাড়িটি নিয়ে বিভিন্ন প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন। কখনও ১৫ দিন, কখনও একমাস পর বাড়িতে ফেরেন। স্কুলের থেকে বিশেষ ছুটি নিয়ে তিনি বেরিয়ে পড়েন সচেতনতামূলক প্রচারে। তাঁর নিজস্ব একটি ইউটিউব চ্যানেলে তিনি প্রচার চালান।

এবার সুতপা দাস সন্ত্রাসমুক্ত বিশ্ব গড়ার উদ্দেশ্যে ৫ মে বর্ধমানের হেমায়াতপুর থেকে রওনা দিয়েছিলেন লাদাখের উদ্দেশ্যে। এবার ছিল তাঁর সঙ্গী হিসেবে প্রিয় স্কুটি। এই বিষয়ে সুতপা দেবী জানান, ৫ তারিখ সকাল সাড়ে সাতটায় রওনা দেন তাঁর গ্রাম পূর্ব বর্ধমানের রাজাপুর থেকে। এটা ছিল তার 'সোলো রোড ট্রিপ'। এবারের অভিযানের উদ্দেশ্য সন্ত্রাস মুক্ত বিশ্ব গড়া।

সুতপা দেবী আরো জানান, এই অভিযানের সাত নম্বর দিনে লাদাখে প্রবেশ করেন তিনি। লাদাখের পাদুমে একদিন থেকে আট নম্বর দিন লেহ শহরে পৌঁছন। ভয়ংকর চড়াই উতরাই পেরিয়ে ঝংকার নদীর পাশ দিয়ে গিয়ে ওঠেন লাদাখের রাজধানী লেহতে।

'একদিন' সংবাদপত্রকে অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি জানান, এই সময় মানালিতে যাও কয়েকজন পর্যটক দেখেন, কিন্তু লেহতে কোনও পর্যটকই তাঁর চোখে পড়েনি। তাঁকে নিয়ে গোটা চারেক রাইডার ছিলেন। তাঁর দেখা ভারতবর্ষের ভয়ংকর অফ রোড ছিল এই ঝংকার নদীর পাশ দিয়ে লেহতে পৌঁছনো। একজন মহিলা হিসেবে নারীর শক্তিকে বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠা করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। তাঁর বার্তা বিশ্বের হায়েস্ট মোটরেবল রোড খারদুংলা থেকে সারা বিশ্বের কাছে ছড়িয়ে দেওয়ার। বিশ্বের হায়েস্ট মোটরেবল রোড খারদুংলা থেকে সারা বিশ্ববাসীর জন্য সন্ত্রাসবাদ বন্ধ হোক এই বার্তা জানান তিনি।

তাঁর কথায়, গরমের ছুটির সময় তিনি বাড়িতে বসে টিভিতে দেশের খবর নিতে পারেননি। সেনাবাহিনী যেমন দেশ রক্ষা করে দেশের সেবা করছেন, তিনি সন্ত্রাসবাদ বন্ধ হোক এই বার্তা নিয়ে উত্তর ভারতে রওনা দেন। যে জায়গায় সন্ত্রাসবাদা কার্যকলাপে প্রাণ হারিয়েছেন নিরীহ পর্যটকরা, সেই কাশ্মীর থেকে সন্ত্রাসবাদ বন্ধ করার প্রচার চালান। লাদাখ থেকে কাশ্মীরের দিকে রওনা দিয়ে প্রথমে আসেন কারগিলে, কারগিলে ওয়ার মেমোরিয়ালের সামনে বার্তা দেন সন্ত্রাসবাদ বন্ধ হোক। এর পরের দিন কাশ্মীরের ডাল লেক থেকে সারাদেশের জন্য বিশ্ববাসীর হয়ে সন্ত্রাসবাদ বন্ধ হওয়ার বার্তা দেন। ২২ দিনের মাথায় অভিযান শেষ করে তিনি ফিরে আসেন।

ডেঙ্গু মোকাবিলায় বর্ষার আগেই ময়দানে বিষ্ণুপুর পুরসভা

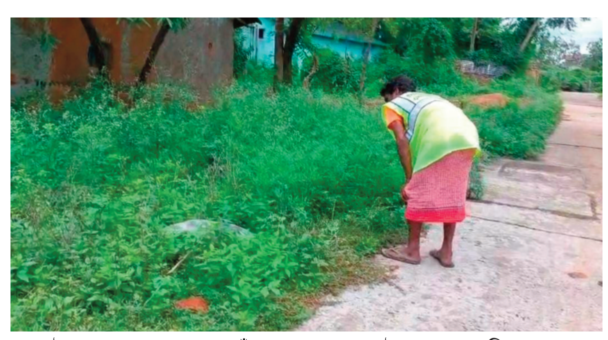

নিজস্ব প্রতিবেদন, বিষ্ণুপুর: সারা দেশজুড়ে নতুন করে চোখ রাঙাতে শুরু করেছে করোনা। তার মাঝেই বর্ষা এসে পড়ায় ভয় ধরাচ্ছে ডেঙ্গু। বর্ষা শুরুর আগেই তাই ডেঙ্গু মোকাবিলায় কোমর বেঁধে নেমে পড়ল বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর পুরসভা। ডেঙ্গুর বাড়বাড়ন্ত রুখতে ঝোপ জঙ্গলে ঢাকা বিষ্ণুপুর জেলা হাসপাতাল চত্বরে এদিন বিশেষ সাফাই অভিযান চালায় পুরসভা। হাসপাতাল চত্বরের সর্বত্র স্প্রে করা হয় মশার লার্ভানাশক।

এ রাজ্যে ফি বছর বর্ষা এলেই সঙ্গে করে নিয়ে আসে ডেঙ্গুর বাড়বাড়ন্ত। শুধু শহর কলকাতায় নয় বাঁকুড়ার মতো প্রান্তিক জেলাগুলিতেও এখন প্রতি বর্ষায় ভয় ধরাচ্ছে ডেঙ্গুর সংক্রমণ। এবার বর্ষার আগেই ডেঙ্গু রুখতে নামল বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর পুরসভা। শহরের মধ্যে থাকা বিষ্ণুপুর জেলা হাসপাতাল চত্বরে ঝোপঝাড়, আবর্জনার স্তূপ ও ইতস্তত জমে থাকা বৃষ্টির জলে ডেঙ্গু মশার জন্ম হতে পারে এই আশঙ্কায় পুরকর্মীদের সঙ্গে নিয়ে শুরু হয় বিশেষ সাফাই অভিযান। হাসপাতাল চত্বরে এই কাজ তদারকি করেন খোদ পুরপ্রধান ও উপ পুরপ্রধান সহ একাধিক কাউন্সিলর। এই সাফাই অভিযানে বিষ্ণুপুর ছাড়াও পশ্চিম মেদিনীপুর ও পুরুলিয়া জেলার মোট ৭টি পুরসভার প্রতিনিধিরা উপস্থিত থেকে হাতেকলমে ডেঙ্গি মোকাবিলার প্রশিক্ষণ নিয়েছেন।

শিল্পাঞ্চলের যৌন কর্মীদের অধিকার সচেতনতায় লিগ্যাল অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্প

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: বৃহস্পতিবার আসানসোলের রবীন্দ্র ভবনে ডিস্ট্রিক্ট লিগ্যাল সার্ভিস অথরিটি পশ্চিম বর্ধমানের উদ্যোগে মেগা লিগ্যাল অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্প আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে যৌনকর্মী তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করা হয়। এই ক্যাম্প আয়োজনে সহযোগিতা করেছে আসানসোল দুর্বার সমিতি। স্টেট লিগ্যাল সার্ভিস অথরিটি ওয়েস্ট বেঙ্গল ও দুর্বার মহিলা সমন্বয় কমিটির তত্ত্বাবধানে গোটা ক্যাম্পটি করা হয়েছে। এক অনুষ্ঠানে অতিথিরা প্রদীপ জ্বালিয়ে এই ক্যাম্পের উদ্বোধন করেন।

এই প্রসঙ্গে স্টেট লিগ্যাল সার্ভিস অথরিটির মেম্বার সেক্রেটারি অর্ণব ঘোষাল বলেন, রাজ্য সরকারের তরফে যৌনকর্মীদের বিভিন্ন ধরণের সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হয়। তাদের জন্য অনেক প্রকল্প চালু রয়েছে। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই যৌনকর্মীরা এই প্রকল্পগুলি সম্পর্কে অবগত নন। যার কারণে তারা সেইসব কিছুর সুবিধা থেকে বঞ্চিত হন। তিনি আরও বলেন, এদিনের অনুষ্ঠানে যৌনকর্মীদেরকে রাজ্য প্রকল্পগুলি সম্পর্কে তথ্য দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি তাদের বলা হয়েছে যে তারা কী ভাবে এই প্রকল্পগুলির সুবিধা নিতে পারেন।

তিনি বলেন, এর আগে স্টেট লিগ্যাল সার্ভিস অথরিটির একটি দল কুলটির নিয়ামতপুরের লছিপুরের যৌনপল্লিতে গিয়েছিল। সংগঠনের চেয়ারম্যান যৌনকর্মীদের শিশুদের জন্য সেখানে পরিচালিত স্কুলে কিছু বই প্রদান করা হয়। অর্ণববাবু বলেন, 'নিজেকে কী ভাবে প্রতিষ্ঠিত করা যায় সেই ব্যাপারে আলোচনা করা হয়। আমাদের আশা এই ধরনের ক্যাম্পের মাধ্যমে যৌনকর্মীরা সচেতন ও উপকৃত হবেন।' এদিনের অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে ছিলেন আসানসোলের মহকুমাশাসক (সদর) বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য সহ একাধিক রাজ্য সরকার আধিকারিক।

জেরক্সের দোকানে জাল বার্থ সার্টিফিকেট তৈরির অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: হুগলির চণ্ডীতলার গরলগাছা এলাকায় একটি জেরক্সের দোকানে রমরমিয়ে চলছিল জাল বার্থ সার্টিফিকেট তৈরির কারবার। দীর্ঘদিন ধরেই এলাকায় একটি জেরক্সের দোকান ছিল। অভিযোগ, জেরক্সের দোকানের মালিককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। পাশাপাশি আরও একজনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ চালাচ্ছে পুলিশ।

গত ২৩ তারিখ চণ্ডিতলা গ্রাম পঞ্চায়েতে জন্ম শংসাপত্র ডিজিটাল করার আবেদন করেন আজাদের স্ত্রী চন্দ্রা পাসওয়ান। চণ্ডীতলা গ্রাম পঞ্চায়েত জন্মের শংসাপত্র খতিয়ে দেখে জানতে পারেন সেগুলি জাল বার্থ সার্টিফিকেট। শংসাপত্রে দেখা যাচ্ছে ২০১৭ সালে তৈরি করা হয়েছে এবং সেখানে ২০০৮ সালের পঞ্চায়েত প্রধানের সই করা আছে যা নকল সই। জানা গিয়েছে, চণ্ডীতলার বেলেডাঙা এলাকার বাসিন্দা আজাদ পাসওয়ান। তিনি তাঁর তিন পুত্রের জন্ম শংসাপত্র তৈরি করেছিলেন ওই জেরক্সের দোকান থেকে। এরপরই চণ্ডীতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে পুলিশে অভিযোগ জানানো হয়।

ট্রেন থেকে জলে পড়ে মৃত্যু পরিযায়ী শ্রমিকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ফারাক্কা: ইদের আনন্দে সামিল হতে মুম্বই থেকে বাড়ি ফেরার পথে ফারাক্কা ব্যারেজের ওপর ট্রেন থেকে জলে পড়ে তলিয়ে গেলেন এক পরিযায়ী শ্রমিক। চোখের সামনে জলজ্যান্ত যুবককে গঙ্গার জলে তলিয়ে যেতে দেখলেন ট্রেনের সহযাত্রীরা। বৃহস্পতিবার দুপুরে মর্মান্তিক ঘটনায় ব্যাপক শোরগোল সৃষ্টি হয়েছে মুর্শিদাবাদের ফারাক্কা ব্যারেজ এলাকায়। তলিয়ে যাওয়া ওই পরিযায়ী শ্রমিকের নাম শেখ সফিকুল (২৬)। তাঁর বাড়ি মালদা জেলার মানিকচক থানার মোত্রাপুর এলাকায়। জানা গিয়েছে, বেশ কিছুদিন আগেই রাজমিস্ত্রির কাজে মুম্বই গিয়েছিলেন শেখ সফিকুল। বৃহস্পতিবার বাড়ি পৌঁছে যাওয়ার কথা ছিল তার। আগামী ৭ জুন ইদ উৎসব উপলক্ষ্যে বাড়ি ফিরছিলেন। কর্মভূমি এক্সপ্রেসে চেপে বাড়ি যাওয়ার পথে সিগন্যালের কারণে ফারাক্কা ব্যারেজের ওপর দাঁড়িয়ে পড়ে ট্রেনটি। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানাচ্ছেন, ট্রেনটি ফারাক্কা ব্যারেজের উপর দাঁড়াতেই ট্রেন থেকে নেমে হেঁটে হেঁটে গঙ্গার জল দেখছিলেন তিনি। কিন্তু হঠাৎ ট্রেনটি পুনরায় চলতে শুরু করে। তড়িঘড়ি চলন্ত ট্রেনে চাপতে যাচ্ছিলেন তিনি। ট্রেনে চেপেও পড়েন। যদিও ট্রেনে চাপতে গিয়ে মাথায় আঘাত লেগে রক্তাক্ত হয়ে যান শেখ শফিকুল নামে ওই শ্রমিক। সহযাত্রীরা রক্তাক্ত মাথায় গামছা পেঁচিয়ে ব্যান্ডেজ করার চেষ্টা করছিলেন ট্রেনের ঠিক দরজার পাশেই। সে সময় অসাবধানতাবশত ২৮ নম্বর গেটের কাছে মুহূর্তেই ট্রেন থেকে জলে পড়ে যান শেখ সফিকুল। চোখের সামনে এই মুহূর্তেই গভীর জলে তলিয়ে যায় ওই শ্রমিক। ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে আসে ফারাক্কা ব্যারেজের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা সিআইএসএফ জওয়ানরা।

ঝড় নিয়ে সুন্দরবনে মাইকিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: ঝড় আসছে। প্রস্তুত প্রশাসন। সীমান্ত সুন্দরবনে চলছে মাইকিং প্রচার। সব প্রশাসনিক দপ্তরকে প্রস্তুত থাকার নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। বসিরহাট মহকুমা শাসকের দপ্তরে বিভিন্ন আধিকারিকদের নিয়ে কন্ট্রোল রুম খোলা হয়েছে।

উত্তর ২৪ পরগনা বসিরহাট মহকুমার সীমান্ত থেকে সুন্দরবনের হিঙ্গলগঞ্জ, সন্দেশখালি, মিনাখাঁ, হাড়োয়া হাসনাবাদ সহ দশটি ব্লকে প্রশাসনিক তৎপরতা বেড়েছে ঝড় নিয়ে। মধ্য বঙ্গোপসাগরে সাইক্লোন শক্তি বাড়িয়ে বৃষ্টিতে রূপান্তরিত হবে। ইতিমধ্যে সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকাগুলোতে বাড়তি সতর্ক থাকার নির্দেশিকা জারি করেছে প্রশাসনিক আধিকারিকরা। দুর্বল নদীবাঁধগুলোতে নজরদারি চালাচ্ছে প্রশাসন। বসিরহাট মহকুমা শাসকের দপ্তরে কন্ট্রোল রুম খোলা হয়েছে। বিভিন্ন প্রশাসনিক আধিকারিকদের সঙ্গে ভার্চুয়ালের মাধ্যমে যোগাযোগ রাখছেন মহকুমা শাসক আশিস কুমার। ইতিমধ্যে নদী বা নদী সংলগ্ন এলাকাগুলোতে মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। হিঙ্গলগঞ্জের বিডিও দেবদাস গাঙ্গুলি বলেন, বিভিন্ন দপ্তরকে সতর্ক করা হয়েছে। রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা দল, সেচ দপ্তর, স্বাস্থ্য দপ্তর বিদ্যুৎ দপ্তর সহ জরুরি পরিষেবা দপ্তরগুলিকে আগে থাকতেই সতর্ক করে নির্দেশিকা পাঠানো হয়েছে। বসিরহাটের মহকুমা শাসক আশিস কুমার জানান, আমরা সব ধরনের প্রস্তুতি নিয়ে প্রস্তুত আছি। ফ্লাড সেন্টারগুলি খুলে দেওয়া হয়েছে। পর্যাপ্ত শুকনো খাবার মজুত করা হয়েছে। আপাতত নদী বাঁধগুলি ঠিকঠাক আছে। কোনও সমস্যা হলে জরুরি ভিত্তিতে পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেই জানান আশিস কুমার।

আকুই ইউনিয়ন স্কুলের শিক্ষার্থীদের নিয়ে সামার ক্যাম্প

নিজস্ব প্রতিবেদন, ইন্দাস: রাজ্যের প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে এখন চলছে গ্রীষ্মকালীন ছুটি। এই ছুটিতেই আকুই ইউনিয়ন উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হল সামার ক্যাম্প। 'প্রকৃতির পাঠশালা' শিরোনামে বিশেষ এই ক্যাম্পে ওই উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সুরজিৎ দোলুইয়ের বাড়িতেই ভেষজ উদ্ভিদ, ঋতুকালীন ফল, বিলুপ্তপ্রায় উদ্ভিদ, জলজ উদ্ভিদ প্রভৃতির বাগান তৈরি করে।

প্রকৃতির পাঠশালা ভাবনা নিয়ে বাগানে সামার ক্যাম্পটি অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় ৫০ রকমের ভেষজ উদ্ভিদ, ৫০ রকমের ঋতুকালীন ফলের গাছ এবং জলজ উদ্ভিদ, বাংলার বিভিন্ন ধরনের পাখি ছাত্রছাত্রীরা এই বাগানে দর্শন করে। সামার ক্যাম্পের মূল আকর্ষণ ছিল জাপানের মিয়াজাকি আম বা সূর্যডিম আম যা এই বাগানে ফলেছে। এই মিয়াজাকি আম ছিল ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহের কেন্দ্রবিন্দু। ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক, ভাস্কর্য শিল্পী, বাচিক শিল্পী, সঙ্গীত শিক্ষার্থীরা এই সামার ক্যাম্পে অংশগ্রহণ করে।

প্রকৃতির পাঠশালা বিষয়ক এই সামার ক্যাম্পের মূল ভাবনা ছিল প্রকৃতিকে চেনা-জানা,ভালোবাসা, প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে বেঁচে থাকা, রক্ষা করা। সভ্যতাকে রক্ষা করার স্বার্থে জীববৈচিত্র্যকে রক্ষা করা ছিল এই ক্যাম্পের মূল উদ্দেশ্য। এছাড়াও বাংলার সংস্কৃতি কারুশিল্প, চিত্রশিল্প, পটচিত্র প্রভৃতি ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা হাতেকলমে অংশগ্রহণ করে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং কবি নজরুল জন্মদিন স্মরণ করে এই অনুষ্ঠান শুরু হয় ছাত্রছাত্রীরা হাতেকলমে চারা তৈরি করার প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে। মূল্যবোধ নিয়ে বিভিন্ন ব্যক্তি শিক্ষার্থীদের কাছে আলোচনা করেন।

এছাড়াও জল সংরক্ষণ, জল ধরো জল ভরো ভূগর্ভস্থ জলের সংরক্ষণ কী ভাবে করা যায় সেটাও হাতেকলমে শেখানো হয়। বাঁকুড়ার শিল্পকর্ম যেমন পোড়ামাটির কাজ, লণ্ঠন, বাঁশের কাজ, খড়ের চালের ছাউনি দিয়ে ঘর তৈরি শিক্ষার্থীদের দেখানো হয়। শিক্ষার্থীদের মধ্যে উদ্দীপনা এবং আনন্দ ছিল চোখে পড়ার মতো। শিক্ষার্থীদের পরিবারে স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য বিভিন্ন ধরনের মরসুমী ফল কী ভাবে চাষ করা যায় সেটাও এই বাগানে ছাত্রছাত্রীরা নিজেরা পর্যবেক্ষণ করে। পাখিদের নিরাপদ আশ্রয়, ডিম পাড়া, বংশবৃদ্ধির জন্য জন্য মাটির হাড়িতে তাদের বাসা বানানোর প্রশিক্ষণও তারা এই ক্যাম্পে লাভ করে। এছাড়া দুধ থেকে কী ভাবে দই তৈরি হয় তারা এই ক্যাম্পের থেকে প্রশিক্ষণ নেয়।

প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হলে কিভাবে নিজেদের মূল্যবোধ গড়ে ওঠে এই ক্যাম্পের সভায় আলোচিত হয়। বিভিন্ন বাহারি ফুলের গাছ দিয়ে কী ভাবে গৃহসজ্জা করা যায়, ঘরের শোভা বৃদ্ধি করা যায়, তাও শিক্ষার্থীরা হাতেকলমে এই ক্যাম্পে শিক্ষা লাভ করে। এই কর্মশালার আরো আকর্ষণ ছিল প্লাস্টিকের ব্যাগ ব্যবহার কমিয়ে ছাত্রছাত্রীদের পুরানো কাপড়ের তৈরি ব্যাগ ব্যবহার করা। কাপড়ের ব্যাগ ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। এছাড়াও ঘরোয়া পদ্ধতিতে ভার্মি কম্পোস্ট বা কেঁচো সার কী ভাবে তৈরি করা যায় এই কর্মশালায় ছাত্রছাত্রীরা এই বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করে।

আবাসের উপভোক্তার কাছে কাটমানি চেয়ে হুমকি! অস্বীকার তৃণমূল নেতার

বিডিওর কাছে অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাটোয়া: আবাস প্রকল্পের দ্বিতীয় টাকা ঢুকতেই উপভোক্তাকে সরাসরি ফোন করে ছ' হাজার টাকা চাওয়ার অভিযোগ উঠল তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে।

জানা গিয়েছে, পার্টি ফান্ডে টাকা জমা করতে হবে। পুরনো বাড়ি বিক্রি করেও দিতে হবে। কাটোয়ার আলমপুর পঞ্চায়েতের এক উপভোক্তাকে ফোন করে এমন টাকা চাওয়ার অভিযোগ উঠেছে তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্যের স্বামীর বিরুদ্ধে। মোবাইলের সেই কথোপকথন প্রকাশ্যে এসেছে। এরপরেই বিডিওর কাছে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন উপভোক্তারা।

শুধু তাই নয়, প্রথম কিস্তির টাকা আসার পরেও নাকি উপভোক্তার কাছে কয়েক মাস আগে ওই নেতা ৫ হাজার টাকা করে আদায় করেছেন। ফোনের সেই অডিও ক্লিপ ভাইরাল হয়েছে সমাজমাধ্যমে। এর জেরেই দিনমজুর উপভোক্তা এখন আতঙ্কে ভুগছেন। কাটোয়া-১ নম্বর বিডিও ইন্দ্রজিৎ মারিক জানিয়েছেন, অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে তদন্ত শুরু হয়েছে।

জানা গিয়েছে, কাটোয়া ১ নম্বর ব্লকে ১৮৬৬টি আবাস প্রকল্পের বাড়ি তৈরির অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে আলমপুর পঞ্চায়েতে প্রথম কিস্তির টাকা ঢুকেছে ২১৬ জনের। আর দ্বিতীয় কিস্তির টাকা ঢুকেছে ২০৫ জন উপভোক্তার। এর মধ্যে একজন বরমপুর গ্রামের দাসপাড়ার বাসিন্দা চাঁদু দাস দিনমজুর। ভাঙা মাটির বাড়িতে স্ত্রী বুলাদেবী, ছেলে বাপ্পা, বউমা, নাতনি নিয়ে তাঁর বড় সংসার। অন্যের জমিতে চাষবাদ করে তিনি কোনওরকমে দিন গুজরান করেন। আবাস প্রকল্পে তিনি বাড়ি তৈরির অনুমোদন পেয়ে বাড়ির পাশেই নিজস্ব জায়গায় আবাস প্রকল্পের বাড়ি তৈরি করেছেন।

অভিযোগ, কয়েকদিন আগেই গ্রামের ৮ নম্বর সংসদের পঞ্চায়েতের তৃণমূল সদস্য ভরি দাসের স্বামী সঞ্জয় দাস চাঁদুবাবুকে মোবাইলে ফোন করে আবাস প্রকল্পে দ্বিতীয় কিস্তির টাকা আসার জন্য ৬ হাজার টাকা চান। চাঁদুবাবু তাঁকে বলেন, প্রথম কিস্তির জন্য ৫ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে। আবার দ্বিতীয় কিস্তির জন্য ওই টাকা দিতে পারবেন। পাল্টা সঞ্জয়বাবু ফোনে বলেন, পার্টি ফান্ডে টাকাটা দিতে হবে। প্রয়োজনে বাড়ি বিক্রি করেও টাকা দিতে হবে

ভাইরাল হওয়া অডিওতে বলতে শোনা গিয়েছে সেই কথা। তোদের থেকে ২০ হাজার টাকা করে নিলেই ভালো হত। পার্টি ফান্ডে টাকা দিতে হবে। আগেই তোকে বলেছিলাম। আমাকেও টাকাটা দিতে হবে। তা না হলে আবাসের ঘর হবে না। আর এখন বলছিস দিতে পারব না।' এমন অডিও ক্লিপ সহ বিডিওকে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন উপভোক্তা। উপভোক্তা চাঁদু দাস বলেন, 'এমনিতে বালি, ইট, সিমেন্টের দাম বেশি। সেখানেও ওরা একজনের কাছে নিতে বলেছিল, নিয়েছিলাম। কয়েক মাস আগে প্রথম কিস্তির জন্য পাঁচ হাজার টাকা দিয়েছি। আবার ৬ হাজার টাকা চাইছে। কোথায় পাব আমরা। ওই টাকা তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্যর স্বামী চাইছে। আবার আমাকে হুমকি দিচ্ছে। তাই বিডিওকে অভিযোগ জানিয়েছি।'

আলমপুর পঞ্চায়েতের প্রধান মোল্লা নজরুল হক বলেন, 'যদিও আমি বিষয়টি ঠিক কী হয়েছে জানি না। খোঁজ নিয়ে দেখছি। তবে এমন অভিযোগ উঠলে সেটা গুরুতর বিষয়। আমরা ব্যবস্থা নেব।' তবে বরমপুর গ্রামের পঞ্চায়েত সদস্যা ভরি দাস বলেন, 'আমি জানি না আমার স্বামী কী করেছে। তবে টাকা চাইলে ভুল করেছে। এটা ঠিক নয়।' আর সঞ্জয় দাস অভিযোগ পুরো অস্বীকার করে সাফাই দেন, 'আমার কাছে চাঁদু ব্যক্তিগত ভাবে টাকা ধার নিয়েছিল। আমাকে বলা হয়েছিল ঘরের টাকা ঢুকলে দেবে। আমি সেটাই চেয়েছি। এখন ওরা আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ তুলে চক্রান্ত করছে।'

খেলার সময় পুকুরে পড়ে মৃত্যু ২ নাবালকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: পুকুর পাড়ে খেলা করার সময় আচমকাই জলে ডুবে মৃত্যু হল নাবালক দুই ভাইয়ের। তাদের বাবা পেশায় সিভিক ভলান্টিয়ার। তিনি বিষয়টি জানার পর পুকুরে ঝাঁপিয়ে নিজের দুই নাবালক ছেলেকে শেষ পর্যন্ত বাঁচাতে পারেননি। বৃহস্পতিবার দুপুর দুটো নাগাদ মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে গাজোল থানার দেওতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের দোয়ার গ্রামে। এই ঘটনার খবর পেয়ে ওই এলাকায় পৌঁছয় গাজোল থানার আইসি আশিস কুণ্ডু সহ বিশাল পুলিশ বাহিনী। পরে ওই দুই নাবালকের নিথর দেহ গাজোল গ্রামীণ হাসপাতালে উদ্ধার করে নিয়ে যায় পুলিশ। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসকেরা ওই দুই নাবালকের মৃত্যুর কথা জানিয়ে দেন। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত দুই নাবালকের নাম পরনিন্দু মুদি (৭) এবং অভি মুদি (৫)। ওই দুই নাবালকের বাবা রবি মুদি গাজোল থানায় সিভিক ভলান্টিয়ার পদে কর্মরত। এদিন বাড়ি থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে পুকুর পারে খেলা করছিল ওই দুই নাবালক। খেলতে খেলতে অভি প্রথমে পুকুরের জলে পড়ে যায়। সেই সময় নাবালক দাদা পরনিন্দু ভাইকে উদ্ধার করতে গেলে সেও জলে পড়ে যায়। এরপরই ঘটনার খবর পেয়ে পুকুরে ঝাঁপ দিয়ে দুই নাবালক ছেলেকে বাঁচানোর চেষ্টা করে বাবা রবি মুদি। কিন্তু ততক্ষণে পুকুরের গভীরে জলে তলিয়ে যায় ওই দুই নাবালক।

মৃত দুই নাবালকের বাবা রবি মুদি জানিয়েছেন, কিভাবে এত বড় ঘটনা ঘটে গেল কিছুই বুঝতে পারছি না। আমার যেন সব শেষ হয়ে গেল। গাজোল থানার আইসি আশিস কুণ্ডু জানিয়েছেন, ঘটনাটি অত্যন্ত দুঃখজনক। খবর পেয়েই আমি ওই এলাকায় গিয়েছিলাম। সিভিক ভলান্টিয়ার পরিবারকে সমবেদনা জানিয়েছি।

Kelepara Samabaya Krishi Unnayan Samity Ltd.
Regd. No.- 41 H.G. * Dated- 16.09.1966
Vill.- Kelepara * P.O. Ghorgohal * Dist.- Hooghly

Ref. No. .... Date- 29.05.2025

খসড়া ভোটার তালিকা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

সমবায় সমিতি সমূহের যুগ্ম নিবন্ধক ও সমবায় সমিতি সমূহের নির্বাচন বিষয়ক রিটার্নিং অফিসার, হুগলী রেঞ্জ এর আদেশ নং- ৮৫৬, তারিখ- ২৯.০৭.২০২৪ দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়ে আমি কৃষ্ণদাস ঘোষ, সমবায় পরিদর্শক এবং সহকারী রিটার্নিং অফিসার, উক্ত সমবায় সমিতির সমস্ত সদস্য/সদস্যাগণকে জানাচ্ছি যে, উক্ত সমবায় সমিতির পরিচালকমন্ডলী নির্বাচনের জন্য খসড়া ভোটার তালিকা সমিতির অফিস সহ স্থানীয় প্রশাসনিক অফিসগুলিতে ২৯.০৫.২০২৫ তারিখে প্রকাশিত হল। সমিতির সকল সদস্যদের উক্ত ভোটার তালিকায় নাম সংযোজন, বিয়োজন, সংশোধন (যদি থাকে) এর জন্য সমিতির অফিসে লিখিত আবেদনের অনুরোধ করা হচ্ছে ২৯.০৫.২০২৫ থেকে ০৯.০৬.২০২৫ তারিখের মধ্যে যে কোন কাজের দিন বেলা ১২টা থেকে ৩ টার মধ্যে। উক্ত আবেদন সমূহের শুনানি হবে আগামী ১২.০৬.২০২৫ তারিখ বেলা ১২টা থেকে দুপুর ৩টা পর্যন্ত সমিতির অফিসগৃহে। ব্যক্তিগতভাবে ঐদিন অভিযোগকারীকে উপস্থিত থাকতে বলা হচ্ছে। চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হবে ১৩.০৬.২০২৫ বেলা ১২টায়।

তারিখ ঃ ২৯.০৫.২০২৫

কৃষ্ণদাস ঘোষ
সহকারী রিটার্নিং অফিসার
কেলেপাড়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
9331059060–9831919791

মেগা ফ্লেক্স প্লাস্টিকস লিমিটেড
CIN : L25209WB2003PLC097273
রেজিস্টার্ড অফিস : ৪, হো চি মিন সরণি, কলকাতা -৭০০০৭১ ফোন : +৯১ ৩৩ ৪০২৯ ৩৪৯৪
ইমেল : info@megaflex.in **ওয়েবসাইট :** www.megaflex.co.in

পোস্টাল ব্যালট এবং রিমোট ই-ভোটিং তথ্যের বিজ্ঞপ্তি

মেগা ফ্লেক্স প্লাস্টিক লিমিটেড (কোম্পানি) এর সদস্যগণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, ২০১৩ সালের ধারা ১০৮ এবং ১১০ আইন (আইন) এবং তৎসহ পঠিত ২০১৪ সালের কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলসের রুল ২০ এবং ২২ সংস্থান অধীনে (রুলস) এবং ২০১৫ সালের সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৪৪ অধীনে(সেবি লিস্টিং রেগুলেশনস) ইনস্টিটিউট অব কোম্পানি সেক্রেটারিজ অব ইন্ডিয়া (এসএস-২) কর্তৃক জারি করা সেক্রেটারিয়েল স্ট্যান্ডার্ড অন জেনারেল মিটিংস এবং অন্যান্য প্রযোজ্য আইন এবং বিধিমালা এবং বিধিবদ্ধ সংশোধনী(গুলি) বা পুনর্মূল্যায়ন(গুলি) সাময়িকভাবে কার্যকর সহ এবং কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক (এমসিএ) কর্তৃক জারি করা সংশ্লিষ্ট সার্কুলারসমূহ অনুযায়ী পোস্টাল ব্যালট ভোটিং প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য বৈদ্যুতিন মাধ্যমে (ই-ভোটিং/ রিমোট ই-ভোটিং), কোম্পানি পোস্টাল ব্যালট নোটিশ বৃহস্পতিবার ২৯/০৫/২০২৫ তারিখে কেবল বৈদ্যুতিন মাধ্যমে প্রেরণ করেছে, সংশ্লিষ্ট যে সকল সদস্যর নাম শুক্রবার ২৩/০৫/২০২৫ (কাট অফ ডেট) অনুযায়ী সদস্যগণের রেজিস্টার /সুবিধাভোগী মালিক নথিতে নথিভুক্ত এবং যাদের ইমেল ঠিকানা কোম্পানি/ডিপোজিটরিজ তে নথিভুক্ত তাদের নিম্নোক্ত বিষয় (সমূহে) কোম্পানির সদস্যদের অনুমোদনের জন্য :

প্রস্তাবের(গুলির) ধরন	প্রস্তাব(গুলি)
সাধারণ প্রস্তাব	হোয়াইট স্যাফ্রন গ্রেনস এলএলপি এর সহিত দ্রব্যাদি সম্পর্কিত লেনদেন যেমন ক্রয়/বিক্রয়/যেকোনও ধরনের দ্রব্যাদি এবং / বা যেকোনও ধরনের পরিষেবা সুবিধা পাওয়া এবং অন্যান্য চালু লেনদেন সম্পর্কিত আর্থিক বর্ষ ২০২৫-২০২৬ জন্য।

এমসিএ সার্কুলার অনুসারে, সদস্যদের সম্মতি বা ভিন্নমতের যোগাযোগ শুধুমাত্র দূরবর্তী ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে সম্পাদিত হবে। কোম্পানি তার সদস্যদের ই-ভোটিং সুবিধা প্রদান করার জন্য সন্তুষ্ট যাতে তার ইলেকট্রনিকভাবে তাদের ভোট দিতে পারে। কোম্পানি ই-ভোটিং সুবিধার জন্য ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড ("এনএসডিএল") নিয়োগ করেছে। সদস্যদের ভোটদানের অধিকার তাদের শেয়ারের অনুপাতে হবে কোম্পানির পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধনের কাট-অফ তারিখে অর্থাৎ ২৩.০৫.২০২৫ তারিখে এবং যে কোনো ব্যক্তি যে সেই তারিখে সদস্য নয় তার সাথে আচরণ করা উচিত শুধুমাত্র তথ্যের উদ্দেশ্যে পোস্টাল ব্যালট বিজ্ঞপ্তি।

ই-ভোটিংয়ের বিস্তারিত পদ্ধতি পোস্টাল ব্যালট বিজ্ঞপ্তিতে গণনা করা হয়েছে। দূরবর্তী ই-ভোটিং সময়কাল শুক্রবার, ৩০ মে, ২০২৫ সকাল ৯টায় (আইএসটি) শুরু হবে এবং শনিবার, ২৮ জুন, ২০২৫ বিকাল ৫টায় (আইএসটি) শেষ হবে। দূরবর্তী ই-ভোটিং শনিবার ২৮ জুন ২০২৫ তারিখ বিকেল ৫টা (আইএসটি) এর পরে অনুমোদিত হবে না এবং তারপরে এনএসডিএল দ্বারা ই-ভোটিং মডিউল নিষ্ক্রিয় করা হবে।

যে সদস্যদের ইমেল ঠিকানাগুলি কোম্পানি / ডিপোজিটরিতে নিবন্ধিত নয়, তারা পোস্টাল ব্যালট নোটিশ পাওয়ার জন্য তাদের অনুরোধ পাঠাতে পারে info@megaflex.in-এ পোস্টাল ব্যালট বিজ্ঞপ্তিটি কোম্পানির ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে www.megaflex.co.in এবং এনএসডিএল-এর ওয়েবসাইটে www.evoting.nsdl.com এবং এই বিজ্ঞপ্তিটি ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট www.nseindia.com থেকেও অ্যাক্সেস করা যেতে পারে যেখানে কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ার তালিকাভুক্ত রয়েছে।

পোস্টাল ব্যালট প্রক্রিয়া সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে পরিচালনার জন্য কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ শ্রীমতি কাঞ্চন জালান, প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারি (প্র্যাকটিস সার্টিফিকেট নং ৮৩৫২) কে স্ক্রুটিনিজার হিসেবে নিযুক্ত করেছে। পোস্টাল ব্যালট প্রক্রিয়ার ফলাফল দূরবর্তী ই-ভোটিং শেষ হওয়ার তারিখ থেকে দুই (২) কার্যদিবসের মধ্যে ঘোষণা করা হবে। স্ক্রুটিনাইজারের রিপোর্টের সাথে ঘোষিত ভোটের ফলাফল কোম্পানির ওয়েবসাইটে www.megaflex.co.in এবং এনএসডিএল-এর ওয়েবসাইটে অর্থাৎ www.evoting.nsdl.com এবং এনএসই লিমিটেড www.nseindia.com সাথে যোগাযোগ করা হবে।

ই-ভোটিং সংক্রান্ত প্রশ্নের ক্ষেত্রে, অনুগ্রহ করে শেয়ারহোল্ডারদের জন্য প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন (এফএকিউএস) এবং শেয়ারহোল্ডারদের জন্য ই-ভোটিং ব্যবহারকারী ম্যানুয়াল দেখুন www.evoting.nsdl.com-এর ডাউনলোড বিভাগে অথবা যোগাযোগ নং ০২২-৪৮৮৬৭০০০ নম্বরে ফোন করুন বা শ্রী অমিত বিশাল, ডেপুটি ভাইস প্রেসিডেন্ট, এনএসডিএল বা শ্রীমতী পল্লবী মাত্রে, সিনিয়র ম্যানেজার, এনএসডিএল evoting@nsdl.com-এ অনুরোধ পাঠান।

মেগা ফ্লেক্স প্লাস্টিকস লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
শ্বেতা সিংঘী
কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ৩০.০৫.২০২৫

নিক্কো পার্কস অ্যান্ড রিসোর্টস লিমিটেড
CIN- L92419WB1989PLC046487
রেজিঃ অফিস- 'ঝিল মিল', সেক্টর ৪, সল্টলেক সিটি, কলকাতা - 700 106

সংশোধনী

গত ইংরাজি ২৯.০৫.২০২৫ তারিখে এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত '৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বর্ষের নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণ' বিজ্ঞাপনে দ্রষ্টব্য কলমে ৪ নং এ 'কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ ২০২৪-২৫ আর্থিক বর্ষের @ ৪০% (ফেস ভেলু ১ টাকার উপর চল্লিশ পয়সা) একটি চূড়ান্ত লভ্যাংশ সুপারিশ করেছে বার্ষিক সাধারণ সভায় শেয়ারহোল্ডারদের অনুমোদন সাপেক্ষে।' - এর পরিবর্তে **'২০২৪-২০২৫ আর্থিক বছরের জন্য ৪০% (১ টাকা ফেস ভ্যালুর উপর চল্লিশ পয়সা) একটি অন্তর্বর্তীকালীন লভ্যাংশ পরিচালন পর্ষদ দ্বারা তাদের উপরে বর্ণিত সভায় অনুমোদিত হয়েছে।'** পড়তে হবে। বাকি অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত থাকবে। ত্রুটির জন্য দুঃখিত।

ফর্ম নং আইএনসি-২৬
[২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ সংস্থান অধীনে]
কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে স্থানান্তরের নিমিত্ত সংবাদপত্রে প্রজ্ঞাপন
কেন্দ্রীয় সরকার
ইস্টার্ন রিজিওন সমীপে
২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ এর সাব-রুল (৫) এর ক্লজ (এ) সম্পর্কিত

এবং

মেসার্স সিলভার টিউলিপ রিসর্ট প্রা. লি. (CIN : U55101WB1990PTC049995) রেজিস্টার্ড অফিস ১৯ সিনাগগ স্ট্রিট, সিটি সেন্টার, রুম নং ৪২১, কলকাতা - ৭০০০০১ পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কিত

... দরখাস্তকারী

এতদ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে, ১২ মে ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত বিশেষ প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে **"পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য"** থেকে **"ঝাড়খন্ড রাজ্যে"** কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস স্থানান্তর নিমিত্ত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারাধীনে কেন্দ্রীয় সরকার সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করেছে।

যেকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত পরিবর্তনের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে **এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in)** বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের চৌদ্দদিনের মধ্যে রিজিওনাল ডিরেক্টর (ইস্টার্ন রিজিওন), রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কর্পোরেট ভবন, ৭ম তল, প্লট নং IIIএফ/১৬, এএ-III এফ, রাজারহাট, নিউ টাউন, আকন্দকেশরী, কলকাতা - ৭০০১৩৫ ঠিকানায় নোটিশ পাঠাতে পারেন, একটি কপি অবেদনকারী কোম্পানির উপরে উল্লিখিত রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে।

মেসার্স সিলভার টিউলিপ রিসর্ট প্রা. লি. এর পক্ষে
স্বা/- অনিল ডালমিয়া
(ডিন : ১০৮৯৬৪১১)
ডিরেক্টর
স্বা/- প্রভাস কুমার ডোকানিয়া
(ডিন : ১০৭৬৮৪০৬)
ডিরেক্টর

তারিখ : ২৮.০৫.২০২৫
স্থান : কলকাতা

ফর্ম নং আইএনসি-২৬
[২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ সংস্থান অধীনে]
কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে স্থানান্তরের নিমিত্ত সংবাদপত্রে প্রজ্ঞাপন
কেন্দ্রীয় সরকার
রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন
কলকাতা সমীপে
২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ এর সাব-রুল (৫) এর ক্লজ (এ) সম্পর্কিত

এবং

সিমকিউর ফার্মাসিউটিক্যালস প্রাইভেট লিমিটেড (CIN : U74900WB2014PTC200295) রেজিস্টার্ড অফিস ৫২, জাকারিয়া স্ট্রিট, ৩য় তল, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত ৭০০০৭৩

... দরখাস্তকারী/আবেদনকারী কোম্পানি

নোটিশ

এতদ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে, ২০ মে ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত বিশেষ প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে **"পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য"** থেকে **"ঝাড়খন্ড রাজ্যে"** কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস স্থানান্তর নিমিত্ত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারাধীনে কেন্দ্রীয় সরকার (রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন) সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করেছে।

যেকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত পরিবর্তনের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে **এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in)** বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের চৌদ্দদিনের মধ্যে **রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কর্পোরেট ভবন, ৭ম তল, প্লট নং IIIএফ/১৬, এএ-IIIএফ, রাজারহাট, নিউ টাউন, আকন্দকেশরী, কলকাতা - ৭০০১৩৫ ঠিকানায়** নোটিশ পাঠাতে পারেন, একটি কপি অবেদনকারী কোম্পানির নিম্নে উল্লিখিত রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে :
৫২, জাকারিয়া স্ট্রিট, ৩য় তল, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত ৭০০০৭৩

অমর নাথ টেকরিওয়াল-এর পক্ষে
ডিরেক্টর
ডিন : ০০৭৩২৫৬২

তারিখ : ২৯.০৫.২০২৫
স্থান : কলকাতা

গ্রামবাসীদের প্রতিবাদে দু'দিনেও রাস্তার কাজ শুরু নয় অণ্ডাল বিমাননগরীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, অণ্ডাল: রাস্তা বন্ধ করা নিয়ে উত্তেজনা, ঝামেলা গড়াল দ্বিতীয় দিনে। উল্লেখ্য, পাঁচিলের একাংশ ভেঙে দিলেন ক্ষুব্ধ বাসিন্দাদের একাংশ। বুধবার বিকেলে ঘটনাটি ঘটে খান্দরায়।

অণ্ডাল ব্লকের খান্দরা গ্রামের শিবতলা থেকে গ্রামের ভিতর দিয়ে রাস্তাটি গিয়ে মিশেছে উখড়া গ্রামের সুকোপুকুর সংলগ্ন বিমাননগরীর রাস্তাতে। স্বল্প দূরত্বের হওয়ায় উখড়া ও খান্দরা গ্রামের বহু মানুষ এই রাস্তাটি নিত্যদিন ব্যবহার করেন। বুধবার রাস্তাটি সংযোগস্থল পাঁচিল দিয়ে ঘিরে দেয় বিমাননগরী কর্তৃপক্ষ। এই খবর ছড়িয়ে পড়তে এলাকায় তৈরি হয় ক্ষোভ। সন্ধেবেলায় কেউ বা কারা সেই পাঁচিলের একাংশ ভেঙে দেন। যার জেরে ঘটনাস্থলে তৈরি হয় উত্তেজনা। খবর পেয়ে সেখানে পৌঁছয় উখড়া ফাঁড়ির পুলিশ।

বৃহস্পতিবারও এই প্রাচীর ভাঙাকে ঘিরে উত্তেজনা দেখা দেয় এলাকায়। খান্দরা গ্রামের বাসিন্দা আশিস ধীবর বলেন, 'দীর্ঘদিন ধরে আমরা এই রাস্তা ব্যবহার করছি, এই রাস্তাটি জেলা পরিষদের উদ্যোগে কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয়ে কংক্রিটের তৈরি হয়েছিল। যদি এই রাস্তাটি বিমাননগরী কর্তৃপক্ষর হয়ে থাকে তা হলে যখন সরকারি টাকা খরচ করে রাস্তাটি তৈরি হয়েছিল তখন কেন বাধা দেওয়া হয়নি? সরকারি নথিতে এই রাস্তার কথা উল্লেখ রয়েছে। সরকারি রাস্তা কেউ বা কারা বা কোনও সংস্থা এই ভাবে বন্ধ করে দিতে পারে না।' গ্রামের মানুষের একটাই দাবি তাদের পুরনো দীর্ঘদিনের রাস্তা ফিরিয়ে দিতে হবে।

আশিসবাবু আরও বলেন, এলাকার খেতমজুর এবং দিন মজুরদের বকেয়া পাওনা এখনও মেটায়নি বিমাননগরী কর্তৃপক্ষ। পাশাপাশি তিনি এও বলেন, বিমাননগরী কর্তৃপক্ষ যে বিকল্প রাস্তাটির কথা বলছে, সেই রাস্তা দিয়ে বর্ষাকালে যাওয়া দুষ্কর। সুতরাং গ্রামবাসীদের দাবি একটাই পুরনো রাস্তাই ফিরিয়ে দিতে হবে নতুবা বৃহত্তর আন্দোলনে নামবে খান্দরা গ্রামের বাসিন্দারা।

বৃহস্পতিবার সকালে দেখা গেল রাস্তাটির ভাঙা পাঁচিলের ওপর তৃণমূলের পতাকা লাগিয়ে আন্দোলন চালাচ্ছে তৃণমূল। ঠিক তারপরেই দেখা যায় সিপিএমের কিছু কর্মী সমর্থক ঘটনাস্থলে আসে। হঠাৎ করে তৃণমূলের পতাকা তুলে নেন কর্মী সমর্থকরা। গ্রামবাসীদের দাবি, কোনও রাজনৈতিক ভেদাভেদ নয় গ্রামের উন্নয়নে সকলেই একত্রিত ভাবে এই আন্দোলনে আছেন। এক কথায় গ্রামের মানুষের আন্দোলনের চাপে দু'দিনেও বিমাননগরী কর্তৃপক্ষ তাদের রাস্তার ওপর পাঁচিল তৈরির কাজ শুরু করতে পারল না।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

আলফ্রেড হারবার্ট (ইন্ডিয়া) লিমিটেড
রেজি অফিস : ১৩/৩ স্ট্র্যান্ড রোড, কলকাতা-৭০০০০১
ফোন : ০৩৩-২২২৬৮৬১৯/২২২৯৯১২৪
ই-মেল : kolkata@alfredherbert.com
ওয়েবসাইট : www.alfredherbert.co.in
CIN : L74999WB1919PLC003516

ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ডে শেয়ারহোল্ডারদের ইক্যুইটি শেয়ার হস্তান্তরের বিজ্ঞপ্তি

এই বিজ্ঞপ্তিটি কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১২৫ অনুসারে প্রকাশিত হয়েছে যা ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ড কর্তৃপক্ষ (অ্যাকাউন্টিং, অডিট, ট্রান্সফার এবং রিফান্ড) বিধিমালা, ২০১৬ ("দি রুলস") এর সাথে সংশোধিত, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় দ্বারা বিজ্ঞাপিত হয়েছে।

রুলস, অন্তর্বর্তী, সমস্ত শেয়ার হস্তান্তর করার বিধান করে যার বিষয়ে শেয়ারহোল্ডাররা টানা সাত বছর ধরে কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ড (আইইপিএফ) লভ্যাংশ প্রদান করেনি বা দাবি করেনি। তদনুসারে, কোম্পানি সেই সমস্ত শেয়ারহোল্ডারদের কাছে স্বতন্ত্র যোগাযোগ পাঠিয়েছে যাদের শেয়ারগুলি তাদের সর্বশেষ উপলব্ধ ঠিকানায় উল্লিখিত নিয়মের অধীনে আইইপিএফ-তে স্থানান্তরিত হতে বাধ্য। কোম্পানি তার ওয়েবসাইটে www.alfredherbert.co.in-এ আইইপিএফ-তে স্থানান্তর করার জন্য এই ধরনের শেয়ারহোল্ডার এবং শেয়ারের বিবরণ আপলোড করেছে। শেয়ারহোল্ডারদের অনুরোধ করা হচ্ছে আইইপিএফ-তে স্থানান্তর করার জন্য দায়বদ্ধ শেয়ারের বিশদ বিবরণ যাচাই করতে ওয়েবসাইটে বিনিয়োগকারী সংযুক্ত তথ্য দেখুন।

এতদ্বারা এই ধরনের সমস্ত শেয়ারহোল্ডারদেরকে ১০.০৮.২০২৫ এর মধ্যে কোম্পানি/রেজিস্ট্রারের কাছে ২০১৭-১৮ সালের অদাবিকৃত লভ্যাংশ দাবি করার অনুরোধ সহ প্রয়োজনীয় নথিগুলি পাঠানোর জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে যাতে শেয়ারগুলি আইইপিএফ-তে স্থানান্তরিত না হয়। অনুগ্রহ করে উল্লেখ করা যেতে পারে যে ১০.০৮.২০২৫ এর মধ্যে কোম্পানি বা রেজিস্ট্রার কর্তৃক কোন উত্তর না পাওয়া গেলে, কোম্পানিকে বাধ্যতামূলকভাবে সমস্ত দাবি না করা লভ্যাংশ সহ শেয়ারগুলিকে আইইপিএফ-এ আর কোন নোটিশ ছাড়াই, যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে হস্তান্তর করতে বাধ্য করা হবে। উল্লিখিত বিজ্ঞপ্তিতে গণনা করা হয়েছে যা নিম্নরূপ :

ক) ডুপ্লিকেট শেয়ার সার্টিফিকেট ইস্যু করে এবং তারপরে আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করে প্রকৃত আকারে শেয়ারের ক্ষেত্রে।

খ) ডিম্যাট মোডে রাখা শেয়ারের ক্ষেত্রে - ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের সাহায্যে সরাসরি আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে শেয়ার স্থানান্তর করে।

উল্লেখ্য যে আইইপিএফ-এ স্থানান্তরিত শেয়ারগুলি, এই ধরনের শেয়ারের উপর জমা হওয়া সমস্ত সুবিধা সহ, যদি থাকে, তবে নিয়মের অধীনে নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করার পরে আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের কাছে ফেরত দেওয়ার দাবি করা যেতে পারে।

এই বিষয়ে যেকোন ব্যাখ্যার জন্য অনুগ্রহ করে কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং ট্রান্সফার এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন: মাহেশ্বরী ডাটামেটিকস প্রা. লি. ২৩, আর এন মুখার্জি রোড, ৬ষ্ঠ তল, কলকাতা - ৭০০ ০০১ ফোন নং ০৩৩-২২৪৮ ২২৪৮, ২২৪৩ ৫০২৯, ই-মেইল mdpldc@yahoo.com

আলফ্রেড হারবার্ট (ইন্ডিয়া) লিমিটেড'এর পক্ষে
পি পি দাস
চিফ এগজিকিউটিভ অফিসার

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ২৮ মে ২০২৫

অ্যাকনিট ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
CIN : L01113WB1990PLC050020
রেজিস্টার্ড অফিস : "ইকোস্টেশন", ব্লক -বিপি, প্লট নং ৭, সেক্টর ৫, স্যুট নং ৫০৪, সল্ট লেক, কলকাতা : ৭০০০৯১
ফোন : (০৩৩) ২৩৬৭ ৫৫৫৫/+ ৯১ ৮৪২০০ ৪৭৮০১, ই-মেল : calcutta@acknitindia.com, ওয়েবসাইট : www.acknitindia.com

পোস্টাল ব্যালট নোটিশ এবং ই-ভোটিং তথ্যের বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, অ্যাকনিট ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড ("দি কোম্পানি"), কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১১০, ১০২ এবং ১০৮ এবং অন্যান্য প্রযোজ্য বিধান অনুসারে, কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) বিধি, ২০১৪ এর নিয়ম(সমূহ) ২০ এবং ২২ এবং অন্যান্য সম্পর্কিত বিধি, সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) বিধি, ২০১৫ এর নিয়ম ৪৪, দ্য ইনস্টিটিউট অফ কোম্পানি সেক্রেটারিজ অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক জারি করা সাধারণ সভা (এসএস-২) সম্পর্কিত সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ড অনুসারে, প্রতিটি সংশোধিত এবং সাধারণ সার্কুলার নং(গুলি) এর বিধান অনুসারে ১৪/২০২০ তারিখ ৮ এপ্রিল, ২০২০, ১৭/২০২০ তারিখ ১৩ এপ্রিল, ২০২০ এই বিষয়ে জারি করা অন্যান্য প্রাসঙ্গিক সার্কুলার সহ পঠিত, সর্বশেষটি হল সাধারণ সার্কুলার নং ০৯/২০২৪ তারিখ ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ (সম্মিলিতভাবে 'এমসিএ সার্কুলার' নামে পরিচিত), যা ভারত সরকারের কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক ইস্যুকৃত, যা প্রযোজ্য সেবি সার্কুলার এবং অন্যান্য প্রযোজ্য আইন, নিয়ম এবং প্রবিধানের সাথে পঠিত (যেকোনো বিধিবদ্ধ পরিবর্তন(গুলি) বা পুনঃপ্রণয়ন(গুলি) সহ পঠিত) শুধুমাত্র বৈদ্যুতিন পদ্ধতিতে ভোটদানের মাধ্যমে পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে নিম্নলিখিতগুলির জন্য বিশেষ প্রস্তাব সম্পর্কে তার শেয়ারহোল্ডারদের অনুমোদন চেয়েছে ("ই-ভোটিং/ দূরবর্তী ই-ভোটিং")

ক) ১ এপ্রিল, ২০২৫ থেকে আরও ৩ (তিন) বছরের জন্য কোম্পানির পূর্ণকালীন পরিচালক হিসেবে শ্রী দেও কিষাণ সরফ (ডিন : ০০১২৮৮০৪) কে পুনঃনিয়োগ।

খ) ২৮ মে, ২০২৫ থেকে আরও ৩ (তিন) বছরের জন্য কোম্পানির পূর্ণকালীন পরিচালক হিসেবে শ্রী অভিষেক সরফ (ডিন :০০১২৯১৪৪) কে পুনঃনিয়োগ।

ই-ভোটিং সুবিধা প্রদানের জন্য কোম্পানি ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড ("এনএসডিএল") এর পরিষেবা নিযুক্ত করেছে। ই-ভোটিং প্রক্রিয়াটি সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে যাচাই-বাছাই করার জন্য শ্রীমতী রেখা গোয়েঙ্কা (রেখা গোয়েঙ্কা অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটসের স্বত্বাধিকারী; সদস্যপদ নং -এফসিএস ১২৫৯০) কে যাচাই-বাছাইকারী হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে।

এমসিএ সার্কুলার মেনে, কোম্পানি কেবলমাত্র ইলেকট্রনিক মোডের মাধ্যমে বৃহস্পতিবার, ২৯ মে, ২০২৫ তারিখে সেইসব সদস্যদের কাছে নোটিশটি পাঠিয়েছে যাদের ই-মেইল ঠিকানা কোম্পানি/ডিপোজিটরিতে নিবন্ধিত এবং যাদের নাম শুক্রবার, ২৩ মে, ২০২৫ (কাট অফ ডেট) তারিখে ডিপোজিটরি দ্বারা রক্ষিত সদস্য/সুবিধাভোগী মালিকদের রেজিস্টারে নিবন্ধিত। সদস্যদের সম্মতি/অসম্মতির যোগাযোগ কেবল রিমোট ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে করা হবে। কাট-অফ তারিখে সদস্য না থাকা যেকোনো ব্যক্তিকে এই নোটিশটি কেবল তথ্যের উদ্দেশ্যে বিবেচনা করা উচিত।

নোটিশটি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.acknitindia.com, বিএসই লিমিটেডের ওয়েবসাইট www.bseindia.com এবং এনএসডিএলের ওয়েবসাইট www.evoting,nsdl.com-এও পাওয়া যাবে।

রিমোট ই-ভোটিং ৩১ মে, ২০২৫ শনিবার সকাল ৯টা (আইএসটি) থেকে শুরু হবে এবং ২৯ জুন, ২০২৫ রবিবার বিকেল ৫টা (আইএসটি) শেষ হবে। এরপর এনএসডিএল কর্তৃক ই-ভোটিং মডিউলটি নিষ্ক্রিয় করা হবে। শুধুমাত্র সেইসব শেয়ারহোল্ডারদের ভোট দেওয়ার অধিকার থাকবে যাদের নাম কাট-অফ তারিখে ডিপোজিটরি দ্বারা রক্ষিত সদস্যদের নিবন্ধন/সুবিধাভোগী মালিকদের নিবন্ধনে নিবন্ধিত থাকবে। উক্ত ই-ভোটিং মডিউলের বাইরে প্রাপ্ত কোনও ভোট অনুমোদিত হবে না এবং তা অবৈধ বলে বিবেচিত হবে।

ইলেকট্রনিক ভোটিং সম্পর্কিত কোনও প্রশ্ন / অভিযোগের ক্ষেত্রে, শেয়ারহোল্ডাররা www.evoting.nsdl.com এর 'ডাউনলোড' বিভাগে উপলব্ধ শেয়ারহোল্ডারদের জন্য প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী (এফএকিউএস) এবং ই-ভোটিং ব্যবহারকারী ম্যানুয়ালটি দেখতে পারেন অথবা ০২২-৪৮৮৬ ৭০০০ নম্বরে কল করতে পারেন অথবা evoting@nsdl.com ঠিকানায় অনুরোধ পাঠাতে পারেন অথবা কোম্পানির কোম্পানি সচিব শ্রীমতী পৌলমী মুখার্জির সাথে টেলিফোন নম্বর (০৩৩) ২৩৬৭- ৫৫৫৫ নম্বরে যোগাযোগ করতে পারেন অথবা cs@acknitindia.com ঠিকানায় ইমেল পাঠাতে পারেন।

ই-ভোটিংয়ের ফলাফল ই-ভোটিংয়ের সমাপ্তির ২ কার্যদিবসের মধ্যে বিএসই লিমিটেড এবং ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেডকে অবহিত করা হবে, যেখানে কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ার তালিকাভুক্ত রয়েছে। ফলাফলটি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.acknitindia.com, বিএসই লিমিটেড www.bseindia.com ঠিকানায় এবং এনএসডিএল www.evoting.nsdl.com ঠিকানায় আপলোড করা হবে।

বোর্ডের আদেশক্রমে
অ্যাকনিট ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের পক্ষে
স্বা/-
পৌলমী মুখার্জি
কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ২৯.০৫.২০২৫

ব্যাঙ্ক অফ বরোদা Bank of Baroda
ঠাকুরপুকুর শাখা
নিমন্ত্রণ ভিলা, ১৪৮/৩, ডায়মন্ড হারবার রোড কলকাতা - ৭০০০৬৩
ইমেল আইডি : thakol@bankofbaroda.co.in

দাবি নোটিশ

ব্যাঙ্ক অফ বরোদা জামিনদত্ত ঋণদাতা কর্তৃক ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণের প্রতি দাবি বিজ্ঞপ্তি :

ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণের নাম এবং ঠিকানা	নোটিশের তারিখ / এনপিএ তারিখ	চুক্তি নিরাপত্তা সহ জামিনদত্ত সম্পদের বিস্তারিত	সুবিধার প্রকৃতি/ সীমা/ সুদের হার/বকেয়া পরিমাণ
১) শ্রী গোবিন্দ প্রসাদ সিং (ঋণগ্রহীতা) ২) শ্রীমতী সুভদ্রা সিং (যুগ্ম ঋণগ্রহীতা) উভয়ের ঠিকানা : এলপি ৩৮/১৬/৭/৩, বিবেকানন্দ পার্ক, বিবেকানন্দ মূর্তির সামনে, নতুনহাট, মহেশতলা পুরসভা, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০১৪১ মেসার্স গোখুল কমিউনিকেশন (ঋণগ্রহীতা) স্বত্বাধিকারী : শ্রী গোবিন্দ প্রসাদ সিং, আরও ঠিকানা : ৪২৫বি, মহাত্মা গান্ধি রোড, আপনজন ক্লাবের নিকট, থানা : হরিদেবপুর, কলকাতা, জেলা: দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, ৭০০০৮২।	নোটিশের তারিখ ২৭.০৫.২০২৫ এনপিএ তারিখ : ২১.০২.২০২৫	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত সংশ্লিষ্ট সকল অংশ একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ভবন, বিল্ড আপ এরিয়া ১৯৪৬ বর্গফুট কার্পেট এরিয়া ১৯৪৫ বর্গফুট,অবস্থিত সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ ২ কাঠা ৯ ছটাক কমবেশি এবং তদস্থিত একতলা ভবন, অবস্থিত মৌজা : রামনগর, পরগনা : বালিয়া, জেএল নং ২৬, তৌজি নং ৬৫, আরএস ৭৪, দাগ নং ৩৮২, (জমির এরিয়া ২ কাঠা ৩ ছটাক), আরএস খতিয়ান নং ১২, এলআর খতিয়ান নং কৃষি ৪৪৭/১, কৃষি ৪৯১/২, এবং কৃষি ৩০৩, এবং দাগ নং ৩৯৪ (জমির এরিয়া ৬ কাঠা), আরএস খতিয়ান নং ১২, এলআর খতিয়ান নং ১৮৫, এলআর খতিয়ান নং কৃষি ২২৮, বর্তমানে এলআর খতিয়ান নং ২০৬০, মহেশতলা পুরসভা অধীন, হোল্ডিং নং এইচ-২-৬৪/নতুন, বিবেকানন্দ পার্ক রোড, ওয়ার্ড নং ২৩, থানা : মহেশতলা, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭০০১৪১, **স্বত্বাধিকারী শ্রীমতি সুভদ্রা সিং। সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে :** ১৪ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ, **দক্ষিণে :** জমি আরএস দাগ নং ৩৯৪, **পূর্বে :** ১৬ চওড়া সাধারণ চলার পথ, **পশ্চিমে :** জমি আরএস দাগ নং ৩৮১ এবং ৩৯৪।	হোম লোন এ/সি নং ৩৬৬৭০৬০০০০১২৬১ সীমা : ১৭.৮৮ লাখ টাকা সুদের হার : ৮.৫৫ শতাংশ এবং এইচবিএল টপ আপ লোন এ/সি নং ৩৬৬৭০৬০০০০১২৬২ সীমা : ২৫.০০ লাখ টাকা সুদের হার : ১০.০৫ শতাংশ মোট সীমা : ৪২.৮৮ লাখ টাকা বকেয়া পরিমাণ ৪২,৪৭,৯৮৬.০০ টাকা (বিয়াল্লিশ লাখ সাতচল্লিশ হাজার নশো ছিয়াশি টাকা) অধার্য সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ
		১) কাঁচামাল, আধা তৈরি পণ্য, তৈরি পণ্য, দ্রব্যাদি এবং স্পেয়ার্স, সমুদয় বুক ডেটস বিক্রয় লেনদেন থেকে এবং সমুদয় চালু সম্পদসমূহ। ২) সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত সংশ্লিষ্ট সকল অংশ একটি দোকান ঘর সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কমবেশি **১১৭ বর্গফুট** একতলায় মোজাইক মেঝে সমন্বিত দক্ষিণ পূর্ব দিকে, (সামনের অংশে অর্থাৎ সড়ক মুখী সম্পূর্ণভাবে তৈরি অবস্থায় **জি-৩** তলা ভবনে এবং অবিভক্ত সম্পত্তির অধিকার, স্বত্ব, এবং স্বার্থ জমির পরিমাণ **২ কাঠা ৮ ছটাক** কমবেশি অবস্থিত মৌজা : হরিদেবপুর, জেএল নং ২৫, আরএস নং ৩৫, কালেক্টরেট তৌজি নং ৪০, খতিয়ান নং ৭২৯, দাগ নং ৩৭৭, থানা : বেহালা, পরে ঠাকুরপুকুর এবং বর্তমানে হরিদেবপুর, অবস্থিত কলকাতা পৌর সংস্থ অধীন (এস এস ইউনিট) ওয়ার্ড নং ১২২, পুরসভা প্রেমিসেস নং ৪২৫বি মহাত্মা গান্ধি রোড, অ্যাসেসি নং ৪১-১২২-০৭-২৩৭০-০ সাব রেজিস্ট্রি অফিস/এডিএসআর অফিস বেহালা, কলকাতা : ৭০০০৮২, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, **স্বত্বাধিকারী শ্রী গোবিন্দ প্রসাদ সিং। সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে :** অন্যান্যর দোকান ঘর, **দক্ষিণে :** অন্যান্যর দোকানঘর, **পূর্বে :** ৪০ ফুট চওড়া মহাত্মা গান্ধি রোড, **পশ্চিমে :** অন্যান্যর ফ্ল্যাট।	ক্যাশ ক্রেডিট লোন (এ/সি নং) ৩৬৬৭০৫০০০০০০২৫ সীমা : ৩০.০০ লাখ টাকা সুদের হার : ১২ শতাংশ বকেয়া পরিমাণ ২৯,৯৯,২৯৪.৩৭ টাকা (উনত্রিশ লাখ নিরানব্বই হাজার দুশো চুরানব্বই টাকা এবং সাঁয়ত্রিশ পয়সা) অধার্য সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ

আমাদের ব্যাঙ্কের শাখা থেকে উল্লিখিত ঋণসুবিধা পাওয়া সত্ত্বেও সুদ সহ আপনার ঋণখেলাপী করেছেন। ব্যাঙ্ক উক্ত আইনের অধীনে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ পরিশোধের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছে। রেজিস্টার্ড ডাকে ঋণগ্রহীতার ঠিকানায় প্রেরণ সত্ত্বেও তা অবণ্টিত অবস্থায় ফিরে এসেছে। এই নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সুদ সহ বকেয়া পরিমাণ আদায়দানের জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে, ব্যর্থ হলে ব্যাঙ্ক ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অন্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন অধীনে আদায়ের জন্য ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হবে। এই নোটিশ কোনও বাধ্যবাধকতা ব্যতীতই বকেয়া উশুলের জন্য আইনি ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যাঙ্ক ব্রতী হবে।

তারিখ : ৩০.০৫.২০২৫
স্থান : ঠাকুরপুকুর

অনুমোদিত অফিসার
ব্যাঙ্ক অফ বরোদা

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া Bank of India BOI Relationship beyond banking
বর্ধমান জোনাল অফিস
৪৪৬/এন, আর্মস্ট্রং এভিনিউ, বিধান নগর, সেক্টর -২এ, দুর্গাপুর, জেলা - বর্ধমান, পিন - ৭১৩২১২, ফোন নং - ৭৪৭৯০০৭৩৫৬

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ (অস্থাবর সম্পত্তির জন্য)

পরিশিষ্ট IV-A [দ্রষ্টব্য রুল ৬(২)]
অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন, ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৬(২) সংস্থান অধীনে অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ)এর প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট নিম্নোক্ত বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ অস্থাবর সম্পত্তি ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, পুরুলিয়া শাখা জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক কার্যকরী/প্রতীকী দখলীকৃত "যেখানে যে অবস্থায় আছে", "যেখানে যা আছে" এবং "যেখানে যেমন আছে" ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **০৯.০৭.২০২৫ তারিখ** ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, পুরুলিয়া শাখা কর্তৃক নিম্নে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতার কাছ থেকে বকেয়া আদায়ের জন্য।
সংরক্ষিত মূল্য এবং বায়না জমা নিম্নে উল্লিখিত।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণের নাম ও ঠিকানা, শাখার নাম সহ	সম্পত্তির বিস্তারিত	ক. নির্ধারিত ঋণ/বকেয়া পরিমাণ (টাকা) খ. দাবি নোটিশের তারিখ গ. দখলের তারিখ	১. সংরক্ষিত মূল্য ২. বায়না জমা (ইএমডি) ৩. ডাক বাড়ানোর পরিমাণ
১	**পুরুলিয়া শাখা অ্যাকাউন্ট নাম : মেসার্স রাজ উদ্যোগ, ঋণগ্রহীতার নাম : মেসার্স রাজ উদ্যোগ, স্বত্বাধিকারী : শ্রী রাজ ব্যানার্জি।**	মেসিনারিজ এবং বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম কাগজের কাপ তৈরির জন্য সংস্থাপিত। যে সকল মেশিন সংস্থাপিত হয়েছিল ক) কাগজের কাপ মেশিন (সংখ্যা -২), খ) কাগজের কাপ তৈরির মেশিন (সংখ্যা-২), গ) বৈদ্যুতিন এবং বৈদ্যুতিক প্যানেল বোর্ড কাগজের কাপ মেশিনের জন্য (ক্ষমতা -৫০ এমএল), ঘ) বৈদ্যুতিন এবং বৈদ্যুতিক প্যানেল বোর্ড কাগজের কাপ তৈরির মেশিনের জন্য (ক্ষমতা-৪০ এমএল), ঙ) স্টেবিলাইজার (ক্ষমতা-৪০০ ভো. বিদ্যুৎ ৩.১এ, স্বয়ংক্রিয়।)	**ক. ৫৫.৬৪ লাখ টাকা ইউসিআই এবং অন্যান্য চার্জ সহ** **খ. ২৮.০৬.২০২৪** **গ. ২৮.০৫.২০২৫**	**১. ১৮,১১,০০০.০০ টাকা** **২. ১,৮১,১০০.০০ টাকা** **৩. ১০,০০০.০০ টাকা**

নিয়ম ও শর্তাবলী :

(১) নিলাম বিক্রয়/ডাক কেবল "অনলাইন ইলেকট্রনিক বিডিং" প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ওয়েবসাইট **https://BAANKNET.com** -এর মাধ্যমে হবে।
(২) **সমস্ত সম্পত্তির ক্ষেত্রে নিলামের তারিখ ও সময় ০৯.০৭.২০২৫ সকাল ১০.০০টা থেকে বিকেল ০৫.০০টা পর্যন্ত,** যার অসীমিত সম্প্রসারণ হবে প্রতি ৫ মিনিটের, অর্থাৎ প্রথম পর্বে নিলাম প্রক্রিয়া চলবে ১৮০ মিনিট এবং যদি শেষ ৫ মিনিটে একটি বৈধ ডাক পাওয়া যায়, নিলাম আরও ৫ মিনিটের জন্য প্রসারিত হবে। এই প্রক্রিয়া চলতেই থাকবে যতক্ষণ শেষ ৫ মিনিটে কোনও বৈধ ডাক না থাকে। উপরোক্তমতো সংরক্ষিত মূল্যে নিলাম শুরু হবে। আগ্রহী পার্টিরা সম্পত্তিগুলি ০৮.০৭.২০২৫ **(বিকেল ৪টে পর্যন্ত)** দেখতে পারেন।
(৩) আগ্রহী ডাকদাতারা পোর্টাল https://BAANKNET.com -এ তাঁদের নাম রেজিস্ট্রি করতে পারেন ও ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড পেতে পারেন। সম্ভাব্য ডাকদাতারা উপরের ইঅকশন দেখুন কীভাবে অকশনের জন্য রেজিস্টার করবেন, অকশনের মোড এবং অন্যান্য প্রসেসের জন্য, এবং অন্যান্য প্রক্রিয়াগুলি উপরে উল্লিখিত লিংক অনুসারে হবে। সম্ভাব্য ডাকদাতারা যে কোনও জিজ্ঞাস্যর জন্য যোগাযোগ করতে পারেন ০৩৩-২২১০-৭৪৪৮ নম্বরে, অমিত কুমার সিং (+৯১৯০০৬০৮২০৪৫) অথবা অভিষেক পরাশর (+৯১ ৮২০৮১ ৯০৩৬৭) -এর সঙ্গে।
(৪) উপরোক্ত সম্পত্তি/পরিসম্পৎ "যেখানে যে-অবস্থায় আছে ভিত্তিতে", "যেখানে যাহাই আছে ভিত্তিতে" এবং "কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত ভিত্তিতে" বিক্রি হবে। আগ্রহী বিডারদের নিজের মত অকশনে দেওয়া সম্পত্তি জড়িত কোন দায়, সম্পত্তির মালিকানা এবং দাবি/অধিকার/বকেয়া যা ওই সম্পত্তিকে বিশেষভাবে প্রভাব ফেলে সে সব সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে নিজেদেরকে অনুসন্ধান করতে হবে এমনি বাস্তবিক দখল নেওয়ার সময়। অনুমোদিত আধিকারিক/সুরক্ষিত ক্রেডিটর কোনওভাবেই দায়ী হবেন না কোনও তৃতীয় পক্ষের দাবি/অধিকার/বকেয়া ক্ষেত্রে।
(৫) উপরোক্ত তফসিলে বর্ণিত হয়েছে প্রাপ্ত সেরা তথ্য এবং এই পাবলিক নোটিসে কোনও ভ্রান্তি, ভুল বিবরণ বা কিছু বাদ গেলে অনুমোদিত অফিসার/ব্যাঙ্ক অনুমোদিত অফিসার এবং/বা ব্যাঙ্ক জবাবদিহির যোগ্য হবেন না।
(৬) উপরোক্ত সম্পত্তিগুলি উপরে বর্ণিত সংরক্ষিত মূল্যের নীচে বিক্রি হবে না। আগ্রহী ডাকদাতাদের উপরে বর্ণিত বায়নার টাকা (ইএমডি) **মেসার্স পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি.** দ্বারা **BAANKNET** পোর্টালের উপর প্রোভাইড ওয়ালেটে জমা দিতে হবে। ওয়ালেটে ইএমডি জমা করার প্রক্রিয়ার বিশদ বিবরণ উপরে উল্লেখিত লিঙ্কে পাওয়া যাবে।
(৭) আগ্রহী ডাকদাতাদের উক্ত পোর্টালে রেজিস্টার করতে হবে অকশনের আগেই এবং বিবরণ দাখিল করতে হবে ০৯.০৭.২০২৫ তারিখে বা তার পূর্বে।
(৮) সর্বোচ্চ/সফল দরদাতাকে বিক্রয় মূল্যের ২৫ শতাংশ জমা দিতে হবে যার মধ্যে ইতিমধ্যেই পরিশোধ করা ইএমডি বিক্রয়ের ক্ষেত্রে অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক দর মূল্য গ্রহণের পরের দিনের মধ্যে জমা দিতে হবে, এতে ব্যর্থ হলে ইএমডি বাজেয়াপ্ত করা হবে। সর্বোচ্চ দরদাতাকে এখানে উল্লিখিত সম্পত্তির সফল দরদাতা/ক্রেতা হিসাবে ঘোষণা করা হবে যদি তিনি সর্বদা বিড করার জন্য বৈধভাবে যোগ্য হন।
(৯) দর/ক্রয়ের অর্থের অবশিষ্ট ৭৫ শতাংশ বিক্রয়ের **১৫তম দিনে** বা তার আগে প্রদেয় হবে অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক বিক্রয় নিশ্চিতকরণের (ব্যাংকিং চলাকালীন সময়ে) অথবা শুধুমাত্র বিবেচনার ভিত্তিতে লিখিতভাবে সম্মত হওয়া বর্ধিত সময়ের জন্য। সফল দরদাতা কর্তৃক অর্থপ্রদানে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে দরদাতার ইতিমধ্যে জমাকৃত অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং অনুমোদিত কর্মকর্তা/ব্যাঙ্ক নিলাম বাতিল করতে এবং নতুন নিলাম পরিচালনা করতে পারেন।
(১০) সম্পূর্ণ বিক্রয় বিবেচনা প্রাপ্তির পর, অনুমোদিত অফিসার দরদাতার নামে বিক্রয় শংসাপত্র জারি করবেন এবং তারপরে বিক্রয় সম্পূর্ণ বলে বিবেচিত হবে এবং ব্যাঙ্ক কোনও দাবি গ্রহণ করবে না।
(১১) অনুমোদিত অফিসার সর্বোচ্চ ডাক বা যে কোনও বা সমস্ত ডাক গ্রাহ্য করতে বাধ্য নন এবং কোনও কারণ না দেখিয়ে যেকোনও বা সমস্ত ডাক গ্রাহ্য বা অগ্রাহ্য করতে পারেন এবং নিজের নিরঙ্কুশ সিদ্ধান্তে বিক্রির যেকোনও শর্তে তারতম্য সংশোধন বা সরিয়ে দিতে পারেন।
(১২) সফল ডাকদাতা/ক্রেতা কনভেয়েন্স ডিড, কর, সার্ভিস ট্যাক্স/টিডিএস সহ (৫০ লক্ষ টাকা বা তদূর্ধ্ব মূল্যে সম্পত্তির জন্য ১৯৪ আইএ ধারা অনুযায়ী) যদি থাকে প্রদেয় চার্জ/ফি বহন করতে হবে।
(১৩) এই প্রকাশনাটি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট), বিধি ২০০২ -এর বিধি ৬(২) এর অধীনে উপরোক্ত ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণ/বন্ধকদাতাগণের জন্য তিরিশ (৩০) দিনের নোটিশ।

তারিখ: ২৯.০৫.২০২৫
স্থান: দুর্গাপুর

অনুমোদিত অফিসার
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

পাকিস্তানে ঢুকে তিনবার মেরেছি, অপারেশন সিঁদুর বন্ধ হয়নি

আলিপুরদুয়ার থেকে বার্তা মোদীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, আলিপুরদুয়ার: আলিপুরদুয়ারের জনসভা থেকে 'অপারেশন সিঁদুর' নিয়ে জয়গান গাইলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সঙ্গে রাজ্যবাসী তথা তামাম দেশবাসীকে জানালেন; 'অপারেশন সিঁদুর' এখনও শেষ হয়নি। মোদীর মুখে এই বক্তব্য শুনে উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়ে উপস্থিত সাধারণ মানুষ। প্রধানমন্ত্রী বলেন, সিঁদুর খেলা হয় যেখানে, সেই মাটিতে এসেছি। সন্ত্রাসবাদ নিয়ে ভারতের পরাক্রমের চর্চা হওয়া প্রয়োজন। জঙ্গি হামলার পর বাংলার মানুষেরও ক্ষোভ ছিল। আপনাদের ক্ষোভকে আমি গুরুত্ব দিয়েছি। আমাদের সেনা ওদের সিঁদুরের শক্তি বুঝিয়ে দিয়েছে। আমরা জঙ্গি

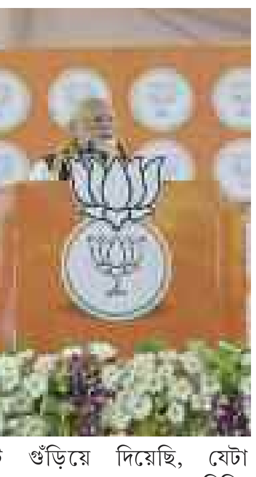

ঘাঁটি গুঁড়িয়ে দিয়েছি, যেটা পাকিস্তান কল্পনাও করতে পারিনি। পহেলগাঁও-এর ঘটনা প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, পহেলগাঁওয়ের ঘটনায় আপনাদের যে রাগ হয়েছিল, সেই রাগই আমাদের শক্তি জুগিয়েছে। জঙ্গিরা আমাদের বোনেদের-মায়েদের সিঁদুর মোছার চেষ্টা করেছিল। আমরা দেখিয়েছি সিঁদুর মুছতে এলে কী হয়। আমরা জঙ্গিদের ঠিকানা গুঁড়িয়ে দিয়েছি। যা পাকিস্তানের কল্পনার বাইরে ছিল। গোটা বিশ্বকে দেওয়ার মতো পাকিস্তানের কাছে কিছু নেই। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর থেকে পাকিস্তান ভারতের ওপর একাধিকবার জঙ্গি হামলা করেছে। কিন্তু পহেলগাঁও হামলার পর সমগ্র বিশ্বকে ভারত বুঝিয়ে দিয়েছে ভারত কীভাবে জবাব দিতে পারে।

মোদীর সভায় যাওয়ার পথে আক্রান্ত বিজেপি কর্মীরা, অভিযুক্ত তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিবেদন, শীতলকুচি: দিনহাটার পর শীতলকুচি! প্রধানমন্ত্রীর সভায় যোগ দিতে যাওয়ার পথে আক্রান্ত হলেন বিজেপি কর্মীরা। গোটা ঘটনায় অভিযোগের তির তৃণমূল কংগ্রেসের দিকে। জানা গেছে, বৃহস্পতিবার আলিপুরদুয়ারে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সভায় যোগ দিতে যাচ্ছিলেন শীতলকুচি থেকে বিজেপি কর্মী-সমর্থকেরা। তাঁদের গাড়ি শীতলকুচি ব্লকের ভাঐরথানা গ্রাম পঞ্চায়েতের কদমতলা এলাকায় পৌঁছতেই তাঁদের ওপর চড়াও হন তৃণমূলের সমর্থকেরা। এরই সঙ্গে আরও বেশকিছু বিজেপি কর্মী টোটোতে চেপে শিবপুর চৌপথির দিকে আসছিলেন। সেখানেও তাঁদের রাস্তা আটকায় তৃণমূলের সমর্থকরা। প্রথমে বাকবিতন্ডা পরে রাস্তায় ফেলে তাদের বেধড়ক মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। তৃণমূলের মারে বেশ কয়েকজন এই মুহূর্তে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। যদিও বিজেপির অভিযোগ একবারে নস্যাৎ করেছে তৃণমূল কংগ্রেসের স্থানীয় নেতৃত্ব।

প্রাক বর্ষার বৃষ্টি শুরু, নদীবাঁধ সংস্কারের কাজ ধীর গতিতে হওয়ায় আতঙ্কিত খানাকুলবাসী

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: প্রাক বর্ষা বৃষ্টি শুরু হতেই সিঁদুরের মেঘ দেখছেন খানাকুলের নদীবাঁধ এলাকার মানুষ। বাঁধ সংস্কার না হলে বন্যায় সবকিছু ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। তাই আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটচ্ছেন গ্রামবাসীরা। বেশির ভাগ বাঁধ এখনও সংস্কার হয়নি। খানাকুলের চিংড়া, নতিবপুর, ধান্যনগরী, ঠাকুরানি চক, দৌলতপুর, জগৎপুর, ঘোড়াদহ সহ অন্যান্য জায়গায় নদীবাঁধ ভেঙে যাওয়ায় গ্রামের পর গ্রাম প্লাবিত হয় ২০২৪ সালে। এই সব ভাঙা বাঁধ এখনও মজবুত করা হয়নি বলে অভিযোগ। কিছু নদীবাঁধের কাজ শুরু হলেও বর্ষার আগে মেরামত হবে নাকি সন্দেহ প্রকাশ করেছে স্থানীয় মানুষ। কারণ ইতিমধ্যেই প্রাক বর্ষার বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। বৃষ্টির জল যদি বাড়ে তাহলে ওই সব এলাকার

ভাঙা বাঁধ দিয়ে জল ১৪ থেকে ১৫টি গ্রামকে যেমন প্লাবিত করবে তেমনি জলের তলায় চলে যাবে বহু একর জমি। এই জমি বালি চাপা পড়ে নষ্ট হয়ে যাবে। তাই অবিলম্বে মজবুত করে বাঁধ নির্মাণ প্রয়োজন। নদীবাঁধ সংস্কারের কাজ কেন ধীর গতিতে হচ্ছে সেই নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। নতিবপুর ও চিংড়া গ্রামের মানুষের দাবি, প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল বাঁধ সংস্কার করার কাজ হবে। কিন্তু হয়নি। ভোট শেষ হয়ে বর্ষা এসে গেলেও প্রতিশ্রুতি পূরণ হয়নি। কিন্তু নদীর জলের বন্যা প্রতিরোধে কোনও কাজ হচ্ছে না বলে অভিযোগ স্থানীয় মানুষের। তাদের আরও দাবি, বছরে পর বছর ধরে নদীবাঁধ দায়সারা ভাবে সংস্কার হয়। যার ফলে নদীর জল স্বাভাবিক অবস্থাতেই নদীবাঁধ উপচে জমির ফসল নষ্ট করে দেয়। ভোট এলেই

শাসক দলের নেতারা ভোট চাইতে নেমে পড়েন। কিন্তু সাধারণ মানুষের কথা কেউ ভাবে না। প্রায় আট নয় মাস অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পরেও বালির বস্তা পড়েনি নতিবপুর এলাকার নদী হানায়।

অভিযোগ, ২০২৪ সালের বন্যা হওয়ার পর আরামবাগ মহকুমা জুড়ে দামোদর, মুণ্ডেশ্বরী, রুপনারায়ণ ও দ্বারকেশ্বর নদী ও অরোরা খাল-সহ বিভিন্ন জায়গায় নদীবাঁধ বাধার কাজ শুরু হয়। এই বিষয়ে হুগলি জেলা পরিষদের সদস্য কালীপদ অধিকারী বলেন, খানাকুলের বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রশাসন কিছু ভাবছে না। নদীবাঁধ সংস্কারের কাজ ধীর গতিতে হচ্ছে। নতিবপুরের হানা বাঁধা হয়নি। এই বৃষ্টির সময় যদি নদীতে জল বাড়ে তাহলে ওই সব হানা দিয়ে জল গ্রামকে প্লাবিত করবে। অপরদিকে আরামবাগের সেচ দপ্তরের আধিকারিক দীনবন্ধু ঘোষ বলেন, ৪০-৪৫ টি জায়গায় কাজ চলছে। এটি বর্ষার জল নয়। সুতরাং বাঁধের কাজ চলবে। আমরা তাড়াতাড়ি বাঁধ বাধার চেষ্টা করছি।

মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকের কৃতী ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের উদ্যোগে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকের কৃতী ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হল বৃহস্পতিবার। মেধা সম্মাননা দেওয়া হয় পূর্ব বর্ধমান রাজ্যের মধ্যে যে সমস্ত ছাত্রছাত্রী ভালো ফল করেছে মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় তাদের মধ্যে ৪৩ জনকে। তাদের মধ্যে পূর্ব বর্ধমান জেলার বর্ধমান শহরে প্রথম স্থান অধিকার করেছে রূপায়ণ পাল। বর্ধমান শহরের মধ্যে ভালো ফল লাভ করেছে অনেকেই। তার মধ্যে উচ্চ মাধ্যমিকে প্রথম স্থানাধিকারীকে ১০ হাজার টাকা উৎসাহ ভাতা দেওয়া হবে এবং বাকি ছাত্রছাত্রীদের ৫০০০ টাকা করে উৎসাহ ভাতা দেওয়া হবে পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে। ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনার পাশাপাশি এভারেস্ট জয়ী বর্ধমান শহরের সৌমেন সরকারকে বিশেষ সম্মাননা জ্ঞাপন করা হয় এই মঞ্চ থেকে। এদিনের এই সংবর্ধনা জ্ঞাপন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি শ্যামাপ্রসন্ন লোহার, সহ-সভাপতি গার্গী লাহা, কর্মাধ্যক্ষ শান্তনু কোনার সহ অন্যান্যরা।

দ্রুত নিয়োগের দাবিতে প্রাথমিক টেট উত্তীর্ণদের শিক্ষা সংসদ অভিযান

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: দ্রুত নিয়োগের দাবিতে ২০২২-এর প্রাথমিক টেট উত্তীর্ণদের প্রাথমিক শিক্ষা সংসদ অভিযান। মূলত ২০২২ প্রাথমিক টেট উত্তীর্ণ চাকরি প্রার্থীরা ৫০ হাজার শূন্যপদে নিয়োগের দাবিতে এদিন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যানের কাছে নিজেদের দাবি পত্র তুলে ধরেন। এদিন মিছিল করে ২০২২ প্রাথমিক টেট পাশ ডিএলএড ঐক্যমঞ্চের তরফে টেট উত্তীর্ণ চাকরি প্রার্থীরা চেয়ারম্যানের দপ্তরের সামনে পৌঁছন এবং সেখানে অবস্থান বিক্ষোভ কমিটিতে সামিল হন। পরবর্তীতে তাঁদের একটি প্রতিনিধি দল চেয়ারম্যানের কাছে তাঁদের লিখিত দাবিপত্র তুলে ধরেন। আন্দোলনকারীদের দাবি, ২০২২ সালে টেট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পরে দীর্ঘদিন অতিবাহিত হয়ে গেলেও তাঁদের নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়নি। সেই কারণেই বৃহস্পতিবার তাঁরা জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদ অভিযান কর্মসূচিতে সামিল হয়েছেন। চাকরি প্রার্থীদের দাবি, দ্রুত শূন্য পদে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি জারি করে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। অন্যদিকে, এদিনের বিক্ষোভ কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে কোনওরকম অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদ চত্বরে মোতায়ন ছিল পর্যাপ্ত পুলিশ।

এ বিষয়ে আন্দোলন কর্মসূচিতে সামিল এক টেট উত্তীর্ণ চাকরি প্রার্থী জানান, ২০২২ সালে আমরা টেট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছি। কিন্তু আমরা এখনও নিয়োগপত্র হাতে পেলাম না। এমনকী আমাদের ইন্টারভিউ পর্যন্ত নেওয়া হয়নি এবং তথ্য যাচাই প্রক্রিয়াও শুরু করা হয়নি। এদিকে বিভিন্ন মামলার অজুহাত দেখিয়ে আমাদের থামিয়ে রাখা হচ্ছে। তাই আমরা চেয়ারম্যানের কাছে আমাদের দাবিপত্র তুলে দিয়েছি।

---

5 STAR SUPER COLOUR | **Manaksia Steels Limited** STEELS AN ISO 9001 : 2015 COMPANY | 5 STAR SUPERLUME

কর্পোরেট আইডেন্টিটি নাম্বার L27101WB2001PLC138341
রেজিস্টার্ড অফিস: টার্নার মরিসন বিল্ডিং, ৬ লায়নস রেঞ্জ, দ্বিতীয় তল, কলকাতা-৭০০০০১
ই-মেল- info.steels@manaksiasteels.com, ওয়েবসাইট: www.manaksiasteels.com
দূরভাষ: +৯১-৩৩-২২৩১ ০০৫৫ / +৯১-৩৩-২২৩১ ০০৫৬

৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বর্ষের কনসোলিডেটেড নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

(₹ লক্ষ-তে)

বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১ মার্চ, ২০২৫	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১ মার্চ, ২০২৪	বর্ষ সমাপ্ত ৩১ মার্চ, ২০২৫	বর্ষ সমাপ্ত ৩১ মার্চ, ২০২৪
কার্যাদি থেকে আয়	২০,৪১৪.৪৬	১৬,০৪৮.০৫	১৬,২৯০.৫৪	৬৩,৪২৫.৭০	৬৮,১০৬.৭২
মোট রাজস্ব	২০,৪৯৯.৫৯	১৬,০৫২.৫৬	১৬,৭০৯.৪৮	৬৪,৬৭৯.২৬	৬৯,৬৬৯.৯০
সুদ, কর, অবচয় এবং ঘাত-শোষণ পূর্ব লাভ/(ক্ষতি) (ইবিআইটিডিএ)	৯৮০.৫৮	৫৮৬.০৩	১,২১৯.০৫	২,৭৩১.২০	৫,৩০৬.২০
নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ব (পিবিটি) (কর, ব্যতিক্রমী দফা এবং/বা অতিরিক্ত দফা পূর্ব)	৪৮৮.০৩	২১৯.২৮	৭০০.৪৭	১,২৭৩.০৫	৩,৭৮৮.৫৬
ব্যতিক্রমী দফা	(০.৩১)	(৮.৮৬)	(১৪২.৪৫)	(৭৩.০৬)	(৫.৮৯)
নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ব (পিএটি) (কর পূর্ব, ব্যতিক্রমী দফা এবং/বা অতিরিক্ত দফা পরবর্তী)	৪৮৭.৭২	২১০.৪২	৫৫৮.০২	১,১৯৯.৯৯	৩,৭৮২.৬৭
কর ব্যয়	১৬.৯৯	(২১.৪৩)	১০৭.৩০	২২৫.০১	৯৪৪.৩১
নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী (পিএটি) (কর, ব্যতিক্রমী দফা এবং/বা অতিরিক্ত দফা পরবর্তী)	৪৭০.৭৩	২৩১.৮৫	৪৫০.৭২	৯৭৪.৯৮	২,৮৩৮.৩৬
মোট ব্যাপক আয় [সময়কালের (কর পরবর্তী লাভ/(ক্ষতি) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয়ের অন্তর্গত]	(৪৬০.৪৪)	(৫৭৪.৪৮)	(১,০৪৬.৪৫)	(১,১০৭.৯৮)	১,০০৪.২৪
অন্যান্য ইক্যুইটি (পুনর্মূল্যায়ণ সংরক্ষণ ব্যতীত) সংশ্লিষ্ট আর্থিক বছরের শেষে নিরীক্ষিত ব্যালান্স সীটে দেখানো হয়েছে	-	-	-	২৮,২৮০.৯৯	২৯,৩৮৮.৯৭
ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৬৫৫.৩৪	৬৫৫.৩৪	৬৫৫.৩৪	৬৫৫.৩৪	৬৫৫.৩৪
শেয়ার প্রতি আয় (১/- টাকা প্রতিটি) (বার্ষিকীকৃত নয়) :					
(ক) মৌলিক (₹)	০.৭২	০.৩৫	০.৬৯	১.৪৯	৪.৩৩
(খ) মিশ্রিত (₹)	০.৭২	০.৩৫	০.৬৯	১.৪৯	৪.৩৩

স্ট্যান্ডঅ্যালোন আর্থিক ফলাফলের মুখ্য সংখ্যা : (₹ লক্ষ-তে)

বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১ মার্চ, ২০২৫	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১ মার্চ, ২০২৪	বর্ষ সমাপ্ত ৩১ মার্চ, ২০২৫	বর্ষ সমাপ্ত ৩১ মার্চ, ২০২৪
কার্যাদি থেকে আয়	১৯,০১৩.১৯	১৪,২২৯.৫১	১৫,২৯৭.৩৬	৫৮,৪১৮.০৯	৬৩,১৯৬.০১
মোট রাজস্ব	১৯,০৯৮.৬৭	১৪,২৩৩.৫৮	১৫,৭১৬.২৯	৫৯,৭৮১.৮৩	৬৪,৭৫৯.১১
সুদ, কর, অবচয় এবং ঘাত-শোষণ পূর্ব লাভ/(ক্ষতি) (ইবিআইটিডিএ)	৮৫৫.২২	৫২৭.৫৭	১,১০৮.০৬	২,৫৬৮.৬৮	৪,৮০৭.০৪
কর পূর্ববর্তী নিট লাভ/(ক্ষতি) (পিবিটি) (ব্যতিক্রমী দফা পরবর্তী)	৪১১.৪২	১৭৮.০৯	৬৫৭.৩৭	১,২৬৩.২৯	৩,৮৮৮.৩২
কর পরবর্তী নিট লাভ/(ক্ষতি) (পিএটি)	৪৩২.৯৫	২৬৬.৭৭	৫২৪.৯২	১,১৭০.২৬	৩,০২২.১৮

দ্রষ্টব্য:

(ক) ৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বর্ষের কোম্পানির আর্থিক ফলাফল অডিট কমিটি কর্তৃক পর্যালোচনা ও সুপারিশ করা হয়েছে এবং কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেক্টরর্স কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে ২৮ মে, ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত তাঁদের স্ব-স্ব সভায়। কোম্পানির বিধিবদ্ধ নিরীক্ষকগণ এই সকল ফলাফলের নিরীক্ষা করেছেন এবং এই ফলাফল সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস ২০১৫ ধারা ৩৩ অনুযায়ী প্রকাশিত।

(খ) মানাকসিয়া স্টিলস লিমিটেড, এর সম্পূর্ণ মালিকানাধীন সহযোগী প্রতিষ্ঠান, ফেডারেটেড স্টিল মিলস লিমিটেড, ফার ইস্ট স্টিল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড এবং সুমো অ্যাগ্রোকেম লিমিটেডের সমন্বয়ে কনসোলিডেটেড আর্থিক ফলাফল।

(গ) যেহেতু কোম্পানির ব্যবসায়িক কার্যকলাপ একটি একক প্রাথমিক ব্যবসায়িক বিভাগের মধ্যে পড়ে, যেমন, 'ধাতু', সেজন্য ইন্ড এএস ১০৮, 'অপারেটিং সেগমেন্টস' এর প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা প্রযোজ্য নয়।

(ঘ) যেখানে প্রয়োজন সেখানে তুলনামূলক পরিসংখ্যান পুনর্বিন্যাস/পুনরায় একত্রিত করা হয়েছে।

(ঙ) নাইজেরিয়ান মুদ্রার উল্লেখযোগ্য অবমূল্যায়নের ফলে অব্যাহত অস্থিরতার কারণে, গ্রুপটি নাইজেরিয়া ভিত্তিক তার সহায়ক সংস্থাগুলিতে বৈদেশিক মুদ্রার ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। এই ক্ষতিগুলি গ্রুপের কনসোলিডেটেড আর্থিক ফলাফলে একটি ব্যতিক্রমী দফা হিসাবে রিপোর্ট করা হয়েছে।

(চ) ৩১ মার্চ, ২০২৫ এবং ৩১ মার্চ, ২০২৪ তারিখে শেষ হওয়া ত্রৈমাসিকের পরিসংখ্যান হল পূর্ণ আর্থিক বছর এবং বছরের ক্ষেত্রে নিরীক্ষিত পরিসংখ্যানের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার পরিসংখ্যান যা সংশ্লিষ্ট আর্থিক বছরের তৃতীয় ত্রৈমাসিক পর্যন্ত অডিট করা হয়নি যা সীমিত পর্যালোচনা সাপেক্ষ ছিল।

(ছ) উপরোক্তটি সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ ধারা ৩৩ অনুযায়ী স্টক এক্সচেঞ্জে ফাইল করা ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফর্ম্যাটের সারাংশ। ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটসমূহ www.nseindia.com এবং www.bseindia.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.manaksiasteels.com -তেও পাওয়া যাবে। নিচে দেওয়া কিউআর কোডটি স্ক্যান করে এটি এক্সেস করা যাবে।

পরিচালন পর্ষদে পক্ষে
মানাকসিয়া স্টিলস লিমিটেড
স্বা/-
বরুণ আগরওয়াল
(ম্যানেজিং ডিরেক্টর)
DIN: 00441271

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ২৮ মে, ২০২৫

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-9331059060, 9831919791

মানাকসিয়া লিমিটেড

কর্পোরেট আইডেন্টিটি নাম্বার: L74950WB1984PLC038336
রেজিস্টার্ড অফিস : টার্নার মরিসন বিল্ডিং, ৬, লায়ন্স রেঞ্জ, ম্যাজেনাইন ফ্লোর, উত্তর পশ্চিম কোণে, কলকাতা-৭০০০০১
ই-মেল: investor.relations@manaksia.com; ওয়েবসাইট: www.manaksia.com
দূরভাষ : +৯১-৩৩-২২৩১ ০০৫৫

৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বর্ষের কনসোলিডেটেড নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

(₹ লক্ষ-তে)

বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১ মার্চ, ২০২৫	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১ মার্চ, ২০২৪	বর্ষ সমাপ্ত ৩১ মার্চ, ২০২৫	বর্ষ সমাপ্ত ৩১ মার্চ, ২০২৪
	নিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত
কার্যাদি থেকে আয়	২৬,৮৫৫.৬৩	১৮,৭৮৯.৬৯	১১,৪৬২.৮৬	৭৩,১০৪.৮৩	৭০,১৫৩.৮৯
মোট রাজস্ব	২৭,৬৭২.৩৯	১৯,৬৫০.৪৭	১২,৯৩৯.২৮	৭৮,৫৩৬.৮৯	৭৬,৪৬৪.৪৯
সুদ, কর, অবচয় এবং ঘাত-শোষণ পূর্ব লাভ/(ক্ষতি) (ইবিআইটিডিএ)	২,২৭৭.২৭	২,৫২৭.২৬	৩,৪১৯.২০	১০,৮৪৭.৯৪	১৫,৮৯৩.০২
নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ব (পিবিটি) (কর, ব্যতিক্রমী দফা এবং/বা অতিরিক্ত দফা পূর্ব)	২,০০৮.০৫	১,৯০৪.৫৮	২,৯৯৭.০৩	৯,১২৯.৪৯	১৩,৭২৪.৩২
ব্যতিক্রমী দফা	২৫৯.২২	৫৫.৪০	১,৭২২.২১	৬৫০.৮৪	৩,৩১৪.২৯
নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ব (পিএটি) (কর পূর্ব, ব্যতিক্রমী দফা এবং/বা অতিরিক্ত দফা পরবর্তী)	১,৭৪৮.৮৩	১,৮৪৯.১৮	১,২৭৪.৮২	৮,৪৭৮.৬৫	১০,৪১০.০৩
কর ব্যয়	৬০০.৯৯	৫৪৪.৫৪	(২৩৭.৪৬)	২,৬৬৬.২৭	২,৫৪০.০২
নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী (পিএটি) (ব্যতিক্রমী দফা এবং/বা অতিরিক্ত দফা পরবর্তী)	১,১৪৭.৮৪	১,৩০৪.৬৪	১,৫১২.২৮	৫,৮১২.৩৮	৭,৮৭০.০১
মোট ব্যাপক আয় [সময়কালের (কর পরবর্তী লাভ/(ক্ষতি) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয়ের অন্তর্গত]	১,২২৪.৬১	৩,৫৩৬.১৪	(১৫,৭৪৫.৮০)	২,৪০২.১৭	(৫৫,১৩২.৩৪)
ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	১,৩১০.৬৮	১,৩১০.৬৮	১,৩১০.৬৮	১,৩১০.৬৮	১,৩১০.৬৮
অন্যান্য ইক্যুইটি (পুনর্মূল্যায়ণ সংরক্ষণ ব্যতীত) সংশ্লিষ্ট আর্থিক বছরের শেষে নিরীক্ষিত ব্যালান্স সীটে দেখানো হয়েছে	-	-	-	৫৫,৯১০.০৫	৫৩,৭২৩.৯৯
শেয়ার প্রতি আয় (২/- টাকা প্রতিটি) (বার্ষিকীকৃত নয়) :					
(ক) মৌলিক (₹)	১.৭৬	১.৯৫	২.১৬	৮.৫৪	১১.৫৩
(খ) মিশ্রিত (₹)	১.৭৬	১.৯৫	২.১৬	৮.৫৪	১১.৫৩

স্ট্যান্ডঅ্যালোন আর্থিক ফলাফলের মুখ্য সংখ্যা : (₹ লক্ষ-তে)

বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১ মার্চ, ২০২৫	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১ মার্চ, ২০২৪	বর্ষ সমাপ্ত ৩১ মার্চ, ২০২৫	বর্ষ সমাপ্ত ৩১ মার্চ, ২০২৪
	নিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত
কার্যাদি থেকে আয়	৮,০০৫.০০	৩,০৮৭.৪২	১,৫৫৪.৯৫	১৬,৫৮২.৬৯	১৬,০৮১.২০
মোট রাজস্ব	৮,২১৭.১৭	৩,২৬৭.৪৫	১,৯২৩.৭১	১৭,৫৪৬.০৬	১৭,২৯৮.৯৭
সুদ, কর, অবচয় এবং ঘাত-শোষণ পূর্ব লাভ/(ক্ষতি) (ইবিআইটিডিএ)	৩৮৯.১৩	৮৭.৬৬	৩০৫.৩৪	৮২৪.২১	১,৬৮৭.৬৫
কর পূর্ববর্তী নিট লাভ/(ক্ষতি) (পিবিটি)	৩৫১.২০	১৫.৭৬	২৯২.৪২	৬৯২.৮১	১,৬০৯.৭৬
কর পরবর্তী নিট লাভ/(ক্ষতি) (পিএটি)	৩২২.১১	১২.১৫	৭৯৩.১৪	৬০৪.৬৭	১,৮৩৩.৮৫

দ্রষ্টব্য-

(ক) ৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বর্ষের কোম্পানির আর্থিক ফলাফল অডিট কমিটি কর্তৃক পর্যালোচনা ও সুপারিশ করা হয়েছে এবং কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেক্টরর্স কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে ২৮ মে, ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত তাঁদের স্ব-স্ব সভায়। কোম্পানির বিধিবদ্ধ নিরীক্ষকগণ এই সকল ফলাফলের নিরীক্ষা করেছেন এবং এই ফলাফল সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস ২০১৫ ধারা ৩৩ অনুযায়ী প্রকাশিত।

(খ) মানাকসিয়া লিমিটেড, এর সাবসিডিয়ারি এবং স্টেপ-ডাউন সাবসিডিয়ারি, মানাকসিয়া ফেরো ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড, মানাকসিয়া ওভারসিজ লিমিটেড, এমআইএলএল লিমিটেড, মার্ক স্টিল লিমিটেড, ডায়নাটেক ইন্ডাস্ট্রিজ ঘানা লিমিটেড এবং জেব্বা পেপার মিলস লিমিটেড নিয়ে কনসোলিডেটেড আর্থিক ফলাফল রয়েছে।

(গ) নাইজেরিয়ান মুদ্রার উল্লেখযোগ্য অবমূল্যায়নের ফলে অব্যাহত অস্থিরতার কারণে, গ্রুপটি নাইজেরিয়া ভিত্তিক তার সহায়ক সংস্থাগুলিতে বৈদেশিক মুদ্রার ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। এই ক্ষতিগুলি গ্রুপের কনসোলিডেটেড আর্থিক ফলাফলে একটি ব্যতিক্রমী আইটেম হিসাবে রিপোর্ট করা হয়েছে।

(ঘ) শেষ ত্রৈমাসিক সময়ের সংখ্যাগুলি হল ব্যালেন্সিং সংখ্যা ৩১ মার্চ, ২০২৪ / ৩১ মার্চ, ২০২৩ শেষ হওয়া আর্থিক বছরের নিরীক্ষিত সংখ্যা এবং অনিরীক্ষিত এতদ্অবধি প্রকাশিত বছরের আপ-টু ডেট সংখ্যা ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ / ৩১ ডিসেম্বর, ২০২২ প্রেক্ষিতে যা ত্রৈমাসিক সময়কালে শেষের তারিখ যা সীমিত পর্যালোচনার সাপেক্ষে।

(ঙ) কোম্পানির পরিচালন পর্ষদ, ২৬শে মার্চ, ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত তাদের সভায়, কোম্পানিজ এ্যাক্ট (ডিমার্জার স্কিমদ) ২০১৩ এর সেকশন ২৩০ থেকে ২৩২ এর অধীনে একটি ব্যবস্থা পরিকল্পনা অনুমোদন করেছে, কোম্পানির দেশীয় সত্তাগুলির মাধ্যমে সম্পূর্ণ মালিকানাধীন সহায়ক প্রতিষ্ঠান মানাকসিয়া ফেরো ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডে পরিচালিত ধাতব পণ্য ব্যবসার (ডিমার্জার স্কিম হিসাবে সংজ্ঞায়িত) বিচ্ছেদের জন্য।
প্রস্তাবিত প্রকল্পটি বিএসই লিমিটেড, ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (সেবি) এর কাছে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আরও অনুমোদন সাপেক্ষে ন্যাশনাল কোম্পানি ল' ট্রাইব্যুনাল (এনসিএলটি) এবং অন্যান্য নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ কে তাদের অনুমোদনের জন্য দাখিল করা হয়েছে ।
প্রয়োজনীয় অনুমোদন প্রাপ্তির অপেক্ষায়, প্রস্তাবিত বিচ্ছেদের কোনও প্রভাব নিশ্চিত করা হয়নি এবং সেই অনুযায়ী ৩১ মার্চ ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত বছরের আর্থিক বিবৃতিতে তা উল্লেখ করা হয়নি।

(চ) যেখানে প্রয়োজন সেখানে তুলনামূলক পরিসংখ্যান পুনর্বিন্যাস/পুনরায় একত্রিত করা হয়েছে।

(ছ) উপরোক্তটি সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ ধারা ৩৩ অনুযায়ী স্টক এক্সচেঞ্জে ফাইল করা ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফর্ম্যাটের সারাংশ। ত্রৈমাসিক এবং বর্ষের আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট পাওয়া যাবে স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট - www.nseindia.com এবং www.bseindia.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট - www.manaksia.com -তে। নিচে দেওয়া কিউআর কোডটি স্ক্যান করে এটি এক্সেস করা যাবে।

ডিরেক্টর বোর্ডের পক্ষে
মানাকসিয়া লিমিটেড
স্বা/-
সুরেশ কুমার আগরওয়াল
(ম্যানেজিং ডিরেক্টর)
DIN: 00520769

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ২৮ মে, ২০২৫

‘অনেক কিছু করতে পারতাম, আমরা সংযম দেখিয়েছি’

নয়াদিল্লি, ২৯ মে: পাক অধিকৃত কাশ্মীরের মানুষ ভারতীয় পরিবারের অঙ্গ। নিজে থেকেই তাঁরা এক দিন ভারতে ফিরে আসবেন। একটি অনুষ্ঠান থেকে বৃহস্পতিবার এমনই মন্তব্য করলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। সন্ত্রাসবাদ প্রসঙ্গে পাকিস্তানকেও আক্রমণ করেছেন তিনি। জানিয়েছেন, সন্ত্রাসবাদ এবং পাক অধিকৃত কাশ্মীর নিয়েই একমাত্র কথা হতে পারে ইসলামাবাদের সঙ্গে।

বৃহস্পতিবার সিআইআই বাণিজ্য সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন রাজনাথ। সেখানেই তাঁর ভাষণে উঠে আসে পাকিস্তান এবং পাক অধিকৃত কাশ্মীরের প্রসঙ্গ। রাজনাথ বলেন, ‘আমি পাক অধিকৃত কাশ্মীরের মানুষদের আপন বলেই মনে করি। ওঁরা আমাদের পরিবারের অঙ্গ। আমার বিশ্বাস, আমাদের যে ভাইয়েরা ভৌগোলিক এবং রাজনৈতিক ভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছেন, একদিন তাঁরা নিজেদের মনের তাগিদেই ভারতের মূলস্রোতে ফিরে আসবেন।’

সন্ত্রাসবাদ নিয়ে পাকিস্তানকে কড়া বার্তা দিয়েছেন রাজনাথ। জানিয়েছেন, সন্ত্রাসবাদের জন্য চড়া মূল্য দিতে হবে পাকিস্তানকে। ‘অপারেশন সিঁদুর’-এর পর সেটা ইসলামাবাদ উপলব্ধি করেছে। ভারতের শক্তিশালী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার পরিচয়ও এই অভিযানের মাধ্যমে পাকিস্তান-সহ গোটা বিশ্ব পেয়ে গিয়েছে, দাবি রাজনাথের।

অপারেশন সিঁদুরের চালাকালীন আমরা আরও অনেক কিছুই করতে পারতাম। কিন্তু সংযম দেখিয়েছি। দিল্লিতে একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে এমনই বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। তিনি বলেন, ‘অপারেশন সিদুঁরের সময় আমাদের দেশের তৈরি বিভিন্ন প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম গোটা বিশ্বকে হতবাক করে দিয়েছে। এটা প্রমাণিত যেকোনও শত্রুর বর্ম ভেদ করার ক্ষমতা আমাদের আছে। আমরা আরও অনেক কিছুই করতে পারতাম, কিন্তু আমরা সংযম দেখিয়েছি।’

ভারত-পাক সংঘর্ষের সময় আমেরিকার সঙ্গে আলোচনা হয়নি শুল্ক নীতির

ফের অবস্থান স্পষ্ট করল বিদেশ মন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ২৯ মে: ভারত-পাকিস্তান সংঘর্ষের সময়ে আমেরিকার সঙ্গে শুল্ক নিয়ে কোনও আলোচনা হয়নি নয়াদিল্লির। বৃহস্পতিবার তা আবারও স্পষ্ট করল ভারত সরকার। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের শুল্কনীতি ইতিমধ্যে ধাক্কা খেয়েছে সে দেশের আদালতে। আমেরিকার আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিষয়ক একটি আদালত জানিয়েছে, প্রেসিডেন্ট হিসাবে ট্রাম্প নিজের আইনি বাধ্যবাধকতার বাইরে বেরিয়ে কাজ করেছেন। তাঁর শুল্কনীতি রদ হয়ে গিয়েছে আদালতে।

ট্রাম্প প্রশাসনের বাণিজ্যসচিবের ওই মন্তব্যের পর ভারতীয় বিদেশ মন্ত্রক থেকে ফের স্পষ্ট বার্তা দেওয়া হয়। বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল জানিয়েছেন, সংঘর্ষের ওই সময়ে আমেরিকার সঙ্গে আলোচনায় শুল্কের বিষয়টি কখনও উঠে আসেনি। বস্তুত, পাকিস্তান এবং পাক অধিকৃত কাশ্মীরে জঙ্গিঘাঁটিগুলিকে লক্ষ্য করে গত ৭ মে ‘অপারেশন সিঁদুর’ শুরু করে ভারতীয় সেনা। তার পরে ভারত-পাকিস্তান সংঘর্ষবিরতি হয় গত ১০ মে। বৃহস্পতিবার জয়সওয়াল জানিয়েছেন, ‘৭ মে অপারেশন সিঁদুর শুরু হওয়ার পর থেকে ১০ মে সংঘর্ষ বন্ধ হওয়ার সময় পর্যন্ত, সামরিক উত্তেজনা নিয়ে ভারত এবং আমেরিকার মধ্যে আলোচনা হয়েছে। তবে আলোচনার সময় শুল্কের বিষয়টি কখনও উঠে আসেনি।’

বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র আরও জানিয়েছেন, পাকিস্তানের সঙ্গে আলোচনার বিষয়ে ভারতের অবস্থান আগে থেকেই স্পষ্ট। যে কোনও ধরনের আলোচনা দ্বিপাক্ষিক স্তরেই হবে। তবে

সন্ত্রাসবাদ এবং আলোচনা একসঙ্গে সম্ভব নয়, তা-ও স্পষ্ট করে দিয়েছেন জয়সওয়াল। তিনি জানিয়েছেন, অনেক বছর আগেই জঙ্গিদের নামের তালিকা পাকিস্তানকে দিয়ে রেখেছে ভারত। ওই জঙ্গিদের ভারতের হাতে তুলে দিতে হবে পাকিস্তানকে।

অপারেশন সিঁদুরের কনিষ্ঠতম ‘যোদ্ধা’কে সম্মানিত করল সেনা

চণ্ডীগড়, ২৯ মে: ভারতীয় সেনা সম্মানিত করল পঞ্জাবের খুদে দেশপ্রেমিক শ্রবণ কুমারকে। ১০ বছরের শ্রবণ ফিরোজপুর জেলার মামদোত নামের সীমান্তবর্তী গ্রামের বাসিন্দা। তাকেই ‘কনিষ্ঠতম অসামরিক যোদ্ধা’র সংবর্ধনা দেওয়া হল।

গত ২২ এপ্রিল পহেলগাঁও হামলার পর পাক অধিকৃত কাশ্মীর ও পাকিস্তানের জঙ্গিঘাঁটিগুলিতে হামলা চালায় ভারতীয় সেনা। অপারেশন সিঁদুরের এই অভিযানের পরেই ভারত-পাক সংঘর্ষ শুরু হয়। সেই সময় পাক সীমান্তবর্তী রাজ্য জম্মু-কাশ্মীর, রাজস্থান, গুজরাতের পাশাপাশি পঞ্জাবেও ড্রোন এবং ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালাচ্ছিল

পাকিস্তান। পালটা জবাব দিচ্ছিল ভারতীয় সেনাও। সেই সময়ে সীমান্তে মোতায়েন ভারতীয় যোদ্ধাদের বারবার খাবার, পানীয় জল, লস্যি, বরফ পৌঁছে দেয় দশ বছরের শ্রাবণ কুমার। নিঃস্বার্থে এই কাজ করার জন্যই তাকে ‘ইয়ংগেস্ট সিভিল ওয়ারিয়র’ সম্মান দিল ভারতীয় সেনা।

৭ নং পদাতিক ডিভিশনের জিওসি মেজর জেনারেল রঞ্জিত সিং মানরালকে বিশেষ সংবর্ধনা দেন। স্বভাবই আনন্দে আপ্লুত শ্রবণের পরিবার। তার বাবা সোনা সিং বলেন, ‘দু’দেশের সামরিক সংঘর্ষের সময় সীমান্তের কাছের আমাদের জমি থেকেই জওয়ানেরা পাকিস্তানকে লাগাতার জবাব দিচ্ছিলেন। সেনাদের খুব কাছ থেকে দেখে উৎসাহিত হয় শ্রবণ। জওয়ানদের যাতে কোনও রকম কষ্ট না হয়, তাই শ্রবণ নিজেই পানীয় জল, খাবার, লস্যি, বরফ পৌঁছে দিয়েছিল। আমরাও ওকে আটকাইনি।’ খুদে শ্রবণ জানিয়ে দিয়েছে, বড় হয়ে সেনাই হবে সে, দেশের হয়ে লড়াই করবে।

ব্রহ্মস মিসাইলে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল পাক বায়ুসেনা ঘাঁটি, স্বীকারোক্তি শাহবাজ শরিফের

ইসলামাবাদ, ২৯ মে: ভারতের প্রত্যাঘাতে কার্যত বিপর্যস্ত অবস্থা হয়েছিল পাকিস্তানে। ভারতের ছোড়া ব্রহ্মস মিসাইলে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল পাক বায়ুসেনা ঘাঁটি। ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছিল রাওয়ালপিন্ডি বিমানবন্দর। সম্প্রতি, আজারবাইজানের একটি অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ভারত হামলার নানা প্রত্যাঘাতের কথা স্বীকার করে নিলেন খোদ পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ। আজারবাইজানে এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখার সময় তিনি পরিষ্কার জানিয়েছেন, পাক বায়ুসেনা ঘাঁটিতে হামলা চালিয়েছিল ভারত। শাহবাজ শরিফ তার বক্তব্যে বলেন, ভারতের আগ্রাসনের জবাব দেওয়ার জন্য আমরাও প্রস্তুত ছিলাম, আমাদের সশস্ত্র সেনা ভোর সাড়ে চারটেয় ফজর প্রার্থনার শেষে হামলার প্রস্তুতির পরিকল্পনা করে। কিন্তু তার আগেই ভারত ব্রহ্মস নিয়ে হামলা চালায়। পাকিস্তানের বহু প্রদেশেই আক্রমণ করে। যার মধ্যে ছিল রাওয়ালপিন্ডি বিমান বন্দরও। ভারতের আক্রমণের পরেও পাকিস্তানের পক্ষ থেকে ভারত লক্ষ্য করে মিসাইল ছোড়া হয়, যদিও আছড়ে পড়ার আগে ভারত সেই মিসাইল ধ্বংস করে দেয়। এদিকে এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের সূত্রানুযায়ী, ভারতের প্রত্যাঘাতে সিঁটিয়ে গিয়েছিল পাকিস্তান। অপারেশন সিঁদুরের পরই সংঘর্ষবিরতির জন্য দিল্লিকে ফোন করে ইসলামাবাদ। কিন্তু পাকিস্তানের এই প্রস্তাব যথেষ্ট সন্দেহজনক ছিল। কারণ, ততক্ষণে পাক সেনা নিয়ন্ত্রণ রেখা বরাবর গোলাবর্ষণ শুরু করে দিয়েছিল। যদিও এরপর সংঘর্ষবিরতিতে সম্মত হয় দুই দেশ। সংঘর্ষবিরতির কথা ঘোষণা করেন ভারতের বিদেশ সচিব বিক্রম মিসরি। সেই সময়ই হটলাইনে কথা হয়েছিল দুই দেশের ডিজিএমওর। আপাতত সংঘর্ষবিরতি চলছে। যদিও সংঘর্ষবিরতি শুরুর পরও তা লঙ্ঘন করে পাকিস্তান। সেই সময় ডিজিএমও লেফটেন্যান্ট জেনারেল রাজীব ঘাই হুঁশিয়ারি দিয়ে জানান, একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হলে সেনা কমান্ডারদের তা প্রতিহত করতে পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, ২২ এপ্রিল কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ের বৈতরণ ভ্যালিতে ২৬ জন পর্যটককে নৃশংসভাবে হত্যা করে লস্করের সঙ্গী সংগঠন টিআরএফের চার জঙ্গি। তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যায় কাশ্মীরের স্থানীয় এক জঙ্গি। এই হামলার জবাবে ৭ মে ভোর-রাতে অপারেশন চালায় ভারত। পালটা হামলা চালায় পাকিস্তান। সেই হামলা প্রতিহত করার পাশাপাশি প্রত্যাঘাত করে ভারত। তাতেই তছনছ হয়ে গিয়েছে পাকিস্তানের একাধিক বায়ু সেনাঘাঁটি।

চিনা পড়ুয়াদের ভিসা বাতিলকে অনুচিত ও অন্যায় বলে দাবি করল জিনপিংয়ের প্রশাসন

ওয়াশিংটন, ২৯ মে: শুল্ক যুদ্ধের পর ফের আমেরিকার সঙ্গে চিনা পড়ুয়াদের ভিসা নিয়ে দ্বন্দ্ব চিনের। আমেরিকার চিনা পড়ুয়াদের ভিসা বাতিলের ঘোষণার পরেই নিজেদের বক্তব্য জানাল চিন। আমেরিকার এই সিদ্ধান্তকে অনুচিত ও অন্যায় বলে দাবি করেছে শি জিনপিংয়ের প্রশাসন। আনুষ্ঠানিক ভাবে আমেরিকার এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদও জানিয়েছে তারা। চিনের বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র মাও নিং বৃহস্পতিবার বলেন, ‘আমেরিকা অন্যায় ভাবে নিরাপত্তা সহ নানা অজুহাত দেখিয়ে চিনা পড়ুয়াদের ভিসা বাতিল করেছে। এতে পড়ুয়াদের ভবিষ্যতে প্রভাব পড়বে। দুই দেশের নাগরিকেরাই মানুষে-মানুষে স্বাভাবিক আদানপ্রদান থেকে বঞ্চিত হবে। এই সিদ্ধান্তের তীব্র বিরোধিতা করছে চিন।’ দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই অভিবাসন নীতি নিয়ে যথেষ্ট কড়া মনোভাব দেখিয়েছেন ট্রাম্প। শুল্ক নিয়ে দ্বন্দ্বে জড়িয়েছেন চিনের সঙ্গে, এরপরই চিনা পড়ুয়াদের ভিসা বাতিলে দ্বন্দ্ব আরও জোরালো হল।

ডোনাল্ড ট্রাম্প আমেরিকায় পুনরায় ক্ষমতায় আসার পর থেকেই সে দেশ থেকে অবৈধবাসীদের বিতারন শুরু করেন। সম্প্রতি আগাম কোনও কিছু না-জানিয়ে বহু বিদেশি পড়ুয়ার ভিসা বাতিলের ঘটনাও ঘটেছে। প্যালেস্টাইনপন্থী বিক্ষোভ থেকে শুরু করে বিভিন্ন কারণে বিদেশি পড়ুয়াদের ক্ষেত্রে এই কড়াকড়ি শুরু করেছে ট্রাম্পের প্রশাসন। তার মাঝে চিনা পড়ুয়াদের উপর আরও চাপ বাড়াতে মার্কিন বিদেশমন্ত্রী মার্কো রুবিয়ো বলেছিলেন, এ বার মার্কিন মুলুকে উচ্চশিক্ষার জন্য যাওয়া চিনা পড়ুয়াদের ভিসা বাতিল করার পরিকল্পনা করছে আমেরিকা। এক বিবৃতিতে রুবিয়ো বলেন, চিনা কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে কোনও ভাবে যুক্ত, কিংবা কোনও সংবেদনশীল বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করছেন, এমন পড়ুয়াদের ভিসা বাতিল হতে পারে। তিনি আরও জানিয়ে দেন, গণপ্রজাতন্ত্রী চিন এবং হংকং থেকে ভবিষ্যতে যাঁরাই ভিসার আবেদন করবেন, তাঁদের আবেদনকেও আতস কাচের তলায় রাখা হবে।

উল্লেখ্য, এই ঘোষণার মাত্র এক দিন আগেই আমেরিকায় ভিসা আবেদনকারীদের সমাজমাধ্যমের সমস্ত পোস্ট আবেদন গ্রহণের আগেই খুঁটিয়ে দেখার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল সে দেশের প্রশাসন। এ জন্য বিশ্বব্যাপী মার্কিন দূতাবাসগুলিকে পড়ুয়াদের ভিসার জন্য সাক্ষাৎকার সাময়িক ভাবে বন্ধ রাখার নির্দেশও দেওয়া হয়েছিল। তার মাত্র ২৪ ঘণ্টার মাথায় চিনা পড়ুয়াদের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন রুবিয়ো। তাঁর ব্যাখ্যা, জাতীয় নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখেই দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে বিদেশি পড়ুয়াদের অবাধ প্রবেশে রাশ টানতে চাইছে আমেরিকা। তাই এই সিদ্ধান্ত। প্রসঙ্গত, ২০২৪ শিক্ষাবর্ষে আমেরিকায় উচ্চশিক্ষার জন্য যাওয়া বিদেশি পড়ুয়াদের সংখ্যার নিরিখে ভারতীয়দের পরেই দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে চিন। ফলে আমেরিকার এই সিদ্ধান্তের জেরে বিপাকে পড়তে হবে তাঁদের।

TENDER
Sealed Tenders are invited by the Prodhan, **Patharghata-I Gram Panchayat** (Under Tehatta-1 Panchayat Samity), Maliapota, Nadia. **NIT NO. 6 of 2025-26 of 15TH FC UNTIED, 7 of 2025-26 of 5TH SFC UNTIED,** Last date of application **05.06.2025 upto 2p.m.** For details please contact to the office.
Sd/- Prodhan,
Patharghata-I Gram Panchayat.

TENDER
E- tenders are invited by The Prodhan, **Dighalkandi Gram Panchayat** (Under Karimpur -II Panchayat Samity), Dighalkandi, Nadia. **NIET NO. 03/CFC TIED/2025-26, 04/CFC UNTIED/2025-26,** Last date of submission **18.06.2025 up to 6p.m.** For details please contact to the office or visit **www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan,
Dighalkandi Gram Panchayat

TENDER
E- Tenders are invited by the Prodhan, **Karimpur-I Gram Panchayat** (Under Karimpur-I Panchayat Samity), Karimpur, Nadia. **NIET No. E-3/KGP-I/2025-26 (2nd Call).** Last date of submission **05.06.2025 up to 15:00p.m.** For details please contact to the office or visit **www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan,
Karimpur- I Gram Panchayat.

TENDER
E- Tender invited by The Prodhan, Palsunda-II Gram Panchayat (Under Tehatta-II Panchayat Samity), Bareya, Nadia. NIET- **02(2025-26) 28.05.2025, FUND- 15 CFC TIED AND UNTIED,** Last date of submission **07.06.2025 up to 12:00p.m.** For details please contact to the office or visit **www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan,
Palsunda-II Gram Panchayat.

Kalikapur-II Gram Panchayat
Vill.-Sahebpur, P.O.-Champahati, P.S.-Sonarpur, South 24 PGS, Pin-743330
Notice Inviting e-Tender
e-Tender is invited from the experienced bidders for execution of different development works vide **NIT No.:- 327/KP-II/E-TENDER/5th SFC TIED/ 2025, Date : 27.05.2025.** Date of Publish of Tender: **27.05.2025 from 06:30 PM.** Last Date of Submission: **04.06.2025 up to 12:00 Noon.** Date of Opening of Tender: **09.06.2025 at 12:30 PM.** For details visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.
Sd/-
Prodhan
Kalikapur-II Gram Panchayat

TENDER NOTICE
Sealed Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for execution of the work(s) mentioned the **NIT-1/ CGP/2025-26 & NIT-2/CGP/ 2025-26 Dated- 29/05/2025** which is which is uploaded in the website **http://wbtenders.gov.in**
FUND:-CFC (Tied & Untied)
Visit the said website to know about those tender.
Sd/- Pradhan
Charkalgram Gram Panchayat

OFFICE OF THE COUNCILLORS OF SANTIPUR MUNICIPALITY
E-TENDER NOTICE
Santipur Municipality invite 1 no online e-tender for **1) Tender ID: 2025_MAD_854859_1:-** Civil and Electrical Work for sinking of Two (02) nos deep Tube Well (300 x 200) of Depth 180 m at Municipal Trenching Ground, Ward No 10 and Northen corner of Ramnagar Math play Ground, Ward No 18, including 500 m. HDPE pipe laying and 2 years O & M in Santipur Municipality under 15thFC (Tied) Fund. Last date of BID submission on **14.06.2025 upto 10:00 a.m.** Others details will be available in **www.santipurmunicipality.in** and **http://www.wbtenders.gov.in.**
Sd/- Chairman
Santipur Municipality

Joynagar Mozilpur Municipal Office
P.O.-Jaynagar Mozilpur, Pin-743337, South 24Pgs., West Bengal
E-bids are invited by the Chairman, Jaynagar Majilpur Municipality for the following development work within Jaynagar Majilpur Municipality.

Sl. No.	Name of Work	NIT No.
1.	RENOVATION & IMPROVMENT OF BLACK TOP ROAD OF DR. G.M. SARONI AND S.S. SARONI (FROM RUBBER STAMP TO GHENCHAR MORE) IN WARD NO. I & II WITHIN JAYNAGAR MAJILPUR MUNICIPALITY.	WBMAD/ULB/ JOYNAGAR-MOZILPUR/ 30/2023-24 (2nd Call) SL1 to 3
2.	RENOVATION & IMPROVMENT OF BLACK TOP ROAD OF DUTTA PARA ROAD (FROM SANTONU CHAKRABORTY'S HOUSE TO BACK SIDE OF WB-SEDCL) IN WARD NO. I & II WITHIN JAYNAGAR MAJILPUR MUNICIPALITY.	
3.	RENOVATION & IMPROVMENT OF BLACK TOP ROAD OF MITRA PARA ROAD (From Bangasree Club to Bijan Chakraborty's house) IN WARD NO. X WITHIN JAYNAGAR MAJILPUR MUNICIPALITY.	

Tender ID: **2025_MAD_854565_1 to 3**
Bid submission starting date: **29/05/2025 at 09:00AM**
Bid submission closing date: **09/06/2025 at 05:30 PM**
Details may be seen in the website: **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- **Chairman**
Joynagar Mozilpur Municipality

TENDER
E-Tenders are invited by the Prodhan, **Patharghata-I Gram Panchayat** (Under Tehatta-1 Panchayat Samity), Maliapota, Nadia. **NIET NO. 2e/15th FC TIED of 2025-26, 3e/15th FC UNTIED of 2025-26, 4e/5th SFC TIED of 2025-26, 5e/5th SFC UNTIED of 2025-26,** Last date of submission **05.06.2025 upto 10:00a.m.** For details please contact to the office or visit **www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan,
Patharghata-I Gram Panchayat.

E-TENDER NOTICE
E-Tender Notice Invited By The Prodhan **Ruipukur Gram Panchayet,** Amghata Nadia.Nit No. **07/15th CFC/ RGP/2025. Memo No. 123/ RGP/2025** Date : **23/05/2025.** Last date of submission bid **04/06/ 2025 up to 01.00 P.M.** Technical bid opening date **06/06/2025 at 01.00 P.M.**
Sd/-Prodhan
Ruipukur Gram
Panchayat Amghata, Nadia.

TENDER NOTICE
E Tender is invited through online Bid System vide NIeT No:- **02/GGP/15Th. CFC (TIED)/ 2025-26 (SUPPLE.), With Vide Memo No. 196/ GGP/2025-26, Dated: - 29-05-2025,** The Last date for online submission of tender is **05/06/2025 upto 03.00 P.M.**
For details please visit website:- **htpp://wbtenders.gov.in**
Sd/-, Prodhan
Ghoshpara Gram Panchayat

OFFICE OF THE BOARD OF COUNCILORS OF RANAGHAT MUNICIPALITY RANAGHAT, NADIA
NOTICE INVITING E-TENDER
Corrigendum - 01
FOR DATE EXTENSION PARTICIPATION IN THE TENDER
Tender Ref No : WBMAD/ULB/RM/NIT-3e/2025-26/SL1 Memo. No. 316/RM - Date – 13.05.2025 Tender ID : 2025_MAD_845175_1. Name of work:- ELECTRIFICATION OF 4 STORIED COMMERCIAL BUILDING AT P. K. GHATAK ROAD IN WARD NO.04 UNDER RANAGHAT MUNICIPALITY. It is here by informed that the Document Download/Sale End Date, Bid Submission End Date is extended upto **09/06/2025** & Bid opening Date is extended upto **12.06.2025** for above mentioned Tender due to some technical reason.
Sd/-
Chairman
Ranaghat Municipality

E-TENDER NOTICE
LABPUR PANCHAYAT SAMITY
Labpur, Birbhum
NIeT No.- 03/EO/2025-26
E-Tenders are invited for 8 nos Civil & Electric works. Bid Submission start- **30th May, 2025,** Ends- **14th June, 2025** For more details please visit **www.wbtenders.gov.in** or office notice board.
Sd/-
Executive Officer
Labpur Panchayat Samity

KHARDAH MUNICIPALITY
Khardah, North 24 Parganas
NIT
Tender No.: KDHM/10/CON/25-26,
E-Tender ID: 2025_MAD 855435_1
Categories of Work: Supply and delivery of Rain coat. Last date of Submission of Tender **09.06.2025.** Details of notice can be seen at: **www.khardahmunicipality.in** & **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- **Chairman**
Khardah Municipality

পূর্ব রেলওয়ে
টেন্ডার নোটিস নং ঃ এসজি.টেন্ডার/ডিএসটিই/এসডিএএইচ/৫৪৮, তারিখ ২৭.০৫.২০২৫। সিনিয়র ডিভিশনাল সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ার, শিয়ালদহ, পূর্ব রেলওয়ে, কন্ট্রোল বিল্ডিং, ডিআরএম অফিস, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **ই-টেন্ডার নং ঃ এসডিএসটিই/টেলি/টি/০৩/২৫-২৬/ডিএফ-২। স্থান সহ কাজের নাম ঃ** মেট্রো রুক বি.আর. সিং হাসপাতালের ৩য় তলে সিস্টারদের ওয়ার্ক স্টেশন সমেত কেবিন ও করিডোরের উন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিতে টেলিকম-এর কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১৪,৩৭,০৬০.৯৯ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** শূন্য। **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ২৮,৮০০.০০ টাকা। **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ০৩ মাস। **টেন্ডার দাখিল শুরুর তারিখ ঃ** ০৯.০৬.২০২৫। **টেন্ডার দাখিলের শেষ তারিখ ঃ** ২৩.০৬.২০২৫ তারিখ দুপুর ২টো পর্যন্ত। **টেন্ডার দরপ্রস্তাব খোলার তারিখ ঃ** ২৩.০৬.২০২৫ তারিখ দুপুর ২টো ৩০ মিনিটে। **www.ireps.gov.in** -এ বিশদ পাওয়া যাবে। **যে প্রয়োজনীয় নথি দাখিল করতে হবে ঃ** টেন্ডার নথি অনুসারে। SDAH-69/2025-26
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

UTTARPARA-KOTRUNG MUNICIPALITY
e-Tender No. : UKM/PWD/009 (e)/2025-26, dt- 28.05.2025 1. Renovation of Sitala Tala Primary School, under Makhla ward No 20 at Uttarpara-Kotrung Municipality. **Bid Submission Closing Date – 16/06/2025. For Details: - wbtenders.gov.in**
Sd/-
Chairman,
Uttarpara-Kotrung Municipality

E-TENDER
Tender are invited by the undersigned against **NIT No. 01/2025 – 26 dt. 30.05.2025** for Supply, Installation, Testing & Commissioning including suitable foundation, earthing and cabling work upto 60 mtr, Green Board 15 KVA DG Set at Deganga Project under WBCADC, 24 Parganas North. Estimated value **₹6,21,150.00.** The details of information is available in website **www.wbtenders.gov.in**
Sd/-
Officer – in – charge
WBCADC, Deganga Project
Vill. & P.O. – Debalaya,
North 24 Parganas

Press Notice
E-Tenders are hereby invited from Bonafede experienced and reliable contractors for Construction of 5no's scheme under PMKSY WDC 2.0 scheme in Purulia District on and from 28/05/2025 to 17/06/2025. **Vide NIT- 08/PMKSY-WDC2-NRM/01/25-26.** Details of timing, eligibility criteria etc. pl. visit **www.wbtenders.gov.in**
Sd/-
Assistant Director of Agriculture
Baghmundi Block &
PIA, Kharkai & Subarnarekha
Watershed

TENDER NOTICE
E-tender and one offline tender notices are hereby invited on behalf of Prodhan. **Bahirgachi GP,** Post-Hat Bahirgachi, Dist-Nadia, vide **NIT No. 01E/ BGP/15th CFC/ Tied/ 2025-26, 02E/BGP/15th CFC/ Untied/2025-26, and 03E/ BGP/ 15th CFC/ Tied/2025-26, 04E/ BGP/15th CFC/Untied/2025-26 dated-30.05.2025.** Last date of bid submission **09-06-2025 and 12-06-2025.** Details information is available in **www.etender.wb.nic.in**
Sd/- Pradhan
Bahirgachi GP,

TENDER NOTICE
E-Tender and three offline tender notice are hereby invited on behalf of Prodhan, **Chanduria-I GP,** Vill. + P.O-Chanduria, Dt.- Nadia vide **NIT No-3(e)/CH-I/5th SFC/2025-26 and offlie 2/CH-I/5th SFC/2025-26 Dt.-27.05.2025 and 5(e) & 7(e)/CH-I/15th CFC/2025-26. And 4,6/CH-I/15th CFC/2025-26 Dt.-29.05.2025.** Details information are available in **www.eteder.wb.nic.in** and Chanduria-I GP office.
Secretary
Chanduria-I Gram Panchayat
Chanduria, Nadia

Bally Gram Panchayat
Ghoshpara, Nischinda, Bally, Howrah-711227
Notice Inviting e-Tender
e-Tenders are hereby invited from the bonafied and resourceful bidders for different development works under GP area vide **NIT No.- WB/HZP/BJ/BGP/NIT-3/SBMG/25-26 & Memo No. 237/SBMG/BGP/2025-26, Date: 27.05.2025, NIT No.- WB/HZP/BJ/BGP/NIT-4/SBMG/25-26 & Memo No. 240/SBMG/BGP/2025-26, Date: 28.05.2025.** Bid submission start date: **28.05.2025 at 10.00 AM (NIT-3), 28.05.2025 at 02.00 PM (NIT-4).** Last date of Bid submission : **11.06.2025 up to 05.00 PM.** Date of opening: **16.06.2025 at 12.30 PM.** For details please visit **www.wbtenders.gov.in** and Office Notice Board.
Sd/-
Prodhan
Bally Gram Panchayat

MAKARDAHA-II GRAM PANCHAYAT
JOTGIRI, LAKSHMANPUR, HOWRAH
e-Tender Inviting Notice
Electronic Tenders are hereby invited from the bonafied and resourceful bidders for different development works vide **Tender Reference no.:- (i) MAK-II/NIT/3/2025-26 (Sl 1 to 5), dated : 28.05.2025, Fund: 15TH FC.** Bid submission start date: **29.05.2025 at 09.00 AM.** Last date of Bid submission: **05.06.2025 up to 03.00 PM.** Date of opening : **09.06.2025 at 11.00 AM.** Details are available in **https://wbtenders.gov.in** & **https://etender.wb.nic.in**) and Office Notice Board.
Sd/-
Prodhan
Makardaha-II Gram Panchayat

TENDER
Sealed tenders are invited for 12 works under tender notice no **02/DGP/2025-26** Communicated under memo no. **181/(8)/DGP dated 26/05/2025.** Last date for online submission of tender is **03-06-2025 upto 18:00 hours.** For details please visit the notice board of gp office and also in the website: **http://wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan
Dharmpur Gram Panchayat

Serampore-Uttarpara Panchayat Samity
21, Rabindrabhaban Road, Serampore, Hooghly, 712201
Notice Inviting e-Quotation
e-Quotation has been invited by the undersigned for **03 (three) nos.** schemes under **BEUP** bearing **Tender ID: 2025_ZPHD_855043_1 to 3**, for purchasing AC Ambulances (2 nos.) & Blood Bank Refrigerator (1 no.) Online bid submission will end on **06.06.2025 at 5:00 PM.** For more details please visit **www.wbtenders.gov.in**
Sd/-,
Executive Officer
Serampore-Uttarpara Panchayat Samity

অঙ্কুর মার্কেটিং লিমিটেড
CIN: L52110WB1985PLC240038
রেজিস্টার্ড অফিস: ২১০, রুবি পার্ক, কসবা রথতলা, কলকাতা-৭০০০৭৮
ইমেল: ankurmarketing85@gmail.com
ওয়েবসাইট: https://www.ankurmarketing.com / টেলি: ৯০৫১১৫৩৩৮৫
ইন্ডিয়ান অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড (ইন্ড-এএস) মেনে প্রস্তুত করা ৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বর্ষের নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল
(লক্ষ টাকায়)

ক্র. নং	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৫ (নিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.১২.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৪ (নিরীক্ষিত)	বর্ষ সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৫ (নিরীক্ষিত)	বর্ষ সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৪ (নিরীক্ষিত)
১	মোট আয় কার্যাদি থেকে	১২৮.০০	১২৭.০৮	১২২.৫৭	৫০২.১৮	৪৮২.২৪
২	ব্যতিক্রমী দফা এবং বিশেষ দফা এবং কর পূর্ব লাভ/(ক্ষতি)	৭২.২৯	৬৭.৩৪	৭০.৭০	২৬৫.৩৬	২৬১.১৪
৩	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ব	৭২.২৯	৬৭.৩৪	৫৮.৩৯	২৬৫.৩৬	২৪৮.৮৩
৪	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য চলতি কাজকর্ম থেকে	৬১.৪৩	৫৫.২৯	৪৬.৫৯	২২৩.১২	২০৬.৪৬
৫	লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য	৬১.৪৩	৫৫.২৯	৪৬.৫৯	২২৩.১২	২০৬.৪৬
৬	মোট ব্যাপক আয় সময়কালের জন্য	৬১.৪৩	৫৫.২৯	৪৬.৫৯	২২৩.১২	২০৬.৪৬
৭	পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (ফেস ভ্যালু ₹ ১০/- প্রতি শেয়ার)	৩০০.০০	৩০০.০০	৩০০.০০	৩০০.০০	৩০০.০০
৮	মজুত (পুনর্মূল্যায়ন মজুত ব্যতীত) পূর্ব বর্ষের নিরীক্ষিত ব্যালান্স সীটে প্রদর্শিত মতো	-	-	-	-	৯৬৭.৬৭
৯	“শেয়ার প্রতি আয় (ইপিএস) (ত্রৈমাসিকের জন্য ইপিএস বার্ষিকীকৃত নয়)”					
	(ক) মৌলিক	২.০৫	১.৮৪	১.৫৫	৭.৪৪	৬.৮৮
	(খ) মিশ্রিত	২.০৫	১.৮৪	১.৫৫	৭.৪৪	৬.৮৮

আর্থিক ফলাফলের নোট :
১ নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল অডিট কমিটি কর্তৃক পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং তারপর পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক তাদের নিজ নিজ সভায় অনুমোদিত হয়েছে।
২ যেহেতু কোম্পানির ব্যবসায়িক কার্যক্রম একক খাতের মধ্যে পড়ে, তাই আলাদা খাতের তথ্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।
৩ কোম্পানি মেসার্স ওম দয়াল এডুকেশনাল অ্যান্ড রিসার্চ সোসাইটির পক্ষ থেকে ব্যাংকে কর্পোরেট গ্যারান্টি দিয়েছে ৩,৬৫৫ লক্ষ টাকা (৩১.০৩.২০২৫ তারিখে বকেয়া ২,৩৫৪.০৯ লক্ষ টাকা) এবং মেসার্স কৃষ্ণদয়াল এডুকেশন এন্ড রিসার্চ একাডেমি, ১,৮৬৮ লক্ষ টাকা (৩১.০৩.২০২৫ তারিখে বকেয়া ২৯৬.৩৩ লক্ষ টাকা)।
৪ এই আর্থিক ফলাফলের ফর্ম্যাটটি কোম্পানির ওয়েবসাইটে http://www.ankurmarketing.com পাওয়া যায়।
৫ পূর্ববর্তী সময়কাল/বছরের পরিসংখ্যানগুলিকে বর্তমান সময়কাল/বছরের সাথে তুলনা করার জন্য পুনশ্রেণীভুক্ত /পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে।
মার্চ ৩১, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের জন্য অঙ্কগুলি সম্পূর্ণ আর্থিক বছরের নিরীক্ষিত অঙ্ক এবং আর্থিক বছরের তৃতীয় ত্রৈমাসিকের পর্যন্ত সীমিত পর্যালোচনাকৃত বছরের তথ্যের মধ্যে সমন্বয় অঙ্ক।”

অঙ্কুর মার্কেটিং লিমিটেড -এর পক্ষে
স্বা/-
শ্যাম সুন্দর আগরওয়াল
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
[DIN: 01021359]

তারিখ: ২৯.০৫.২০২৫
স্থান : কলকাতা

হ্যাজলউড-সুযশের দাপটের পর সল্টের ঝড়

আরসিবি ৯ বছর পর আইপিএল ফাইনালে, পঞ্জাবের ভরসা দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ার

নিজস্ব প্রতিবেদন: আইপিএলের ফাইনালে পৌঁছে গেল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। মুল্লানপুরে প্রথম কোয়ালিফায়ারে চূর্ণ করল পঞ্জাব কিংসকে। টস জিতে ফিল্ডিং নিয়েছিল আরসিবি। প্রথমে জোরে বোলারদের ও পরে স্পিনার সুযশ শর্মার দাপটে ১৪.১ ওভারে ১০১ রানে গুটিয়ে যায় শ্রেয়স আইয়ারের দল। মার্কাস স্টইনিস করেন সর্বাধিক ২৬। আজমাতুল্লাহ ওমরজাই ও প্রভসিমরণ সিং- দুজনেই ব্যক্তিগত ১৮ রান করে সাজঘরে ফেরেন। বাকিরা কেউ দুই অঙ্কের রান পাননি। শ্রেয়স আইয়ার করেন ২। ইমপ্যাক্ট সাব হিসেবে আইপিএল অভিষেক হলেও খাতা খুলতে পারেননি মুশির খান। জশ হ্যাজলউড বৃহস্পতিবার খেলেন নুয়ান তুষারার জায়গায়। তিনি এবং সুযশ শর্মা পেলেন তিনটি করে উইকেট। নিজের প্রথম ওভারেই ২ রান দিয়ে ২ উইকেট তুলে নেন সুযশ। যশ দয়াল ২টি এবং ভুবনেশ্বর কুমার ও রোমারিও শেফার্ড একটি করে উইকেট পেলেন। জবাবে খেলতে নেমে ঝোড়ো গতিতে রান তুলতে থাকে আরসিবি। বিরাট কোহলি ১২ বলে ১২ রান করে কাইল জেমিসনের শিকার হন। তিনে নামা

পঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে তিনটি করে উইকেট সুযশ শর্মা ও জশ হ্যাজলউডের। ছবি- আরসিবি

ময়াঙ্ক আগরওয়াল ১৩ বলে ১৯ রান করে সরফরাজের বলে মুশিরের বলে আউট হন। আরসিবি ২ উইকেট হারিয়েই ১০ ওভারে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে যায় ওভারে। ২৩ বলে অর্ধশতরান পূর্ণ করা সল্ট ২৭ বলে ৫৬ রানে অপরাজিত থাকেন। মেরেছেন ৬টি চার ও তিনটি ছয়। ৮ বলে ১৫ রানে অপরাজিত থাকেন অধিনায়ক রজত পাটীদার।২০১৬ সালের পর এই প্রথম আইপিএলের ফাইনালে পৌঁছে গেল আরসিবি। পঞ্জাব কিংসের প্লে-অফে কম রানে গুটিয়ে হোঁচট খাওয়া অবশ্য প্রথম নয়। লিগশীর্ষে থেকে প্লে-অফে ওঠা পঞ্জাব নিজেদের মাঠেই পরাস্ত হলো। শ্রেয়স আইয়ারদের এবার খেলতে হবে ১ জুন আমেদাবাদে দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ারে। গুজরাত বনাম মুম্বই ম্যাচে জয়ীদের বিরুদ্ধে।

ডু অর ডাই!

গুজরাতের সামনে মুম্বই

নিজস্ব প্রতিবেদন: গুজরাত টাইটান্স ও মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের মধ্যে একটি দল আজ বিদায় নেবে আইপিএল থেকে। মুল্লানপুরে আজ এলিমিনেটর। এই দুই দলের পারস্পরিক শেষ পাঁচটি দ্বৈরথে টানা চারটিতে জিতেছে গুজরাত। ২০২৩ সালে শেষবার গুজরাতকে হারিয়েছিল মুম্বই।চলতি আইপিএলে হোম ম্যাচে ৩৬ রানে জেতার পর অ্যাওয়ে ম্যাচে শেষ বলে তিন উইকেটে জয় ছিনিয়ে নিয়েছিলেন গিলরা। মোট সাতটি দ্বৈরথে ৫টিতেই জয় গুজরাতের। পরিসংখ্যান ও ফর্মের নিরিখে পিছিয়ে থাকা মুম্বই ইন্ডিয়ান্স আজ গুজরাত টাইটান্সের বিরুদ্ধে তৃতীয় জয়টি ছিনিয়ে টুর্নামেন্টে টিকে থাকতে মরিয়া। জয়ী দলকে এরপর খেলতে হবে দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ার।

এলিমিনেটরের উত্তাপের আবহে ট্রেন্ট বোল্ট। ছবি- মুম্বই ইন্ডিয়ান্স

আইপিএল ফাইনাল ইডেন থেকে সরানো নিয়ে মোদীকে খোঁচা মমতার

নিজস্ব প্রতিবেদন: আইপিএলের ফাইনাল-সহ প্লে-অফের ম্যাচ সরানো নিয়ে এবার সরব খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার নবান্নে তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে নিশানা করে বলেন, 'একটা মোদী স্টেডিয়াম করে দিয়েছেন। সব খেলা সেখানেই নিয়ে যাচ্ছেন। ওখানে কাটমানি নেই, ফাইন মানি আছে। ফাইন মানে সুন্দর, ফাইন করার কথা বলছি না। কেন? কর্ণাটক, কেরল, বাংলা, ঝাড়খণ্ডে খেলা নেই। যত খেলি হব সব খেলা গুজরাতে! আসল অঙ্কটা কী? ভাববেন না খেলাধুলোর খোঁজ রাখি না। সব রাখি। বেশি মুখ খোলানোর চেষ্টা করবেন না। মুখ খুলে দেব।' উল্লেখ্য, আইপিএলের দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ার ও ফাইনাল ইডেন থেকে সরানো হয়েছে আমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামে। বিসিসিআই জানিয়েছিল আবহাওয়ার পূর্বাভাসের কথা মাথায় রেখেই এমন সিদ্ধান্ত। যদিও এই বিষয়টিতে রাজনীতির রং লাগে যখন রাজ্যের ক্রীড়া ও যুবকল্যাণমন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস ম্যাচ সরানোর বিষয়ে বিজেপির কলকাঠি নাড়ানোর ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। বিসিসিআই কবে থেকে আবহাওয়া বিশারদ হলো সেই প্রশ্নও তুলেছিলেন।

কলকাতার নগরপাল মনোজ কুমার ভার্মা দাবি করেছিলেন, ম্যাচ সরানোর পিছনে নিরাপত্তাজনিত কোনও বিষয়ও নেই। সিএবিও চেষ্টা চালিয়েছিল ম্যাচ ধরে রাখার। অত আগে যে আবহাওয়ার পূর্বাভাস মেলে না সেটাও সিএবি ও ক্রীড়ামন্ত্রী বারেবারেই জানিয়েছেন। তবে শেষরক্ষা হয়নি। দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ার ও ফাইনাল হবে যথাক্রমে ১ ও ৩ জুন। এই পরিস্থিতিতে গোটা বিতর্ক অন্য মাত্রা পেল ম্যাচ সরানো নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে উদ্দেশ করে সরাসরি তোপ দাগায়।

জন্মদিনেই সুখবর! হেড কোচ ব্রুজোঁর সঙ্গে চুক্তির মেয়াদ বাড়াল ইস্টবেঙ্গল

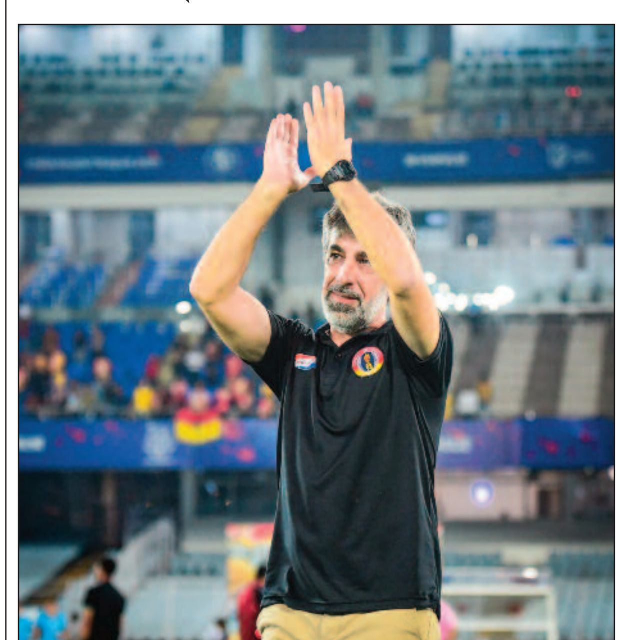

নিজস্ব প্রতিবেদন: আগামী মরশুমের জন্য শক্তিশালী দল গঠনের উদ্যোগ নিয়েছে ইস্টবেঙ্গল। প্রত্যাশামতোই বৃহস্পতিবার আনুষ্ঠানিকভাবে হেড কোচ অস্কার ব্রুজোঁর চুক্তি আরও বাড়ানোর কথা ঘোষণা করা হলো। এদিন ছিল ব্রুজোঁর জন্মদিনও। ২০২৫-২৬ অবধি হেড কোচ থাকছেন ব্রুজোঁ। বিগত মরশুমের মাঝপথে দায়িত্ব নেন ব্রুজোঁ। লাল হলুদ আইএসএলের প্লে-অফে যেতে পারেনি। তবে ২৮ পয়েন্ট ঝুলিতে পুরেছিল, যা টুর্নামেন্টের ইতিহাসে ইস্টবেঙ্গলের সর্বাধিক পয়েন্ট। তাঁর কোচিংয়ে এএফসি চ্যালেঞ্জ কাপে গ্রুপ এ-র শীর্ষে থেকে কোয়ার্টার ফাইনাল খেলেছিল ইস্টবেঙ্গল। ব্রুজোঁ চুক্তি নবীকরণে খুশি। তিনি বলেছেন, গত মরশুমে নিশ্চিতভাবেই চ্যালেঞ্জ ছিল। বিশেষ করে শুরুটা ভালো হয়নি। তবে আমরা সেই অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়েছি। দলের মধ্যে জেতার মানসিকতা তৈরিতে জোর দেওয়ার কথা বলে ব্রুজোঁ আশাবাদী, সমর্থকদের প্রত্যাশা পূরণের মাধ্যমে তাঁদের মুখে হাসি ফুটিয়ে ঐতিহ্যবাহী ক্লাবের গৌরবকে স্বমহিমায় ফেরাতে পারবেন।

তিন দলের ভারত সফরের সূচি প্রকাশ বিসিসিআইয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভারত সফরে এসে বিভিন্ন ফরম্যাটে মোট ১৩টি ম্যাচ খেলবে তিনটি দল। যার সূচি বৃহস্পতিবার প্রকাশ করল বিসিসিআই। সেপ্টেম্বরের ১৪, ১৭ ও ২০ তারিখ চেন্নাইয়ের চিপকে ভারতীয় মহিলা দলের বিরুদ্ধে ৩টি একদিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলবে অস্ট্রেলিয়ার মহিলা দল। মহিলাদের বিশ্বকাপের প্রস্তুতির ক্ষেত্রে যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।ওই মাসেই ভারত সফরে আসবে অস্ট্রেলিয়া 'এ' দল। ভারতীয় 'এ' দলের বিরুদ্ধে লখনউয়ে ২টি ৪ দিনের ম্যাচ খেলবে তারা। প্রথম ও দ্বিতীয় ম্যাচ শুরু যথাক্রমে ১৬ ও ২৩ সেপ্টেম্বর। এরপর এই দুই দল পরস্পরের বিরুদ্ধে তিনটি একদিনের ম্যাচ খেলবে কানপুরে। তিনটি ম্যাচ হবে যথাক্রমে ৩০ সেপ্টেম্বর, ৩ ও ৫ অক্টোবর। অক্টোবরেই ভারত সফরে আসবে দক্ষিণ আফ্রিকা 'এ' দল। বেঙ্গালুরুতে বিসিসিআইয়ের সেন্টার অব এক্সেলেন্সে ভারতীয় 'এ' দলের বিরুদ্ধে তারা প্রথম ৪ দিনের ম্যাচ খেলতে নামবে ৩০ অক্টোবর। দ্বিতীয় চার দিনের ম্যাচটি শুরু নভেম্বরের ৬ তারিখ থেকে। এরপর এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে এই দুই দল তিনটি একদিনের ম্যাচ খেলবে যথাক্রমে ১৩, ১৬ ও ১৯ নভেম্বর।

বিরাটকে মেসেজ হরভজন-কন্যার, হেসে জবাব কোহলির

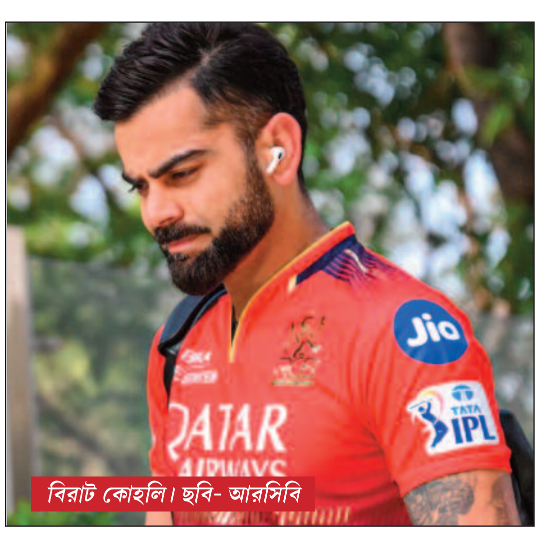

বিরাট কোহলি। ছবি- আরসিবি

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিরাট কোহলি টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছেন। ফলে ভারতীয় ক্রিকেটে এক বর্ণময় অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। বিরাট ভক্তদের কাছে এই সিদ্ধান্ত নিশ্চিতভাবেই বড় ধাক্কা। সেই তালিকায় রয়েছে ছোটরাও। হরভজন সিং এক সাক্ষাৎকারে বলেন, ক্ষ্মআমি টুইটে লিখি কেন বিরাট? কেন তুমি অবসর নিলে টেস্ট ক্রিকেট থেকে? আমার মেয়েও আমাকে জিজ্ঞেস করেছে কেন বিরাট অবসর নিলেন? সে বিরাটকে মেসেজও পাঠিয়েছে। লিখেছে, আমি হিনায়া। আপনি কেন অবসর নিলেন বিরাট?ক্ষ্ম ভাজ্জি-কন্যার মেসেজ ছুঁয়ে গিয়েছে কিং কোহলিকে। তিনি স্মাইলি-সহ মেসেজে লিখেছেন, 'বেটা, সময় হয়ে গিয়েছিল।' হরভজন মনে করেন, বিরাট সবদিক ভেবেচিন্তে সেরা সিদ্ধান্তটিই নিয়েছেন।

মাহি মেতে মাছ ধরায়, সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল ছবি

নিজস্ব প্রতিবেদন: আইপিএলে দশ দলের মধ্যে একেবারে শেষে থেকে অভিযান শেষ করেছে চেন্নাই সুপার কিংস। চলতি আইপিএলে ঋতুরাজ গায়কোয়াড় চোট পেয়ে ছিটকে যাওয়ার পর দলকে নেতৃত্ব দেন মহেন্দ্র সিং ধোনি। যদিও তাতে অবস্থানগত পরিবর্তন হয়নি চেন্নাই সুপার কিংসের। ধোনিকে অবশ্য পরের আইপিএলে নেতৃত্ব দিতে দেখা যাবে না। ক্যাপ্টেন কুলকে ক্রিকেটার হিসেবে আর মাঠে দেখা যাবে কিনা তা নিয়েও চর্চা রয়েছে। ধোনি ইতিমধ্যেই জানিয়েছেন, তিনি আইপিএল খেলার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন চার-পাঁচ মাস পরেই। আইপিএলের আসর থেকে রাঁচিতে ফিরে ফের বাইক চালানোর ইচ্ছার কথাও জানিয়েছিলেন। এর মধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হলো ধোনির ছবি। তবে বাইক চালানোর নয়, মাছ ধরার। রাঁচিতে ধোনির ফার্মহাউস আছে। মনে করা হচ্ছে সেখানেই হয়তো মাছ ধরায় মেতেছেন মাহি।

ধোনিকে টপকে যাওয়ার দোরগোড়ায় শুভমান

নিজস্ব প্রতিবেদন: আইপিএলের এলিমিনেটরে আজ মুল্লানপুরে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের বিরুদ্ধে ঈর্ষণীয় নজির গড়তে পারেন গুজরাত টাইটান্স অধিনায়ক শুভমান গিল। টপকে যেতে পারেন মহেন্দ্র সিং ধোনিকে। আইপিএলের প্লে-অফে সবচেয়ে বেশি রান করার নিরিখে গিল আপাতত আছেন তৃতীয় স্থানে। তিনি কলকাতা নাইট রাইডার্স ও গুজরাত টাইটান্সের হয়ে ১০টি ম্যাচ খেলে ৪৭৪ রান করেছেন। আইপিএলের প্লে-অফ বা চূড়ান্ত পর্বের ম্যাচে সর্বাধিক রানের রেকর্ড রয়েছে সুরেশ রায়নার (৭১৪)। চেন্নাই সুপার কিংস ও গুজরাত লায়ন্সের হয়ে তিনি খেলেছেন প্লে-অফের ২৪টি ম্যাচ। মহেন্দ্র সিং ধোনির রয়েছে ৫২৩ রান। ধোনি ২৮টি প্লে-অফ ম্যাচ খেললেও ব্যাট করেছেন ২৩টিতে। ফলে আজ ধোনিকে টপকে এলিট লিস্টের দুইয়ে চলে আসতেই পারেন গিল। চলতি আইপিএলে ভারতের টেস্ট দলের অধিনায়ক ১৪ ম্যাচে ৬৪৯ রান করেছেন, সর্বাধিক অপরাজিত ৯৩। হাঁকিয়েছেন ৬টি হাফ সেঞ্চুরি।

এশিয়ান কাপ বাছাই পর্বে ভারতের অনূর্ধ্ব ২৩ ফুটবল দল গ্রুপ এইচে

নিজস্ব প্রতিবেদন: এএফসি অনূর্ধ্ব ২৩ এশিয়ান কাপ বাছাই পর্বের গ্রুপ এইচ-এ স্থান পেল ভারত। এই গ্রুপে বাকি দেশগুলি হলো কাতার, বাহরিন এবং ব্রুনাই দারুসসালাম। ১ থেকে ৯ সেপ্টেম্বরের মধ্যে কাতারে হবে এই গ্রুপের খেলাগুলি। মোট ৪৪টি দলকে একেকটি গ্রুপে চারটি করে রেখে ১১টি গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে। প্রতিটি গ্রুপের বিজয়ী, চারটি সেরা রানার-আপ ও আয়োজক সৌদি আরব ২০২৬ সালের জানুয়ারিতে অনুষ্ঠেয় এএফসি অনূর্ধ্ব ২৩ এশিয়ান কাপের সপ্তম সংস্করণে অংশ নেবে। ভারতের অনূর্ধ্ব ২৩ দলের হেড কোচ করা হয়েছে নওশাদ মুসাকে। জুনের শুরুতেই কলকাতায় হবে প্রশিক্ষণ শিবির।

বেঙ্গল প্রো টি২০ লিগের সূচি ঘোষিত

নিজস্ব প্রতিবেদন: একদিনের খবরে সিলমোহর। ১১ জুন থেকেই শুরু হচ্ছে বেঙ্গল প্রো টি২০ লিগ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ও ম্যাচ ইডেন গার্ডেন্সে। এই লিগে মেয়েদের খেলাগুলি শুরু ১২ জুন থেকে, সল্টলেক যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস মাঠে। পুরুষদের বিভাগে উদ্বোধনী ম্যাচে রাত ৮টায় মুখোমুখি হবে গতবারের যুগ্ম বিজয়ী সোবিসকো স্ম্যাশার্স মালদহ ও মুর্শিদাবাদ কিংস। পরের দিন থেকে ২৪ জুন অবধি পুরুষদের বিভাগে প্রতিদিন দুটি করে লিগ ম্যাচ হবে। লিগ পর্ব শেষ হবে ২৫ জুন। ২৬ জুন বেলা ১টা ও সন্ধ্যা সাতটা থেকে দুটি সেমিফাইনাল হবে ইডেনে। ২৮ জুন সন্ধ্যা ৭টা থেকে ফাইনাল। মেয়েদের বিভাগে উদ্বোধনী ম্যাচে সকাল ৯টা থেকে হারবার ডায়মন্ডস ও মুর্শিদাবাদ কুইনস মুখোমুখি হবে। এরপর বেলা দেড়টা থেকে গতবারের চ্যাম্পিয়ন লাক্স শ্যাম কলকাতা টাইগার্স নামবে শিলিগুড়ি স্ট্রাইকারসের বিরুদ্ধে। মেয়েদের বিভাগে লিগ ম্যাচগুলি ২৫ জুন থেকে ডাবল হেডার হবে। ২৭ জুন হবে দুটি সেমিফাইনাল। ফাইনাল ২৮ জুন ইডেনে বেলা দেড়টা থেকে।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**